NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ক্ষমতার খিদে, ইন্দিরা গান্ধি, সাম্প্রতিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে

চার হাসপাতাল ঘুরে বিনা চিকিৎসায় যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ ৫

কলকাতা ১৯ নভেম্বর ২০২৩ ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৫৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 19.11.2023, Vol.17, Issue No. 157, 8 Pages, Price 3.00

ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালের জন্য তৈরি চোখ ঝলসানো অনুষ্ঠানসূচি

আমদাবাদ, ১৮ নভেম্বর: ২০ বছর পর বিশ্বকাপ ফাইনালে আজ মুখোমুখি ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। গুজরাতের আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের বাইরে সাজো সাজো রব। আজ ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ চলাকালীন থাকবে বিশিষ্ট তারকাদের পারফরম্যান্সও।

বিসিসিআইয়ের তরফে প্রকাশিত বিশ্বকাপ ফাইনালের অনুষ্ঠানসূচিতে জানানো হয়েছে যে, ম্যাচ শুরুর আগেই একটি বিশেষ প্রর্দশনী আয়োজিত হবে। ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিশেষ দল 'সূর্যকিরণ' আকাশে একটি প্রদর্শনী করবে। খেলা শুরুর আগে, টসের ঠিক পরেই ভারতীয় বায়ুসেনার ন'টি বিমান উইং কমান্ডার সিদেশ কার্তিকের নেতৃত্বে স্টেডিয়ামের উপর 'এয়ার শো' দেখাবে।

জাতীয় সঙ্গীতের সময়েও স্টেডিয়ামের উপর দিয়ে উড়ে যাবে বিশেষ বিমান। জাতীয় পতাকা নিয়ে বিমান ওড়ানোর পরিকল্পনাও ছিল। তবে তা খারিজ করে দিয়েছে ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। দুপুর ১টা ৩৫ মিনিটে 'সূর্যকিরণ এয়ার শো' শুরু হবে। দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে ভারতীয় বিমানবাহিনীর এই বিশেষ 'এয়ার শো' শেষ হয়ে যাবে। সঙ্গীতশিল্পী আদিত্য গাড়ভির পারফরম্যান্সের আয়োজন করা হয়েছে সেই সময়। মঞ্চে গান গাইতে দেখা যেতে পারে সুরকার তথা গায়ক প্রীতম চক্রবর্তীকে। প্রীতমের পাশাপাশি বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চে পারফর্ম করতে দেখা যাবে সঙ্গীতশিল্পী জোনিতা গান্ধিকে।

সুরকার এআর রহমানের সহকারী হিসাবে একাধিক হিন্দি ছবিতে কাজ করা নাকাশ আজিজকেও পারফর্ম করতে দেখা যাবে আজ। একাধিক হিন্দি ছবিতে গান গেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন সঙ্গীতশিল্পী অমিত মিশ্র।বিশ্বকাপের মঞ্চে দেখা যাবে অমিতের পারফরম্যান্সও। বলিপাড়ায় সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন আকাসা সিং। বিশ্বকাপ ফাইনালে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পারফর্ম করতে দেখা যাবে আকাসাকে। বলিপাড়ার সঙ্গীতশিল্পী এবং সঙ্গীত প্রযোজকের পাশাপাশি ইউটিউব মাধ্যমেও জনপ্রিয় তুষার জোশী। প্রথম ইনিংসের পর মঞ্চে পারফর্ম করতে দেখা যাবে তাঁকেও।

গানের পারফরম্যান্সের পর আবার শুরু হবে খেলা। দ্বিতীয় ইনিংসের পানীয় বিরতিতে 'লেজার অ্যান্ড লাইট শো'-এর আয়োজন করা হয়েছে।

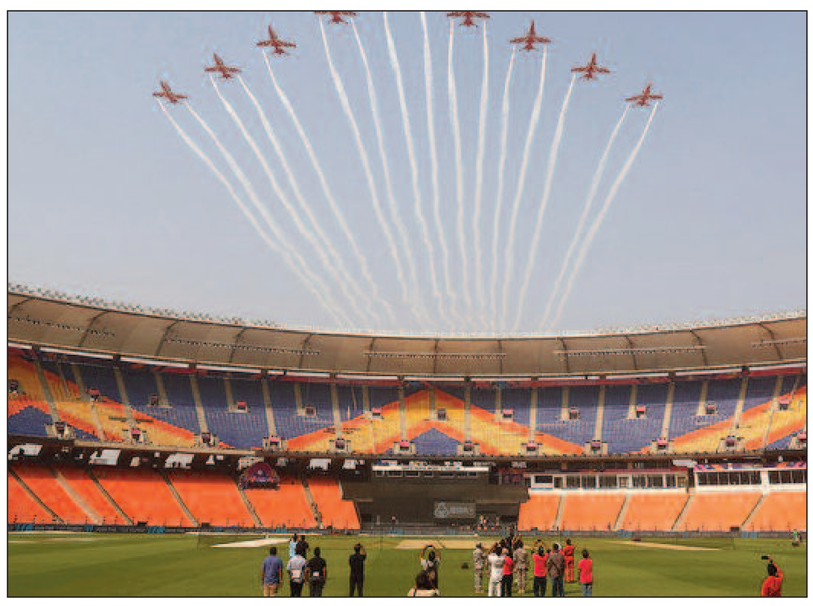

স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকবেন মোদি ও অস্ট্রেলিয়ার ডেপুটি পিএম

আমদাবাদ, ১৮ নভেম্বর: বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচের জেরে আজ কার্যত দুর্গে পরিণত হবে আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন অস্ট্রেলিয়ার ডেপুটি পিএম। সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-সহ একঝাঁক ভিভিআইপি হাজির থাকবেন। তাই নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। সব দলের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এদিন। বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে তাঁদের বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হবে। কপিল দেব এবং মহেন্দ্র সিং ধোনিও রয়েছেন আমন্ত্রিতদের তালিকায়। রবিবার মাঠে উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। সঙ্গে থাকবেন অস্ট্রেলিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী রিচার্ড মার্লস্। শুক্রবার গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের দপ্তর সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, পাঁচটি অ্যান্টি বম্ব স্কোয়াড মোতায়েন থাকবে। স্টেডিয়ামের ভিতর থাকবে সিআরপিএফ-র একটি বিশেষ টিম। ভারতীয় বায়ুসেনার দুটি দলও নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন থাকবে। সেই সঙ্গে স্টেডিয়ামে প্রস্তুত রাখা হবে চেতক কমান্ডোদের দুটো বিশেষ দলকে। চারজন ডিআইজি র‍্যাংকের অফিসার এবং ২৩ জন ডিসিপি উপস্থিত থাকবেন। এর পাশাপাশি ৩৯ জন এসিপি, ৯২ জন পুলিশ ইন্সপেক্টর, ২০০ জন পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর মোতায়েন থাকবে। গুজরাত পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের অন্তত ৩০০ জন অফিসার স্টেডিয়ামে থাকবেন। সব মিলিয়ে মোট ৬ হাজার পুলিশের নিরাপত্তা থাকবে। এর মধ্যে ২০০০ পুলিশ থাকবে মাঠের ভিতরে। বাকিরা স্টেডিয়ামের বাইরে। স্টেডিয়ামের ভিতর দর্শকদের জন্য পৃথক ভাবে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আসছেন বড় শিল্পপতিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর মাত্র দুদিনের অপেক্ষা। আগামী মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। দু-দিনের এই মেগা শিল্প সমাবেশের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে (বিজিবিএস) অংশ নিতে আসছেন দেশ-বিদেশের তাবড় শিল্পপতিরা।

নবান্নের কর্তাদের দাবি, শিল্প সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন রিলায়েন্স গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি থেকে শুরু করে নিরঞ্জন হিরানন্দানির মতো দেশের নামকরা শিল্পপতিরা। ইউরোপ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও একঝাঁক শিল্পপতি বাণিজ্য সম্মেলনে যোগ দেবেন। তবে আমন্ত্রিতদের মধ্যে সবথেকে বেশি আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছেন হিরানন্দানি গ্রুপের কর্ণধার নিরঞ্জন হিরানন্দানি। সম্প্রতি 'ক্যাশ ফর কোয়েশ্চেন' বিতর্কে নাম জড়িয়েছে হিরানন্দানি গ্রুপের। শিল্পপতি দর্শন হিরানন্দানির থেকে আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে আদানি গোষ্ঠীকে নিয়ে সংসদে প্রশ্ন তোলার মতো গুরুতর অভিযোগ এনেছেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। দর্শন হিরানন্দানি সম্পর্কে নিরঞ্জনের ছেলে। আদানি গোষ্ঠীকেও সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। গত বারের মতো এই বছরও আদানি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা আসবেন বলে আশা করছে রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য, তাজপুর বন্দর তৈরির জন্য রাজ্যের তরফে আদানি গোষ্ঠীকে ইতিমধ্যেই 'লেটার অফ ইনটেন্ট' দেওয়া হয়েছে।

ফাইল চিত্র

প্রতিবারের মতো এবারও বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও বক্তব্য রাখবেন নামকরা শিল্পপতিরা। বক্তাদের তালিকায় থাকার কথা রিলায়েন্স গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি, হিরানন্দানি গ্রুপের কর্ণধার নিরঞ্জন হিরানন্দানি, আইটিসি'র চেয়ারম্যান সঞ্জীব পুরী, জেএসডব্লিউ গ্রুপের চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দল, আরপি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গ্রুপের সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, চ্যাটার্জি গ্রুপের চেয়ারম্যান পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের মতো খ্যাতনামা শিল্পপতিরা।

২০১১ সালে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই নিয়ে সপ্তমবার বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গতবারের মতো এবারও তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হবে রাজারহাটের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে। আগামী ২১ নভেম্বর এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টানা দু'ঘণ্টা ধরে এই অনুষ্ঠান চলবে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল প্লেনারি সেশন। পরের দিন অর্থাৎ ২২ নভেম্বর বাণিজ্য সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে। বেলা তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলবে। অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য গঙ্গা ভ্রমণের পাশাপাশি আলিপুর জেল মিউজিয়াম ঘুরিয়ে দেখানো হবে। হাতে গোনা কয়েকজন মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই অনুষ্ঠানে। শুক্রবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, যেসব মন্ত্রীকে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে, তাঁরাই যেন হাজির থাকেন সেখানে। বাণিজ্য সম্মেলনে আগত দেশ-বিদেশের শিল্পপতিদের সামনে বাংলায় বিনিয়োগের জন্য বেশ কয়েকটি নতুন ক্ষেত্রকে প্রোজেক্ট করা হবে। তার মধ্যে রয়েছে রাজ্যের প্রস্তাবিত পুরুলিয়ায় ৪ হাজার একরের জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরী, ডানকুনি-হলদিয়া, ডানকুনি-কল্যাণী, ডানকুনি-রঘুনাথপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ করিডর এবং নিউ টাউনে বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি হাব। এছাড়াও কৃষি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

এক নজরে

সোশ্যাল মিডিয়াগুলিকে হুঁশিয়ারি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর: সোশাল মিডিয়ায় ঘুরছে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডিপফেক ভিডিও। রশ্মিকা মান্দনা, কাজলদের মতো প্রথম সারির অভিনেত্রীরাও এর শিকার। স্বাভাবিকভাবেই এ নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। এবার সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মগুলিকে এ নিয়ে কড়া দাওয়াই দিয়ে দিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব শনিবার জানিয়ে দিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মগুলির সঙ্গে দ্রুত বৈঠকে বসবে কেন্দ্র। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি যদি ডিপফেক ভিডিও নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে তাদের যে বাড়তি নিরাপত্তা বা সেফ হারবার ইমিউনিটি দেওয়া হয়, সেই 'ইমিউনিটি' প্রত্যাহার করা হবে। অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলোকে ইতিমধ্যেই নোটিস পাঠানো হয়েছে। তারা বিভিন্ন পদক্ষেপও করা শুরু করেছে। তাঁর বক্তব্য, 'ওরা পদক্ষেপ করছেও। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সেই পদক্ষেপগুলো সবক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। হয়তো আগামী দু তিন দিনের মধ্যেই সব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে আমরা বৈঠক করব। এটা নিয়ে আলোচনা করব। এবং নিশ্চিত করব, যে এই ডিপফেক রুখতে তাঁরা পদক্ষেপ করবে।' এর পরই তাঁর সতর্কবার্তা, 'যারা উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে না, তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।'

শামিকে উপহার যোগীর

লখনউ, ১৮ নভেম্বর: ৭ বছর আগে গোহত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মহম্মদ শামিরদাদা মহম্মদ হাসিব। উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে মারধর করারও অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। এবার সেই শামিকেই উপহার দিতে চাইছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তারকা পেসারের গ্রামে ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়তে চাইছে বিজেপি সরকার। সূত্রের খবর, বিশ্বকাপে তারকা পেসারের দুরন্ত পারফরম্যান্সে মুগ্ধ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। তাই স্টেডিয়াম গড়ে শামিকে উপহার দিতে চাইছেন তিনি।

দক্ষিণ গাজায় মৃত অন্তত ৩২

তেল আভিভ, ১৮ নভেম্বর: উত্তর গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পর এবার দক্ষিণ গাজায় আঘাত হানল ইজরায়েল। হামাস জঙ্গিদের নিকেশ করতে বোমা ফেলল ইজরায়েলি ফৌজ। মারা গেছেন কমপক্ষে ৩২ জন। জানিয়েছেন এক স্বাস্থ্য আধিকারিক। যার মধ্যে রয়েছে শিশুরাও। আহত বহু। ফলে আরব-ইহুদি সংঘাত এবার আরও ভয়ানক রূপ নিচ্ছে। শনিবার দক্ষিণ গাজার বৃহত্তম শহর খান ইউনিসের বসতি এলাকায় আক্রমণ করে ইজরায়েলের বিমানবাহিনী। এই হামলায় হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিস্তারিত দুনিয়ার পাতায়

কয়লা পাচারকাণ্ডে রক্ষাকবচ পেলেন না আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়লা পাচার মামলায় রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের আবেদনে বিস্ময় প্রকাশ করল দিল্লি হাইকোর্ট। ভবিষ্যতে ইডি যেন তলব না-করে এই মর্মে আর্জি জানিয়েছিলেন আইনমন্ত্রী। শুক্রবার ওই আর্জিতে সাড়া দেয়নি উচ্চ আদালত। দিল্লি হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, এটা অবাক করে যে, মামলাকারীকে গত দু'বছরে ১২ বার তলব করেছে ইডি। কেবলমাত্র এক বার তিনি হাজিরা দিয়েছেন! বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মা রায় জানিয়ে দেন, মলয়ের আবেদনে কোনও সাড়া দেওয়া হবে না। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে কোনও রক্ষাকবচও নয়।

কলকাতায় পূর্ণাঙ্গ অফিস থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁকে বারবার দিল্লিতে তলব করা হচ্ছে, এই উল্লেখ করেই আদালতের দ্বারস্থ হন রাজ্যের আইনমন্ত্রী। আবেদনে হাতিয়ার করেন এই সংক্রান্ত অন্য এক মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ ও তাঁর বয়সের বিষয়টি। ইডির তরফে বলা হয় ১২ বার সমন পাঠানো হলেও ১১ বারই তা এড়িয়ে গিয়েছেন মলয়।

এই সময় পর্যবেক্ষণে বিচারপতিরা বলেন, তাঁরা বিস্মিত। তবে তাঁকে কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মার বেঞ্চ। বলা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের ২৪ ঘণ্টা আগে দিতে হবে নোটিস। কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্যের মুখ্যসচিবকেও জানাতে হবে সমনের সময় ও স্থান, যাতে ইডি আধিকারিকদের তদন্তে কোনও বাধা না আসে।

প্রসঙ্গত, গত বছরের সেপ্টেম্বরে কলকাতা ও আসানসোলে মলয় ঘটকের একাধিক বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই। মন্ত্রীর কলকাতার সরকারি আবাসনেও টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। উল্লেখ্য, বেশ কয়েকজন ইসিএল আধিকারিকের গ্রেপ্তারির পর মলয়ে ঘটকের বিরুদ্ধে কয়লা পাচার তদন্তে নামে সিবিআই। একই সঙ্গে এই মামলায় ইডির স্ক্যানারেও মলয় ঘটক। তবে আপাতত খানিকটা স্বস্তিতে রাজ্যের আইনমন্ত্রী।

শিয়ালদা কোলে মার্কেটে ছট পুজোর শেষ মুহূর্তের বিকিকিনি। *ছবি: অদিতি সাহা*

নিম্নচাপের ভ্রূকুটি কাটলেই সপ্তাহান্তে শীত বাংলায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড় মিধিলির প্রভাবে শুক্রবার সকাল থেকেই মুখভার ছিল বাংলার। অনেক জায়গাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতও দেখা যায়। সবথেকে বেশি বৃষ্টি হয় উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে।

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে বইছিল ঝোড়ো। যদিও শনিবার সকাল থেকেই পরিস্থিতিটা অনেকটাই বদলে গিয়েছে। হাওয়া অফিসের কর্তারা বলছেন আগের থেকে অনেকটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছে ঘূর্ণিঝড়।

এপার বাংলার থেকে মুখ ঘুরিয়ে সে এখন প্রবেশ করেছে বাংলাদেশের উপকূলভাগে। মৌসম ভবন বলছে, শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণিঝড়টি এখন নিম্নচাপে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশ ও মিজোরামের উপরে ঘুরপাক খেতে খেতেই অনেকটাই দুর্বল হয়ে যাবে নিম্নচাপটি। এমনটাই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের। পূর্বাভাস বলছে, আগামী এক

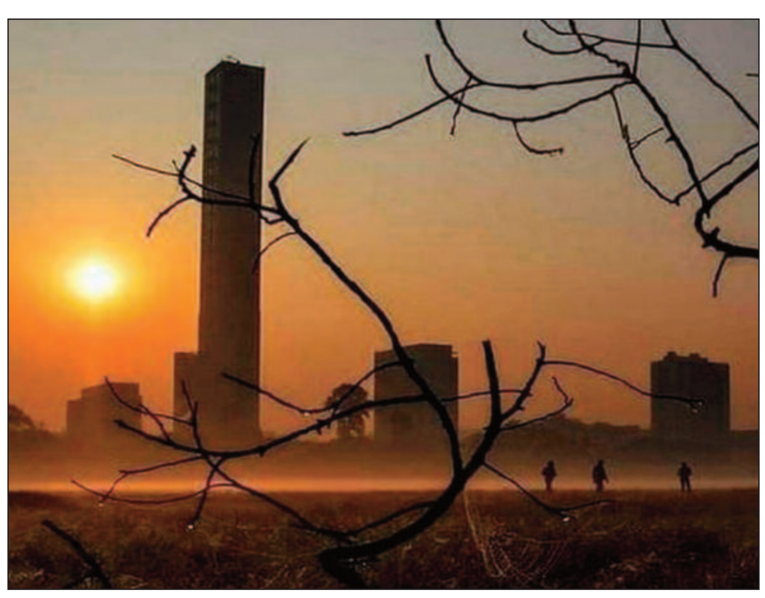

সপ্তাহ বাংলায় আর কোনও নিম্নচাপের ভ্রূকুটি দেখা যাবে না।

আবহাওয়া মোটের উপর শুষ্কই থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে খুব বেশি যে পারাপতন হবে এমনটা নয়। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই উত্তরেও।

আবহাওয়া দপ্তরের কর্তা উমাকান্ত সাহা জানিয়েছেন, আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের সব জেলার আবহাওয়া মোটের উপর শুষ্ক থাকলেও ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার থেকে কিছুটা হলেও বদলাবে পরিস্থিতি। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পাহাড়ি অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে বাকি জেলাগুলিতে বৃষ্টির বিশেষ সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে, কলকাতায় আগামী ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর: ভার্চুয়াল জি২০ লিডার্স সামিটের নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই সামিটের মধ্যে দিয়েই শেষ হবে ভারতের জি২০ প্রেসিডেন্সি। ২২ নভেম্বর, বুধবার হবে সেই সামিট। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে শনিবার এ কথা জানানো হয়েছে। ভারতের জি২০ প্রেসিডেন্সি অফিশিয়ালি শেষ হচ্ছে ৩০ নভেম্বর। তার আগে এটাই হবে শেষ জি২০ সামিট। সেপ্টেম্বর মাসে জি২০ ক্লোসিং সামিটেই ভার্চুয়ালি সামিটের আয়োজনের কথা ঘোষণা করেছিলেন মোদি। এ সময়ে জি২০ কার্যকলাপের মূল্যায়ন এবং আগামী দিনে জি২০ সম্মেলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই এই ভার্চুয়াল সামিটের আয়োজন করা হয়েছে। জি২০-র ভার্চুয়াল সম্মেলনে জি২০ অন্তর্ভুক্ত দেশের নেতারা তো

থাকবেনই। সেই সঙ্গে আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং আরও ৯টি দেশকে অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ ছাড়াও আমন্ত্রিত ১১টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রধানরা। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফেই সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

গত এক বছরে সরকারি হাসপাতালে কমেছে রোগী রেফারের প্রবণতা

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারিতে কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর হুঁশিয়ারি এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের এক বছরের লাগাতার প্রচেষ্টায় রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে রোগী রেফারের প্রবণতা কমেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিসংখ্যান মোতাবেক এক বছরে এই হার প্রায় তিন শতাংশ কমেছে। গত নভেম্বরে রাজ্যের অর্থাৎ জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ও সুপারস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল থেকে গড়ে ৮ শতাংশ রোগীকে রেফার করা হতো। চলতি নভেম্বরে তা কমে হয়েছে ৫ শতাংশ। এই এক বছরের মধ্যে আরও ৪০০ হাসপাতাল রেফার সংক্রান্ত নজরদারির আওতায় এসেছে। তারপরও সার্বিকভাবে রেফার কমানো সম্ভব হওয়ায় স্বস্তিতে রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্তারা। তাঁদের জোর গলায় দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারিতেই এটা সম্ভব হয়েছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, আগে মূলত দু'টি সমস্যা ছিল। লোকবলের অভাব এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির সমস্যা। রাজ্য সরকার সেই মতো প্রথমে শূন্যপদ পূরণে জোর দিয়েছিল। জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসারের অভাব অনেকটাই মেটানো হয়েছে। সেই সঙ্গে জীবনদায়ী যন্ত্রপাতির অভাবও কিছুটা কমানো গিয়েছে। তারই সুফল মিলেছে। লাগামছাড়া রেফারে তিতিবিরক্ত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ ছিলেন অযৌক্তিক প্রসূতি রেফার নিয়ে। বছর খানেক আগে রেফার বন্ধ করতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্তাদের হুঁশিয়ারি দেন তিনি। তারপরই হাসপাতাল ধরে ধরে নজরদারি শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে দ্বিতীয় স্তর বা সেকেন্ডারি টায়ারের ১০০টি হাসপাতালে নজরদারির আওতায় আসে। দেখা যায়, গড়পড়তা রেফারের হার সেখানে ৮ শতাংশ। এরপর মেডিক্যাল কলেজগুলির দিকে কড়া নজর দেওয়া শুরু হয়। তিনশোর বেশি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে অকারণ রোগী রেফারের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা শুরু হয়।

দেখা যায়, লোকবল ও পরিকাঠামোগত খামতির কারণে কাতারে কাতারে রোগী সেখানে ভর্তি হতে না হতেই বড় হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে রেফারের হার গড়ে ১৪-১৫ শতাংশ। পর্যাপ্ত চিকিৎসকের অভাবই এর প্রধান কারণ হিসেবে উঠে আসে। ওই পরিস্থিতিতে রাজ্য স্বাস্থ্য নিয়োগ পর্ষদে'র মাধ্যমে হাজার জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ করা হয়।

তাঁদের একটি বড় অংশকে পাঠানো হয়েছে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে। তার ফলও পাওয়া যাচ্ছে হাতে হাতে। প্রসূতি রেফার ঠেকাতেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে এই আশাজনক ফল বলে দাবি শীর্ষকর্তাদের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম পরিবর্তন

আমি, পলাশ কুমার মন্ডল, পিতা - গদাধর মন্ডল, ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং - সি/৩, তৃতীয় তল, গৌরী আবাসন, ৫/১, এম.এম. ফিডার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৭। কলকাতা ব্যাঙ্কশাল কোর্টের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে ২১.১১.২০১৩ তারিখের হলফনামা নং ৮৪০ এর মাধ্যমে পলাশ মন্ডল নামে পরিচিত হইলাম।পলাশ কুমার মন্ডল এবং পলাশ মন্ডল, পিতা গদাধর মন্ডল একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে শ্রী সৌমিত্র বোস @ সানু এর নাম বরাবর থাকা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রার অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত, ১১১৪/৯৬ নং মূল দলিলখানি আমার মক্কেল সৌমিত্র বোসের নিকট হইতে ০৭-১১-২০২৩ তারিখে খোয়া যায়, যাহা চুঁচুড়া থানায় ১০৮৩ নং, তারিখ ১০-১১-২০২৩, ডায়েরী লিপিবদ্ধ আছে।
উক্ত দলিলখানি কোনো সহৃদয় ব্যাক্তির গোচরে আসে, তা হইলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় ফেরত দিলে বাধিত থাকিব।
উক্ত দলিলমূলে তপশীল সম্পত্তিতে যদি কেউ কোন কার্য করিয়া থাকে তাহা বেআইনি ও অকার্য্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- কেওটা, হোল্ডিং নং ৬৫৮/নিউ, মল্লিক জয়ন্তি বাগ, হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার অধীন, জে.এল. নং ৭, এল.আর. দাগ ৩১৭৬, এল.আর খতিয়ান ৬২১৮, জমির পরিমাণ ০২ কাঠা ০৯ ছটাক ২ স্কোয়ার ফুট।

Joy Banerjee
Advocate
27, Rishi Bankim Street,
P.O. Konnagar,
District- Hooghly-712235
(+91) 9143363606

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে নভেম্বর ।২ রা অগ্রহায়ন। রবিবার । ষষ্ঠী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা। বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : আজ কর্মে শান্তির বাতাবরণ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ ১৯ শে নভেম্বর । অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন? আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধা। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : আজ ১৯ তারিখ। শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা- বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বুদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে ।তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ড্রিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ।কর্মে কালো পথ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম করুন শুভ হবে।

(প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর র ভূমিষ্ঠ দিবস)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিতে
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে পাঠানো হচ্ছে থানা ভিত্তিক রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে রাজ্যের থানা ভিত্তিক রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে। আগামী বছর ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাস নাগাদ লোকসভা নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগেই প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৪ এবং ২০১৯ সাল-এই দুই লোকসভা নির্বাচনে নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ সংক্রান্ত তথ্য আগামী মাসের মধ্যেই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে পাঠানো হবে। এই দুই নির্বাচনে কত সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন হয়েছিল এবং তাদের কোথায় মোতায়েন করা হয়েছিল, বুথ সংখ্যাই বা কত ছিল, স্ট্রং রুম সংখ্যা কেমন ছিল সেই সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য একত্রিত করছে নবান্ন। এই প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসনের থেকে যাবতীয় তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে, সূত্রের খবর এমনটাই। খুব দ্রুত সেই রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

পাশাপাশি, এটাও জানা গিয়েছে ওই দুই নির্বাচনে কোথায় কত বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল সেই রিপোর্টও জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আগের দুই লোকসভা নির্বাচনের আগের কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে শুরু করে ভোট সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য একত্রিত করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। শেষ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে এসেছিল প্রায় এগারোশো কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এরাজ্যে তার থেকেও বেশি সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হতে পারে বলে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। কারণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন ২০১৯ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সব নির্বাচনের সব তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছে। যার ভিত্তিতেই কমিশনের এই ঈঙ্গিত।

শেষ তিনবছরের উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা থেকে শুরু করে সব তথ্য সংগ্রহ কমিশন। রাজ্যে এই মুহূর্তে বুথের সংখ্যা ৮০৪৫৩টি। ইতিমধ্যেই সেই সব বুথের চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ করে ফেলেছে রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। চলছে এখন ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ। চলতি মাসের শেষ দিকে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনারের আসার কথা আছে এই রাজ্যে এবং ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে কমিশনের ফুল বেঞ্চ আসার কথা আছে। কমিশন এখন থেকেই প্রতিনিয়ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ডঃ আরিজ আফতাবের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে ও সব রিপোর্ট সংগ্রহ করছে।

পার্পল লাইনের জোকা-তারাতলা অংশ পরিদর্শন করলেন কলকাতা মেট্রোর জিএম

কলকাতা: কলকাতা মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি শনিবার জোকা-এসপ্ল্যানেড করিডোরের অর্থাৎ পার্পল লাইনের জোকা থেকে তারাতলা পর্যন্ত অংশ পরিদর্শন করেন। এদিন সকালে কলকাতা মেট্রো রেলের শীর্ষকর্তা সকালে জোকা ডিপো থেকে পরিদর্শন শুরু করেন। সেখানে রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড অর্থাৎ আরভিএনএল-এর আধিকারিকরা তাঁকে এই ডিপোর বিভিন্ন রেক রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ-সুবিধা এবং আরও উন্নয়নের ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাখ্যাও করেন। এরপর ডিপোতে রেক রক্ষণাবেক্ষণের কাজকর্ম এবং রোড-রেল ভেহিকেল পরিদর্শনও করেন মেট্রো রেলের শীর্ষকর্তা। এরপর জোকা ডিপো থেকে মেট্রোয় তারাতলা পর্যন্ত যান এবং একইসঙ্গে এই অংশে সিগন্যালিং কাজের অগ্রগতিও পরীক্ষা করেন।

এদিন এই পরিদর্শনের আগে কলকাতা মেট্রোর জিএম পি উদয় কুমার রেড্ডি জোকা ডিপোতে আরভিএনএলের ইডি অমিত রায় এবং অন্যান্য সিনিয়র মেট্রো এবং আরভিএনএল আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠকও করেন। পরিদর্শনের পর কলকাতা মেট্রো রেলের শীর্ষ কর্তা কাজের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ট্রেন পরিষেবাতে পূর্ব রেলের সাহসিকতার পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার ট্রেন পরিচালনা ও পরিষেবাতে পূর্ব রেল সাহসী পদক্ষেপ নিল। পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগে 'টু ট্র্যাক ক্যান্টিলিভার সিস্টেম' বিশিষ্ট সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু করা হল।

পূর্ব রেল জানিয়েছে, ট্রেন চলাচলে নিরাপত্তার উন্নতির জন্য তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ মাল্টি-ট্র্যাক এলাকায় সিগন্যাল দৃশ্যমানতা বাড়ানোর জন্য এই উদ্যোগ শুরু করেছে। উদ্ভাবনী টু ট্র্যাক ক্যান্টিলিভার সিস্টেম (টিটিসি) এবং ওএইচই পোর্টালগুলিকে সংকেত স্থানান্তরের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। এই বিশেষ নতুন ব্যবস্থা সংবিধিবদ্ধ সীমার বাইরে সিগন্যালের দৃশ্যমানতা উন্নত করা এবং লোকো পাইলটদের উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়তা প্রদান করবে।

ইতিমধ্যেই, কোন্নগর-শ্রীরামপুর এবং শ্রীরামপুর-শেওরাফুলি বিভাগে দুটি সিগন্যাল ব্যবস্থা সফলভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যা অগ্রগামী নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি বিভাগে প্রদর্শন করবে। এই স্থানান্তরের দ্বারা প্রস্তাবিত উন্নত দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করবে যাতে লোকো পাইলটরা সামগ্রিক অপারেশনাল নিরাপত্তাকে মাথায় রেখে আগে থেকেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

অদূর ভবিষ্যতে আরও দুটি এই বিশেষ সিগন্যাল ব্যবস্থা স্থাপিত করা হবে। এই কৌশলগত পদক্ষেপটি নিরাপদ এবং দক্ষ রেল পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিরাপত্তায় পূর্ব রেলওয়ের সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গির উপর বিশেষ নজিরদারিকে প্রতিফলিত করে।

ছট পুজা উপলক্ষে অভিনব পদক্ষেপ হাওড়া সিটি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ছট পুজো উপলক্ষ্যে হাওড়া সিটি পুলিশ অভিনব পদক্ষেপ নিল। চলতি বছরের ছট পুজার দিনে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট সহ বিভিন্ন ঘাটে ছট পুজোকে কেন্দ্র করে বহু শ্রদ্ধালুরা গাড়ি সহ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সূর্য পুজোতে আসেন। সেক্ষেত্রে গাড়ি রেখে ঘাটে যাওয়া ও ফেরার সময় গাড়ি পার্কিং নিয়ে যথেষ্টই সমস্যাতে পড়তেন আগত শ্রদ্ধালুরা। সেই সমস্যার সমাধান করতে এবার হাওড়া সিটি পুলিশ নতুন উদ্ভাবনী কৌশল ও পদ্ধতির ব্যবস্থা করল। পুলিশের পক্ষ থেকে একটি কিউআর কোর্ড দেওয়া হচ্ছে। যে কোর্ড স্ক্যান করলে সহজেই গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান কোথায় রয়েছে সেটা সঠিক ভাবে জানা সম্ভব হবে বলেই জানিয়েছে হাওড়া সিটি পুলিশ। ওই পদ্ধতিতে প্রথমে ব্যক্তিকে নিজের মোবাইলের ক্যামেরা খুলে ওই কিউআর কোড স্ক্যান করতে হবে। এরপর স্ক্যান করার পরই মোবাইলে একটি গুগুল মানচিত্র খুলবে। ওই গুগুল মানচিত্রে নিকটবর্তী কোন স্থানে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে সেটা জানা যাবে। সেখানেই ওই ব্যক্তি জেনে নিতে পারবেন তার নিকটবর্তী গাড়ি পার্কিং রাখার স্থান। পাশপাশি ওই মানচিত্রে লাল রঙের প্রতীকের মাধ্যমে মানচিত্রে জানিয়ে দেওয়া হবে যে গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান নেই। এছাড়াও একটি সবুজ প্রতীকের মাধ্যমে সম্ভাব্য গাড়ি রাখার স্থানও দেখিয়ে দেওয়া হবে। এতে ছট পুজো উপলক্ষে আগত শ্রদ্ধালুদের সুবিধা হবে বলেই মনে করছেন হাওড়া সিটি পুলিশের আধিকারিকরা।

রাজ্য সরকার পরিকাঠামো নয়, পাঁচশো টাকা দিয়ে নির্বাচন করতে চায়: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার হাওড়ার দাসনগরে জগদ্ধাত্রী পুজার শুভ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে এসে মালদার বামনগোলাতে বেহাল রাস্তার দরুন উনিশ বছর তরুণীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারকে তোপ দাগেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'এটা ভয়ংকর ও লজ্জাজনক ঘটনা। এর আগে জলপাইগুড়িতে ঘটেছে, উত্তরবঙ্গ থেকে অ্যাম্বুল্যান্স না পেয়ে ব্যাগে করে বাচ্ছাকে নিয়ে আসার ঘটনাও ঘটেছে। এখানে রাস্তাঘাটের যে অবস্থা হয়েছে তাই নিয়ে বারেবারে বলেছি। এরা পরিকাঠামোর উন্নয়ন না করে পাঁচশো টাকা দিয়ে ভোট করতে চায়। রাস্তা, হাসপাতাল কোথাও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হয় না। সরকারি ব্যর্থতার জন্যই এই মৃত্যু হয়েছে বলেই আমরা মনে করি।'

পাশপাশি বামেদের ও কংগ্রেস উভয়কেই মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে বলেও দাবি করে শুভেন্দু। শুভেন্দু আরো বলেন, 'আজকে রাজ্যের শাসক দলের নেতা ও গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি বর্ধমানে আগুন জ্বালাতে গেছিলেন। এর আগে এনআরসি লাগু হওয়ার সময় উনি আগুন লাগিয়েছেন, ওনার কাজই হল আগুন লাগানো। মুখ্যমন্ত্রী ওনাকে পাঠিয়েছেন যাতে উস্কানিমূলক কথা বলে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করে সংখ্যালঘু ভোট একজায়গাতে আনা যায়।'

এছাড়াও রাজ্যে বিভিন্ন হিংসাতে মৃত ব্যক্তিদের চাকরি দেওয়ার প্রশ্নে শুভেন্দু বলেন, কলকাতা হাইকোর্টে যে তালিকা রয়েছে, তাই ধরে রাজ্য সরকার চতুর্থ শ্রেণি হলেও চাকরি দিক, স্থায়ী চাকরি দিক। এই অস্থায়ী হাফ দাঁড়ি কাটার মতো চাকরি দিয়ে লাভ নেই।

স্পঞ্জ আয়রন কারখানা নিয়ে সরকার-বন প্রতিন্ত্রীকে কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: 'এই সরকার ফ্যাসিস্ট। মানুষের মৌলিক অধিকারকে খর্ব করছে। মন্ত্রী তাঁর পদ চলে যাওয়ার ভয়ে কিছু বলছেন না।' লালগড়ে দলের কর্মসূচিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঝাড়গ্রাম জেলায় পরিবেশ ধংসকারী স্পঞ্জ আয়রন কারখানা তৈরি নিয়ে এভাবেই রাজ্য সরকার ও এলাকার বিধায়ক বন প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে কটাক্ষ করেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী।

এদিন নওসাদ সিদ্দিকী অভিযোগ করেন, মানুষের জল জঙ্গল জমির অধিকার খর্ব করছে রাজ্য সরকার। যার কারণে ঝাড়গ্রাম বিধানসভা এলাকায় গজিয়ে উঠছে অবৈধ স্পঞ্জ আয়রন কারখানা। ধংস হচ্ছে পরিবেশ। তারপরে মন্ত্রীর যাতায়াতের রাস্তার ওপর এরকম পরিবেশ দূষণকারী কারখানা থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রী কিছু না বলায় তিনি মন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন, 'পদ চলে যাওয়ার ভয়ে কিছু বলছেন না।' পাশাপাশি মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে পরামর্শের সুরে বলেন, 'পদের থেকে বড় কথা এলাকার মানুষের জীবন জীবিকা। তাই আপনি প্রয়োজনে কথা বলুন আমরা আপনার পাশে থাকব।'

ছট পুজোর 'গঙ্গা স্নান' এবং 'দন্ডী'র জন্য ব্যাহত হবে চক্ররেল পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছট পুজো উপলক্ষ্যে 'গঙ্গা স্নান' এবং 'দন্ডী'- জন্য পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে চক্ররেল পরিষেবা ব্যাহত হবে। শিয়ালদা শাখাতে চক্র রেল পরিষেবা ১৯ (রবিবার) ও ২০ তারিখ (সোমবার) সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত পূর্ব রেল চক্ররেল পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ছট পুজো উপলক্ষ্যে হাজারে হাজারে পুণ্যার্থীরা গঙ্গার ঘাটে আসেন। সেই ক্ষেত্রে তাদের সুরক্ষা ও মঙ্গলের জন্য ওই সময়ে পরিষেবা বন্ধ থাকবে। এর মাধ্যমে সমবেত ভিড় ও সুরক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হবে বলেই পূর্ব রেল মনে করছে।

চক্ররেলের যাত্রীদের যাত্রার ক্ষেত্রে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তাই আগে থেকেই তাদেরকে জ্ঞাত করা হচ্ছে। যাতে তারা তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে নিতে পারে। পূর্ব রেলের শিয়ালদা বিভাগ ছট পুজো উপলক্ষ্যে সমস্ত পুণ্যার্থীদের শুভ কামনা জ্ঞাপন করছে।

১৯ তারিখ (রবিবার) ৩০৪১২, ৩০৪১৬, ৩০৪১১, ৩০৪৫১ চার জোড়া ইএমইউ লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

৩০৩২২,৩০৩৪৪,৩০৩২৪,৩০৩৪৬, ৩০৩১২,৩০৩১৪ ছয় জোড়া ইএমইউ লোকাল ট্রেন কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত চলাচল করবে।

৩০১৪৫,৩০৩৫১,৩০৩৩৩,৩০৩১১, ৩০৩৩১,৩০৩১৩ ছয় জোড়া ইএমইউ লোকাল ট্রেন কলকাতা স্টেশন থেকে যাত্রা করবে।

৩০১২৮, ৩০১১৬,৩০১২২,৩০১৫৪ চার জোড়া ইএমইউ লোকাল ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে।

৩০১২১,৩০১১৩,৩০১১১,৩০১২৩ চার জোড়া ইএমইউ লোকাল ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশন থেকে যাত্রা করবে।

৮০১৪২,৩০৩৩২ দুই জোড়া ইএমইউ লোকাল ট্রেন কাঁকুরগাছি-বালিগঞ্জ হয়ে ঘুরে মাঝেরহাট যাবে।

৩০৩৫৩ এক জোড়া ইমইউ লোকাল ট্রেন মাঝেরহাট হয়ে ঘুরপথে চলবে।

৩০১৩৫ এক জোড়া ইমইউ লোকাল ট্রেন বালিগঞ্জ হয়ে ঘুরপথে চলবে।

৩০৫১১,৩০৭১১ দুই জোড়া ইমইউ লোকাল ট্রেন বালিগঞ্জ স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে। একইভাবে ৩০৭১২,৩০৫৫২ দুই জোড়া ইমইউ লোকাল ট্রেন বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ছাড়বে।

৩০৩২১,৩০৩১৭ দুই জোড়া ইমইউ লোকাল ট্রেন বালিগঞ্জ-কাঁকুরগাছি হয়ে বালিগঞ্জ স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে।

৩০৩৪২,৩০১১২ দুই জোড়া ইমইউ লোকাল ট্রেন ঘুরপথে বালিগঞ্জ স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে।

এছাড়াও শিয়ালদা ৭১০ মিনিটে থেকে শিয়ালদা-বারুইপুর স্পেশ্যাল এবং ৩০৪৫১ বালিগঞ্জ থেকে ছাড়বে।

২০ তারিখ (সোমবার)

৩০৪১২,৩০৪১১ দুই জোড়া ইমইউ লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

৩০৩২২,৩০৩৪৪,৩০৩২৪,৩০৩৪৬ চার জোড়া ইমইউ লোকাল ট্রেন কলকাতা স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে।

৩০১৪৫,৩০৩৫১,৩০৩৩৩,৩০৩১১ চার জোড়া ইমইউ লোকাল ট্রেন কলকাতা স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে।

৩০১২৮,৩০১১৬ শিয়ালদা (নর্থ) স্টেশন হয়ে ঘুরপথে চলবে।

৩০১২১,৩০১১৩ দুই জোড়া ইমইউ লোকাল ট্রেন শিয়ালদা (নর্থ) স্টেশন থেকে ছাড়বে।

৩০১৪২ এক জোড়া ইমইউ লোকাল ট্রেন কাঁকুরগাছি , বালিগঞ্জ হয়ে মাঝেরহাট যাবে।

৩০৫১১ এক জোড়া ইমইউ লোকাল ট্রেন বালিগঞ্জ স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে।

৩০৭১২ ইমইউ লোকাল ট্রেন বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ছাড়বে।

৩০৩২১ বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ছেড়ে বালিগঞ্জ - কাঁকুরগাছি হয়ে চলবে।

৩০৩৪২ ঘুরপথে চলে বালিগঞ্জ স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে।

যাত্রীদের অসুবিধার জন্য পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১৯ নভেম্বর ২ অগ্রহায়ন, ১৪৩০, রবিবার

আমহার্স্ট স্ট্রিট কাণ্ডে পরিবারকে দেহ হস্তান্তরের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আমহার্স্ট স্ট্রিটকাণ্ডে সৎকারের জন্য দেহ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মৃত অশোক সিংয়ের পরিবার। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে শনিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। আদালতের নির্দেশ, এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে পুলিশ মরদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেবে। এরই পাশাপাশি এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, দেহ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশকে বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়ারও।

একইসঙ্গে আদালতের আরও নির্দেশ, সরকারি গাড়িতে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে। একই ভাবে বাড়ি থেকে শ্মশানে শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করার কথাও বলা হয়েছে। কোনওরকমের

বিশৃঙ্খলা এড়াতেই পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে আদালত। মৃতের দেহ নিয়ে কোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, চুরির মোবাইল ব্যবহারের অভিযোগে পান দোকানি অশোক কুমার সিংকে ডেকে পাঠানো হয় আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ পরিবারের। মারধরের কারণে অশোকের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি মৃতের পরিবারের। বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের মুখেও শোনা যায় একই দাবি। কিন্তু যাবতীয় দাবি অস্বীকার করা হয়েছে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার তরফ থেকে।

এদিকে এই ঘটনায় হাইকোর্টে মামলায় দায়ের করে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের দাবি জানায় বঙ্গ বিজেপি। তবে হাইকোর্ট জানায়, দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। একইসঙ্গে পুলিশি তদন্তের উপর কার্যত আস্থা প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এরই পাশাপাশি থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের জন্য কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। কারণ শুক্রবার বিজেপির আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল জানিয়েছেন, তাঁরা এই মামলায় সিবিআই তদন্তের আবেদন জানাবেন। আগামী ২৬ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি। আগামী শুনানিতে এই মামলা নতুন কোনও দিকে মোড় নেয় কি না, সেটাই দেখার।

২০২৪-এ ১৮ জানুয়ারি শুরু কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীত মানে গোটা রাজ্যজুড়ে শুরু হবে বিভিন্ন মেলা ও উৎসব। তবে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা ঘিরে বাঙালির আগ্রহ বরাবরই একটু বেশি। ফি বছরের মতো এবারও সল্টলেক করুণাময়ীর সেন্ট্রাল পার্কের বইমেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত হবে ৪৭ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তক মেলা। শনিবার 'ইন্টারন্যাশনাল কলকাতা বুক ফেয়ার'-এর ফেসবুক পোস্টে ফের একবার বইপ্রেমীদের বইমেলার দিনক্ষণ মনে করাল গিল্ড। সাধারণত জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হয় কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। তবে চলতি বছরই জানা গিয়েছিল, অন্যান্যবারের তুলনায় ২০২৪-র বইমেলা খানিক এগিয়ে আসছে। বইমেলা আয়োজনের দায়িত্বে থাকে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড। ২০২৪-র ১৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে বইমেলা। চলবে ৩১ জানুয়ারি অবধি। মেলা চলবে ১৪ দিন। এ বছরের বইমেলার থিম দেশ ব্রিটেন। সেদেশের সাহিত্যিক ও প্রশাসনিক আধিকারিকরাও বইমেলায় উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। এবারেও বইমেলার উদ্বোধনী

অনুষ্ঠানে থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

এদিকে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের তরফে জানানো হয়েছিল, মূলত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখেই এগিয়ে আনা হয়েছে বইমেলা। কলকাতা বইমেলার সঙ্গে পরীক্ষার দিনগুলিকে পৃথক রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে গিল্ড। এমনটাই জানানো হয়েছিল। উল্লেখ্য, ২০২৪-এ র মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, শেষ কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় দেশ ও বিদেশের প্রায় ৯০০টি প্রকাশনীর স্টল ছিল। বইমেলার ইতিহাসে এই স্টলের সংখ্যা রেকর্ড বলে জানিয়েছে গিল্ড। বই বিক্রিতেও হয়েছিল রেকর্ড। চলতি বছর স্টলের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। একইসঙ্গে বই বিক্রি বাড়বে বলে আশা উদ্যোক্তাদের।

বাগুইআটি কাণ্ডে নবি মুম্বই থেকে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগুইআটি: বাগুইআটি কঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনায় চার দিনের মাথায় নবি মুম্বই থেকে গ্রেপ্তার করা হল একজনকে। ধৃতের নাম অমিত দামাই। ধৃতকে শুক্রবার ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। তবে এখনও বিধাননগর কমিশনারেটের তরফ থেকে নিশ্চিত ভাবে জানানো সম্ভব হয়নি ওই কঙ্কাল কোন মহিলার।তবে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বিধাননগর কমিশনারেট। বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর, ডা. গোপাল মুখোপাধ্যায়ের ঘর যারা ভাড়া নিয়েছিল তাদের সঙ্গে এই অমিত দামাই-ই যোগাযোগ করিয়ে দেয়। গোপাল মুখোপাধ্যায়ের মোবাইল ফোনের সূত্র ধরেই অমিতের সন্ধান পায় বিধাননগর কমিশনারেটর পুলিশ। এরপরেই মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন বিধাননগর কমিশনারেটের আধিকারিকরা। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় অমিত দামাইকে। এরপর তাকে কলকাতায় নিয়েও আসা হয়। বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে এও জানানো

হয়েছে, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। তার কাছ থেকেই ওই মৃত মহিলার পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। একইসঙ্গে এই খুনের ঘটনায় কারা কারা জড়িত তাদের সন্ধান পেতে চাইছে বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ।

প্রসঙ্গত, বাগুইআটি থানার জগৎপুর বাজারের একটি আবাসনের মালিক চিকিৎসক গোপাল মুখোপাধ্যায়। গত মঙ্গলবার বাগুইআটি জগৎপুর বাজার এলাকায় একটি ঘরের বাথরুমে ড্রামের ভেতর থেকে এক মহিলার কঙ্কাল উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় তদন্ত নামে বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ। গোপালবাবুর বয়ান অনুসারে, ২০১৮ সালে এক নেপালি দম্পতি তাঁর একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল। কিন্তু গত দুই বছর ধরে তাঁরা ওই ফ্ল্যাটে ছিলেন না, তবে নিয়মিত ফ্ল্যাট মালিককে ভাড়া দিয়ে আসছিলেন। শেষ তিন চার মাস ভাড়া দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। গত মঙ্গলবার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ঢুকে পরিষ্কারের কাজ করতে যান ফ্ল্যাট মালিক। তখনই ফ্ল্যাটের বাথরুমের মধ্যে একটি সিল করা ড্রাম পাওয়া যায়। সেই ড্রাম থেকেই উদ্ধার হয় একটি কঙ্কাল। ময়নাতদন্তের পর জানা যায় সেটি এক মহিলার কঙ্কাল। তবে ওই দম্পতি যারা ভাড়া নিয়েছিলেন, তাদের এখনও পর্যন্ত কোনও খবর পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এদিকে এই মহিলার পরিচয় নিয়ে তৈরি হচ্ছে রহস্য। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কিছু তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে মনে করছে পুলিশ।

পুর নিয়োগ দুর্নীতি: ইডি-র নজরে ১০ পুরসভার হাজিরা খাতা ও বায়োমেট্রিক মেশিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুর নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে এবার ইডি-র আতস কাঁচের তলায় সবক'টি পুরসভার হাজিরা খাতা এবং বায়োমেট্রিক মেশিন। কারণ, এবার ইডির নজরে অভিযুক্ত কর্মীদের হাজিরা। ১০টি পুরসভার নাম এক্ষেত্রে উঠে আসছে বলেই সূত্রের খবর। সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা খতিয়ে দেখতে চাইছে, যাঁরা অর্থের বিনিময়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁরা কোনওরকম কাজকর্ম না করে বা কর্মস্থলে হাজিরা না দিয়েই বেতন তুলেছেন কি না তাও। কারণ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের ধারনা, কর্মস্থলে যেতেন না এই সব কর্মীরা। অর্থাৎ শুধুমাত্র টাকার বিনিময় চাকরি নয়, কর্তব্য পালনেও বেনিয়ম হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর। এদিকে সূত্রে এ খবর মিলছে, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছে তদন্তকারীরা। সঙ্গে ১০টি পুরসভার হাজিরার বায়োমেট্রিক নথি চাওয়া হয়েছে। কারণ ইডির হাতে এমন তথ্য রয়েথে যে টাকা দিয়ে ঘুরপথে চাকরি নিয়েও নিয়মিত দপ্তরে যাননি অনেকে। কারও কারও ক্ষেত্রে এক মাসও করেননি, কেউ কেউ কাজ করেননি ৬ মাস পর্যন্ত, অথচ বেতন পেয়েছেন হাতে। সেই নামগুলিই এবার ধরে ধরে জানতে চায় ইডি।

প্রসঙ্গত, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত চলাকালীনই ইডির নজরে এসেছে রাজ্যের একাধিক পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে। আদালতেও এ প্রসঙ্গ ওঠে। সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। ইডিও সমান্তরালভাবে তদন্ত শুরু করে। আর সেই তদন্তে নেমেই কামারহাটি, বর্ধমান, নিউ ব্যারাকপুর, ব্যারাকপুর, পানিহাটি, দমদম, দক্ষিণ দমদম, বিধাননগর-সহ একাধিক পুরসভা বা পুরনিগম ইডির স্ক্যানারে।

২৪ ডিসেম্বর কলকাতায় ১ লাখ কণ্ঠে গীতাপাঠ, উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গীতা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগামী ২৪ ডিসেম্বরে কলকাতায় ১ লাখ কণ্ঠে গীতা পাঠ হবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। প্রসঙ্গত, বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে শুক্রবার সাধু-সন্তদের এক প্রতিনিধি দল গিয়েছিলেন দিল্লিতে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সাধু-সন্তরা। সেখানে ছিলেন সুকান্ত মজুমদারও। এরপর শনিবার কলকাতায় ফিরে বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, প্রধানমন্ত্রী রাজি হয়েছেন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। তবে এই বিষয়ে বাকি তথ্য বিস্তারিতভাবে আয়োজকদের পক্ষ থেকেই জানানো হবে, বললেন সুকান্ত।

এদিকে ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন হতে চলেছে। তার আগে কলকাতায় আগামী ২৪ ডিসেম্বর এক লাখ কণ্ঠে গীতা পাঠের আয়োজন করছে বিভিন্ন মঠ ও মন্দিরের মিলিত একটি মঞ্চ। এদিকে এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারে সুকান্ত মজুমদার জানান, আয়োজকরা তাঁকে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকেও আমন্ত্রণ করা হবে। সঙ্গে সব বিধায়ককেই আমন্ত্রণ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীও একজন বিধায়ক। তাই তিনিও এর বাইরে থাকবেন না। এছাড়া তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। ফলে ওনাকেই আমন্ত্রণ করা হবে বলে মনে করছেন রাজ্য

বিজেপি সভাপতি।

এদিকে ব্রিগেডে এক লক্ষ মানুষের গীতাপাঠ অনুষ্ঠানের আগে ধর্মতলায় রাজ্য সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপির কর্মসূচি রয়েছে। সেখানে সুকান্ত-শুভেন্দুদের এক লক্ষ মানুষের জমায়েতের টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে দিল্লি থেকে। ২৯ নভেম্বরের সমাবেশে ধর্মতলায় এক লক্ষ মানুষের ভিড় হবে বলে রাজ্যের শাসক দলের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে বিজেপি। সেই সভার আয়োজনে বাড়তি দায়িত্ব বর্তেছে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উপর। দলের শীর্ষ রাজ্য নেতাদেরও দিল্লি থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেনতেন প্রকারে ২৯ তারিখের এই কর্মসূচি সফল করতেই হবে।

এদিকে ২৯ নভেম্বরের এই কর্মসূচির আগে বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেডের হাতে আর মাত্র এগারো দিন সময়। এত অল্প সময়ে কী ভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে ঘোর সংশয় তৈরি হয়েছে গেরুয়া শিবিরে। এর মধ্যে সুকান্তর সাধু-সন্তদের জন্য দিল্লি উড়ে যাওয়া ভালো চোখে দেখছে না দলেরই একাংশ।

রাজ্য বিজেপির এক প্রথম সারির নেতার কথায়, 'তৃণমূলের দুর্নীতির কারণে যাঁরা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পাননি, এমন অনেকের সঙ্গে এখনও আমরা যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। অথচ তাঁদের সামনের সারিতে রেখেই ২৯ তারিখ ধর্মতলায় আমাদের অবস্থান করার কথা। এই অবস্থায় সুকান্তবাবু দিল্লি না গেলেই পারতেন।' প্রসঙ্গত, বিজেপি চাইছে ওইদিন ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করতে। সেই মতো কলকাতা পুলিশের কাছে অনুমতিও চাওয়া হয়েছে। অনুমতি না মিললে আদালতের যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে শুভেন্দুদের।

কল সেন্টারের আড়ালে কোটি কোটি টাকা তছরুপ, উত্তরাখণ্ড থেকে ধৃত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস। কল সেন্টারের আড়ালে কোটি কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন থেকে ধৃত আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্রের ছয় পান্ডা। ধৃতরা মূলতঃ আমেরিকা ও কানাডার প্রবীণ বাসিন্দাদের টার্গেট করত। বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিদেশিদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা এঁরা হাতিয়ে নিত। শনিবার ব্যারাকপুর কমিশনারেটের গোয়েন্দা অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে ডিসি নর্থ শ্রীহরি পান্ডে জানান, বেআইনি কল সেন্টার চালানোর অভিযোগে গত ১৮ অক্টোবর খড়দা থানায় একটি

মামলা রুজু হয়েছিল। খড়দা থানার পুলিশ সেদিন বলরাম সেবা মন্দির হাসপাতালের উল্টোদিকে একটি আবাসনে দিয়ে বেআইনি কল সেন্টার চালানোর অভিযোগে দশজনকে পাকড়াও করেছিল। পরবর্তীতে তদন্ত ভার নেয় ব্যারাকপুর কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা গত ২৫ অক্টোবর নিউটাউনের একটি হোটেল থেকে আরবাজ নামে একজনকে পাকড়াও করে। ডিসি নর্থ আরও জানান, আরবাজকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনদিন আগে তদন্তকারীরা উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনের একটি পাঁচতারা হোটেল থেকে প্রতারণা চক্রের মূল পান্ডা ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে। ডিসি নর্থ শ্রীহরি পান্ডের দাবি, বিভিন্ন কৌশলে ধৃতরা বিদেশিদের অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। যাঁরা কম্পিউটারের বিষয়ে অভিজ্ঞ নন তাদের টার্গেত করা হত। তদন্তকারীদের দাবি, কমপক্ষে আট হাজার কোটি টাকা ফ্রিজ করা হয়েছে। ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নিয়ে গোয়েন্দারা প্রতারণা চক্রে জড়িত বাকিদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা চালাবে। পুলিশ জানিয়েছে, খড়দার বলরাম সেবা মন্দির হাসপাতালের উল্টোদিকের ওই আবাসনে তিন-চার বছর ধরে ওই কল সেন্টারটি চলছিল।

ছটপুজোর আনন্দকে ভিন্ন মাত্রা দিতে পারে বিশ্বকাপের ফাইনাল

শুভাশিস বিশ্বাস

একদিকে ছটপুজো আর অন্যদিকে বিশ্বকাপ ফাইনাল। ছটপুজোর আনন্দকে উপভোগ করার এর থেকে ভালো মঞ্চ কি-ই বা হতে পারে ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে। তবে গত কয়েক বছরে ছটপুজোর আনন্দ কোথাও যেন একটা গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে গেছে আদালতের দুই নির্দেশে।

এই দুই নির্দেশের মধ্যে প্রথমেই এসেছে বাজি পোড়ানোর ওপর নানা নিষেধাজ্ঞা। এর পাশাপাশি রয়েছে শধদূষণ বন্ধ করতে ডিজে না চালানোর কড়া বার্তা। এদিকে ছটের শোভাযাত্রায় ডিজে বাজবে না এটাও যেন বড্ড বেমানান। এদিকে আদালতের নির্দেশ অবমাননাও করাও সম্ভব নয়। আদালতের এই নির্দেশে কোথাও যেন একটা তাল কাটছে ছট পুজো উদযাপনে। এর পাশাপাশি রয়েছে জলাশয় ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা। কলকাতায় বড় জলাশয় বলতে দুটি। একটি রবীন্দ্র সরোবর, অপরটি সুভাষ সরোবর। এদিকে এই ছট পুজোয় যাতে এই দুটি সরোবর কোনও ভাবেই ব্যবহার করা না যায় তার জন্য এসেছে আদালতের নির্দেশ। কারণ পরিবেশ দূষণ। ফলে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ মেনে এবারও ছটপুজোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে রবীন্দ্র সরোবরে। দক্ষিণ কলকাতার প্রাণকেন্দ্র এই জলাশয়ের বাইরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে নোটিস। গেটের বাইরে বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ব্যারিকেড। টিনের বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে বেলেঘাটা সুভাষ সরোবরের উন্মুক্ত জায়গা। জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশে, এবারও রবীন্দ্র সরোবর এবং সুভাষ সরোবরে নিষিদ্ধ হয়েছে ছট পুজো। শনিবার রাত ১০টা থেকে সোমবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই দুই সরোবরে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবরের প্রবেশ পথগুলি ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলাও হয় ছটের আগেই। আদালতের এই নির্দেশেও কোথায় যেন একটা তাল কেটেছে ছটি মাইয়ার আরাধনায়। বিকল্প হিসাবে ছটপুজোর জন্য শহরের বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করা হচ্ছে কৃত্রিম জলাশয়। তবে এ যেন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতোই।

এখানে ছটপুজো সম্পর্কে একটা কথা বলতেই হয়, এই পুজোর উল্লেখ আমরা পাই বৈদিক যুগ থেকে।

ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী শুক্ল ষষ্ঠীর দিনেই সূর্যদেবের আরাধনা করেছিলেন। আবার দ্বাপরে সূর্যপুত্র কর্ণ অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। তবে এখানে সূর্যদেবের পুজো হলেও এই পুজোকে কেন ছটপুজো বলা হয় তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই পুজোটি হয় ষষ্ঠীর দিন। দীপাবলির ঠিক ৬ দিন পরে কার্তিক মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে হয়। ছয় কথাটাকে নেপাল বা উত্তর ভারতের অনেকে 'ছট' বলে অভিহিত করেন। আর এখান থেকে সম্ভবত উৎপত্তি 'ছট' শধের। তবে এই ছট পুজোকে নিয়ে আরও একটা কথা না বললেই নয়। এইরকম বড় আকারের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রত উদযাপনের ক্ষেত্রে দেবতার কাছে পুজো নিবেদনের জন্য ব্রতধারীদের কোনও ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতার প্রয়োজন পড়ে না। অন্যান্য পুজোর ক্ষেত্রে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাঁকে কল্পনা করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কল্পনার কোনও অবকাশ নেই, প্রয়োজনও নেই। সূর্যকে চোখের সামনেই প্রতীয়মান। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। ফলে ছট ব্রতধারীরা নিজেরাই মন্ত্রোচ্চারণ করেন এবং সূর্যদেবতার কাছে অর্ঘ্য প্রদান করেন। আসলে এই ব্রতটি পুরোপুরি লৌকিক। গ্রাম্য কৃষিজীবী মানুষের ধর্মীয় আচার এটি। আক্ষরিক অর্থেই প্রকৃতির পুজো এই ছট। প্রকৃতি মা, তার জল বাতাস ইত্যাদিকে বন্দনা করা হয়। আসলে সারা বছর শস্যোৎপাদনের জন্য সূর্যের কাছ থেকে যে-সহায়তা পায় মানুষ তার জন্যই সূর্যকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। আর তা করতে গিয়ে ছট-রূপী সূর্য এবং ছটি মাইয়া বা ঊষার আরাধনার এই বর্ণিল আয়োজন। এই পুজোর একটি বড় অংশ প্রার্থনা। উদিত সূর্য ও অস্তমিত সূর্যের কাছে প্রার্থনা করতে হয় এই ব্রতে। এদিকে বিশ্বকাপ আর ছটপুজো একই দিনে পড়ায় এক আলাদা মাত্রা পাচ্ছে এই দিনটি। কালীপুজো শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আর এই মাহেন্দ্রক্ষণকে ঘিরে খুশির হাওয়া বইছে আতসবাজির বাজারেও। কারণ, কালীপুজোর পর বাজির বিশেষ চাহিদা থাকে এই ছটপুজোতেই। তার সঙ্গে দোসর হিসেবে হাজির বিশ্বকাপ ফাইনাল। ফলে সূর্যদেবের আশীর্বাদে ভারত জয়ী হলে রবিবার কলকাতায় নিঃসন্দেহ দেখা যাবে এক অকাল দীপাবলি।

সাইবার প্রতারণার ঘটনার তদন্তে নেমে গ্রেপ্তার ভুয়ো ব্যাংক ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাইবার প্রতারণার অভিযোগের ভিত্তিতে বিধাননগর পুলিশের সাইবার সেল গ্রেপ্তার করল ৪০ বছর বয়সি এক ব্যক্তিকে। ধৃতের নাম রঞ্জন মাজি। বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানা সূত্রে খবর, ধৃতের বিরুদ্ধে এক প্রবীণ নাগরিকের সঙ্গে প্রতারণার করার অভিযোগ রয়েছে। প্রতারিত বৃদ্ধ আনন্দ শঙ্কর দাস বাগুইআইটি এলাকার হাতিয়াড়ার বাসিন্দা বলেই জানা গিয়েছে। তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ, সেই সুযোগেই প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

বিধাননগর সাইবার সেল সূত্রে এও জানানো হয়েছে, একটি বেসরকারি ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজার পরিচয়ে আনন্দশঙ্কর দাস নামে বাগুইআটি হাতিয়াড়ার বাসিন্দা ওই বৃদ্ধের সঙ্গে প্রতারণা করে রঞ্জন। এরপর ওই বৃদ্ধ তা বুঝতে পেরে চলতি বছর ২৩ মার্চ বাগুইআটি থানায় রঞ্জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ওই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তে নেমেই গ্রেপ্তার করা হয় রঞ্জন মাঝিকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই প্রবীণকে ফোন করে ব্যাংক থেকে বাড়তি সুযোগ সুবিধার প্রলোভন দেখানো

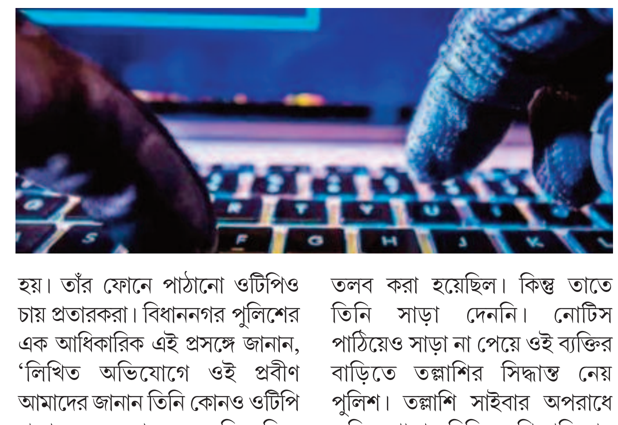

হয়। তাঁর ফোনে পাঠানো ওটিপিও চায় প্রতারকরা। বিধাননগর পুলিশের এক আধিকারিক এই প্রসঙ্গে জানান, 'লিখিত অভিযোগে ওই প্রবীণ আমাদের জানান তিনি কোনও ওটিপি প্রতারকদের হাতে দেননি। কিন্তু ফোন পাওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ৬ লাখ টাকা উধাও হয়ে যায়। টাকা কেটে নেওয়ার মেসেজ ফোনে আসতেই ওই বৃদ্ধ বুঝতে পারেন যে তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।' এরপরই বৃদ্ধের অভিযোগের ভিত্তিতে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে ফোনে পাঠানো ওটিপি না দিলেও প্রতারকদের হাতে নিজের ব্যক্তিগত কিছু তথ্য তুলে দিয়েছিলেন ওই বৃদ্ধ। এদিকে তদন্তে সহযোগিতার জন্য রঞ্জনকে একাধিকবার নোটিস পাঠিয়ে থানায় তলব করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে তিনি সাড়া দেননি। নোটিস পাঠিয়েও সাড়া না পেয়ে ওই ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশির সিদ্ধান্ত নেয় পুলিশ। তল্লাশি সাইবার অপরাধে জড়িত থাকার বিভিন্ন নথি পুলিশের হাতে আসে। তার ভিত্তিতেই রঞ্জনকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

তবে এই ঘটনাকে সামনে এনে বিধাননগরের পুলিশের দাবি, তাদের কাছে প্রায়ই এই ধরনের অভিযোগ আসছে যেখানে দেখা যাচ্ছে প্রতারকরা ব্যাংক আধিকারিকের পরিচয়ে প্রবীণদের টার্গেট করছে। এই ধরনের সাইবার প্রতারকদের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র রাস্তা সতর্কতা, এমনটাই জানিয়েছে পুলিশ আধিকারিকরা। ফোনে কোনও ব্যক্তিগত তথ্য ভাগ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদকীয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

রাজনীতিতে ক্ষমতাধর পুরুষের চোখে নারীদের স্থান মোটামুটি এইরকমই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক মন্ত্রী মহাশয় কথা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দেখতে কেমন এই নিয়ে একটি মন্তব্য করেছিলেন, যা নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়েছে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। একজন মহিলার চেহারা নিয়ে ব্যঙ্গ করা কখনও সুস্থ সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে না। মন্ত্রী মহোদয় মহিলা রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা অবশ্যই ক্ষমার অযোগ্য। তার এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ও দল, কেউই সমর্থন করেননি। মমতা নিজে মন্ত্রীর হয়ে ক্ষমা চেয়েছেন। মন্ত্রী মহোদয়ও রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি লিখে ক্ষমা চেয়েছেন। মমতা জানেন, ভারতীয় রাজনীতিতে উপরে উঠতে মহিলাদের সহস্র বাঁধা অতিক্রম করে আসতে হয়। মানুষ দেখতে কেমন হবে, এর উপর তো কারও হাত নেই। এই বোধ থাকা সত্ত্বেও যারা মানুষের চেহারা নিয়ে ব্যঙ্গ করে, তাদের ধিক্কার জানানো উচিত। মন্ত্রী মহাশয় অবশ্য বলেছিলেন, তাকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সবসময় কাকের মতো দেখতে বলে মন্তব্য করেন। এই কাকের মতো দেখতে কথার সূত্র ধরে তিনি নাকি উত্তেজিত হয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতিকে টেনে এনেছিলেন। না, মন্ত্রীমশাই, আপনি একজন মন্ত্রী, আপনার এই ধরনের বালখিল্য কথা একদম শোভা পায় নি। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীপক্ষ যেভাবে তেড়েফুঁড়ে মাঠে নেমেছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল, রাষ্ট্রপতিই প্রথম মহিলা যিনি এই আক্রমণের শিকার হলেন। আসলে, যারা এই লাফালাফি করেছিলেন, বিশেষ করে বিজেপি, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই ঘটনা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা। যেহেতু রাষ্ট্রপতি একজন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ, আদিবাসী সমাজের মন পাওয়াই বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য। শুভেন্দু অধিকারী মন্ত্রী মহাশয়কে গ্রেপ্তার করার কথা পর্যন্ত বলছিলেন। দ্রৌপদী মুর্মু না হয় রাষ্ট্রপতি, কিন্তু ঘরের কাছে বাংলার মমতাও তো একজন মুখ্যমন্ত্রী, না কি? বাংলার রাম-বাম মমতা সম্পর্কে কি না মন্তব্য করতে বাকি রেখেছেন? শুভেন্দু অধিকারী তো মমতাকে মমতাজ বেগম, ফুফু, পাকিস্তানের দালাল বলে প্রতিনিয়ত মন্তব্য করেন। দিলীপ ঘোষ তো মমতাকে বারমুডা পরিধান করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বাম নেতারা তো মমতাকে চটি পিসি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। মমতা যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তার সম্পর্কে কি এইসব মন্তব্য করা যায়? কই, এইসব মন্তব্য করার জন্য কেউ কি কখনও বলেছেন, রাম-বাম নেতা কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে হবে? রাম ও বামের আইটি সেলের মহারথীরা মমতাকে রক্তচোষা বলেও কার্টুন একে ফেসবুকের ওয়াল ভরিয়ে দিয়েছে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন? রাষ্ট্রপতির চেহারা নিয়ে কথা বলে যদি কেউ অপরাধ করে থাকেন, তাহলে কুকথা বলার মাস্টার দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারী, সুজন চক্রবর্তীরা কেন অপরাধী হবেন না? মেধা পাটেকরকে মহিলাদের পশ্চাৎদেশ দেখানো হবে, এতো বাম নেতাদের আন্দোলনের ধারা। দুরন্ত বাম জমানায় বিমান বসু মমতার চাষের জমিতে ধান লাগানো নিয়ে মমতাকে কিভাবে শাড়ি পরতে হবে, সেই বিষয়ে বাঁকা মন্তব্য করেছিলেন। যাকগে, কাদা ঘেঁটে লাভ নেই। অনেক পচা গন্ধ উঠে আসবে। আদতে নারী, মায়ের জাতি। মায়ের সম্পর্কে যারা কটু মন্তব্য করেন, তাদের দলমত নির্বিশেষে ধিক্কার জানানো উচিত।

শাশ্বত কথা

গুরুদেব মহেশ্বর

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব সদা অচ্যুত, ত্রিলোকে গুরুর অধিক কেহ নাই। যে ব্যক্তি দিব্যজ্ঞানোপদেষ্টা পরমেশ্বর গুরুকে পরম ভক্তিসহকারে পূজা করে তাহার জ্ঞানরূপ ফল লাভ হয়। গুরু যে রূপ, ঈশ্বরও সেই প্রকার, ঈশ্বরও যেমন গুরুও তাদৃশ। মহা ভক্তিসহকারে ইঁহাদের পূজা করা উচিত। গুরু ও ঈশ্বরের ভেদ নাই। শিষ্য গুরুদত্ত মন্ত্র সাধনা করিতে থাকে। গুরু, মন্ত্র, ইষ্ট তিনটি এক-প্রত্যহ জপকালে ইহা ধারণা করিতে থাকে। গুরুদেবের নিকট মনে মনে প্রার্থনা জানায়, ক্রমে সে গুরু, মন্ত্র, ইষ্ট তিনটি একটি ইহা ধারণা করিতে সক্ষম হয়। পরে গুরুদেবের পূর্ব স্বরূপ বুঝাইবার জন্য গুরুদেবের দেহে এই দেবতা আছেন বলা হয়। এইরূপ গুরুমহিমা শুনিতে শুনিতে শিষ্যের গুরুদেবের প্রতি গাঢ় ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সে কায়মনবাক্যে গুরুর সেবা করিতে থাকে। ক্রমে গুরুর কৃপায় তার গুরুতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়।

— সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব

জন্মদিন

আজকের দিন

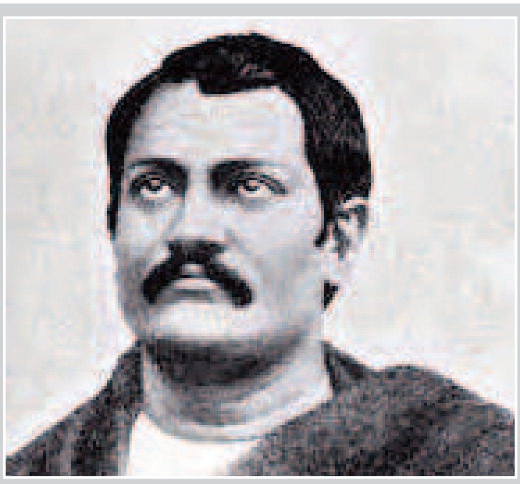

কেশবচন্দ্র সেন

১৮৩৮ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কেশবচন্দ্র সেনের জন্মদিন।
১৯২৮ বিশিষ্ট কুস্তিগীর দারা সিংয়ের জন্মদিন।
১৯৫৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সানি দেওলের জন্মদিন।

এবারের বিশ্বকাপ আমাদেরই

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

কাল রাত্রে আপনার ঘুম হয়নি। আমারও। কারণ আজ বিশ্বকাপ। ক্রিকেট বিশ্বকাপ। এক স্বপ্নের খেলা। একটা স্বপ্নের বিশ্বকাপ। একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছি আমরা। আমাদের আনন্দের শেষ নেই। আমাদের আহ্লাদের শেষ নেই। আমাদের আবেগের শেষ নেই। কারন এটা বিশ্বকাপ। এবং আমরা ফাইনালে। আমদের বিশ্বাস আমরাই কাপ জিতবো। আমাদের অস্ট্রেলিয়া হারাতে পারবে না। না, কোনো ভাবেই নয়। কারণ আমাদের স্বপ্ন আছে,আমাদের বিশ্বাস আছে ,আমাদের ভরসা আছে যে আমরাই কাপ জিতবো। এখনো অবধি কেই আমাদের এই বিশ্বকাপে হারাতে পারেনি। আর মাত্র একটি ম্যাচ। জিততে পারলেই কেল্লাফতে। আমাদের ঘরেই বিশ্বকাপ। প্রতিটি খেলোয়াড় চাই সেই মুহুর্ত। প্রতিটি দেশবাসী চাই সেই মুহূর্ত। কত আবেগ আমাদের। কত প্রত্যাশা আমাদের। কত বিশ্বাস আমাদের যে আমরাই বিশ্বকাপ জিতবো। এদিনই আবার ছট পুজো। সূর্য দেবতার পুজো। ভালোই হলো ছট মায়াইয়া কে বোল দুঙ্গা হামারি ইন্ডিয়া কো জিতা দেনা।

ভগবান শুনবেন কিনা জানি না। তবে সকলের আবেদন তাঁর কাছে যাবে। যাবেই।খেলোয়ারদের অনেক কিছু বলার আছে। প্রথমেই বলবো রোহিত শর্মার কথা। আরেকটু বুঝেশুনে খেলতে হবে আপনাকে। আপনি মারমুখী। আপনি পাওয়ার প্লে কে ভালোভাবে ব্যাবহার করেন। তবে আরেকটু বেশিক্ষণ থাকাটা খুব জরুরী। কারণ আপনি থাকলে রান উঠে। ভুল বললাম। খুব ভালোভাবে উঠে। অস্ট্রেলিয়া বোলারদের ভুলিয়ে দিন কোথায় বল ফেলতে হবে। শুভমন যদি আপনার পায়ের পেশির কোনো টান না থাকে তবে শুরু করুন আপনার কারিশমা। আপনি ভারতীয় টিমের এক নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান এটা সকলে মেনে নিয়েছেন। আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আপনি পুরোপুরি পারফেক্ট ব্যাটসম্যান, যে জানেন কখন কোন কাজ করতে হবে। এরপর আসি বিরাটের কথায়। আপনি বিরা আ আ আ ট। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সারা বিশ্ব সেটা জানে। অনেক রেকর্ড আপনার হয়েছে। এখন আপনি আপনার নিজের খেলাটা মানে যাকে বলে জলওয়া সেটা দেখান না প্লিজ। আপনার থেকে দেশবাসী থুড়ি বিশ্ববাসী সেটাই প্রত্যাশা করে। আশি, বিরাশীর পর আপনার ঠুক ঠুক কেউ প্রত্যাশা করে না। আপনি হয়তো জানেন না আগের দিন ঠিক এই কারণে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কিছুটা রান কম হয়েছে। হারলে চুলচেরা বিশ্লেষণ হতো মহাশয়! জিতেছে, তাই ঢেকেছে। সামি একেবারে ঠিকঠাক। উনি নিত্য নিজের জাত চেনাচ্ছেন। উনি আমাদের সম্পদ। ভুল বললাম উনি বিশ্বমানের সম্পদ। তবে সিরাজকে নিয়ে কিছু বলার আছে। উনি ঠিক টেমপারমেন্ট ধরে রাখতে পারলেন না তো! চাপের কাছে নতি স্বীকার করলে কিছুতেই চলবে না। প্রতিপক্ষের ব্যাট যেন আপনাকে শাসন না করে আপনার বোলিং যেনো উল্টে প্রতিপক্ষকে শাসন করে। আপনি পারবেন। আপনার সেই ক্ষমতা আছে। বুঝিয়ে দিন আপনার জাত কি। বুমরা আমাদের বড় সম্পদ এতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু নিজের খেলাটা খেললে অস্ট্রেলিয়া টের পাবে। ইনস্যুইং, ইয়র্কার লাইন, লেনথ একেবারে পারফেক্ট। জাদেজা, কুলদীপ নিজের কাজটা জানে। জানে কিভাবে রান চাপতে হয়। যত বুঝে খেলতে যাবে তত বিপদ বাড়বে। আমরা অস্ট্রেলিয়াকে এমন ভাবে কখনোই কিছুটা দমে জিততে দেখিনি যেমনটা সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে সেমিফাইনালে হল। প্রায় কাবু করে ফেলেছিল। যার মূল কারণ কিন্তু সেই স্পিনার বোলার। এক্ষেত্রে টিম ম্যানেজমেন্ট নিশ্চয় ভাববেন অশ্বিনকে খেলাবেন কি না। তবে তা পুরোপুরি নির্ভর করছে পিচের উপর পাঁচ না ছয় বোলার। তবে আর যাই হোক না কেন শ্রেয়শ আইয়ার, আর কে এল রাহুল যে অনবদ্য ব্যাটিং করছে তাতে রানের পাহাড় হচ্ছে। এরপর তো বোলিং দাপট রয়েছেই।

আমরা সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে দেখলাম অস্ট্রেলিয়া খুব কষ্ট জিতলো। সাউথ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়াকে প্রায় মাত করে দিচ্ছিল। এর অন্যতম কারণ হলো স্পিনার। অবশ্য পিচ ইডেনে একটু নরম হয়েছিল। তাই স্পিনাররা সাহায্য পায়। তবে উইনিং কমবিনেশান না ভেবে যদি অশ্বিনকে কাজে লাগানো যায় তবে তো দারুন ব্যাপার হবে। মাঝে সূর্য কুমার যাদব যদি বসে তো কি ক্ষতি হবে। আর অশ্বিন যে একেবারে ব্যাট করতে পারে না তা তো নয়। সুতরাং রোহিত কি সেভাবে কিছু ভাবছে? ভাবলে ভালো হতো। কারণ ভুললে চলবে না এটা বিশ্বকাপ বলে কথা। আমরা কিন্তু নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে একটু হলেও বেগ পেয়েছিলাম অত রান সত্ত্বেও। আবার দেখা যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া স্পিনারে কাবু। তবে? আর গোটা টুর্নামেন্টে সূর্য কুমার যাদব-এর কি কোন বড় ভূমিকা আছে! তাহলে তো কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের ভাববার অবকাশ আছেই।

তবে আর যাই হোক না কেনো অজিদের হারাবার ক্ষমতা আমাদের আছে। আমরা সবাই একসাথে আছি। মানে এত সমর্থক, এত ভালোবাসা, ঘরের মাঠ সব মিলে আমাদের পাল্লা ভারী। তাবলে এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে ঘরের মাঠ বলেই সব সময় সেই দল সুবিধা পাবে। অস্ট্রেলিয়া পাঁচবার পেয়েছে। ভারত দু'বার। তাই পরিসংখ্যানে অস্ট্রেলিয়া অনেক এগিয়ে। তবে অস্ট্রেলিয়াও আরেকবার ভাববে, যে দেশটার নাম ইন্ডিয়া। ছেড়ে কথা বলবে না। আর এখন এই টিমে এক সে বড় এক প্লেয়ার। সুতরাং আমাদের জেতা এখন সময়ের অপেক্ষা। সারা ভারতের চোখ থাকবে টিভির দিকে এবং অপেক্ষা থাকবে সেই জেতার মুহুর্তে সাক্ষী থাকতে। সুতরাং আসুন আমরা সবাই প্রার্থনা করি বিশ্বকাপ জয়ের। আমার বিশ্বাস আমরা তা পারবো, পারবই। মিলিয়ে নেবেন।

ক্ষমতার খিদে, ইন্দিরা গান্ধি, সাম্প্রতিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ইন্দিরা গান্ধির জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ

গরীব মানুষ মোটামুটি খেয়ে পরে থাকতে পারলেই খুশি। ওসব বাক-স্বাধীনতা টতা নিতান্তই শহুরে বুদ্ধিজীবীটিবির সেয়ানা পলিটিকসের ব্যাপার... এইরকমই যেন শ্রীমতী গান্ধীকে বুঝিয়েছিলেন তাঁর পারিষদবর্গের কেউ। সুপ্রিম কোর্টে কোন আইন কিভাবে পাল্টে যাচ্ছে,তাতে কারও কিছু আসে যায় না। জরুরী অবস্থার সময়ের কথা সেসব। মিসা, মিসা, মিসা , খুব শোনা যেত সেইসময়ে। ইউ এ পি এ, একদম এখনকার সময়ের আইন যেটা, তা নিয়ে তেমন কিছু শোরগোল হয় কী? মিডিয়ার এমন রমরমার যুগেও?

মাত্র একটাই উদাহরণ দিলাম। ক্ষমতা অর্জন, এবং অর্জিত ক্ষমতা ধরে রাখার জন্যে কে যে কত দূর অবধি যেতে পারেন, সেইসব গল্প বড়োই রোমাঞ্চকর। প্রখ্যাত সাংবাদিকদের বিশ্লেষণ অনুসরণ করে, তেমনই কিছু ঘটনা তুলে ধরতে চাইছি। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হল, এশিয়ার মুক্তিসূর্য বলে পরিচিত হলেন ইন্দিরা গান্ধী। দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা থাকতো, বিশ্বে আনবে নতুন দিন/ইন্দিরা-মুজিব-কোসিগিন। বিপুল ভোটে লোকসভায় জিতলেন শ্রীমতী গান্ধী। এদিকে তথ্য বলছে, প্রায় এক দশক বাদে, জনতা পার্টির ঝগড়াঝাঁটি খেয়োখেয়ি ও পতনের পরে ১৯৮০ তে যখন তাঁর প্রত্যাবর্তন, তখন লোকসভায় তাঁর দল যে সংখ্যক আসন পেয়েছিল, ১৯৭১ এর আসন সংখ্যা ছিল তার থেকে একটা হলেও কম! ১৯৮০ র ইন্দিরা গান্ধী অনেক বেশি বিচক্ষণ। অনেকটাই সাবধানী। তথাপি, তলিয়ে দেখা যাক তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের উচ্চাবচ পর্যায়গুলো।

১৯৮৪ সালের মে মাসে, খালিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন তিনি নানান জনসমাবেশে একটাই কথা বারংবার বলে চলেছেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সুরক্ষা দেবার মানে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার খর্ব করা, তা কখনও নয়। তাঁদের ওপর যদি অবিচার হয়, তবে সেটা দেশের পক্ষে আরও বেশি ক্ষতিকর! ক্ষমতা বজায় রাখতে একের বিরুদ্ধে অপরকে লেলিয়ে দেওয়া খুবই পুরনো কৌশল। সেই সময়ে আমরা তো চোখের সামনেই দেখছিলাম, পাঞ্জাব সমস্যাকে শ্রীমতী গান্ধী কিভাবে বাড়তে দিলেন! সন্ত ভিন্দ্রানওয়ালে ও সঞ্জয় গান্ধীর বন্ধুত্ব, খোলা গাড়িতে একসময়ে পাশাপাশি চলাফেরা, দিল্লিবাসি অনেকেই দিব্যি মনে করতে পারেন। বোতল থেকে দৈত্য একবার বেরিয়ে পড়লে তাকে আবার বোতলে ঢোকানো, অসম্ভব ব্যাপার। আগুন নিয়ে খেলার পরিণাম ভুগতে হল শ্রীমতী গান্ধীকে। কিন্তু, সংখ্যাগরিষ্ঠরাও বিপন্ন এই দেশে, এমন একটা চাগিয়ে তোলা ধারণাও মান্যতা পেয়ে গেল সেই সময় থেকে।

তাঁর পিতা, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত মানুষ। ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া পাকিস্তানের বিপরীত ভাবনায় চলতে হবে, এই ছিল তাঁর পণ। বৈপরীত্যে বন্দিত এক হিন্দু পাকিস্তান রূপী ভারত, কেই বা চেয়েছিল তখন? সেকুলার ব্যাপারটা ঠিক কী, খায় না মাথায় দেয়, তা বোঝার ক্ষমতা গরীব দেশের মানুষের তখন ছিল না। তা, তখনকার প্রেক্ষিতে নেহেরু যা করেছেন, সে তো আজকের পারিপার্শ্বিকে ঠিক বোঝা যাবে না! কিছু কিছু ব্যাপার দ্বিচারিতার ধার ঘেঁষে গেছে, মনে করাই যায়। জোটনিরপেক্ষতার পক্ষে জোরদার সওয়াল করছেন, এদিকে চিনের আক্রমণে দিশাহারা হয়ে আমেরিকাকে পাশে চাইছেন, অস্ত্র ভিক্ষা করছেন, সেও যে সত্যি! নিরাপত্তা পরিষদে নিজের দেশের জায়গা পাবার প্রস্তাবে আপত্তি করে কেন যে চিনকে পাঠাতে চাইলেন, সেও বড় রহস্যময়। বৃহৎ এবং দামি প্রতিবেশী চিনের থেকে আঘাত পেয়ে মনে খুব কষ্ট পেয়ে প্রয়াত হলেন। কন্যা ইন্দিরা, এইসব দেখেশুনে প্রথমাবধি দুঃসাহসী। উদ্দেশ্য তাঁর সর্বদা স্পষ্ট। সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার এ জি নুরানি, তাঁর এক প্রবন্ধে স্পষ্ট দেখিয়েছেন পিতা ও কন্যার পার্থক্যগুলো। সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতাকে নেহেরু সর্বদা অধিক বিপজ্জনক বলে গণ্য করেছেন সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতার তুলনায়। রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু বা বন্ধু বলে কিছু হয় না, তবু ক্ষমতায় থাকতে ইন্দিরা যে কতবার দুঃসাহসী দিক পরিবর্তন করেছেন, নুরানির লেখাতে তার নানান ছবি পাওয়া যায়।

১৯৬৯ সালে যখন জাতীয় কংগ্রেস আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গেল, তরুণ তুর্কীদের নেত্রী ইন্দিরা কিন্তু সংখ্যালঘুদের পাশে নিয়েই চলা শুরু করেছিলেন। সংবিধান পাল্টে, সেকুলার ও সোশ্যালিস্ট শব্দ দুটি যোগ করা, সে কি সোভিয়েতের দিকে ঝুঁকবার রোখ বোঝাতে ? পিতার বিপরীতপথে চলার ঝোঁক বলেও যার ব্যাখা দেওয়া চলে? প্রথম যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী, তিনি ধার্মিক কি না, জনৈক সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে তাঁর উত্তর ছিল, বেশিরভাগ মানুষই ধর্মকে ক্র্যাচের মতন মনে করে। আমি অমন ক্র্যাচ ছাড়াই চলতে পারি। তারপরে তিনি তুলেছিলেন গীতায় উল্লিখিত একটি প্রসঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সমস্ত সৌন্দর্যের নেপথ্যে আমিই সেই সুন্দর, আবার সমস্ত পাপের আড়ালে যে অন্ধকার, সেও যে সেই আমিই! এটা আমিও বিশ্বাস করি, মানুষের অন্তরেই ঈশ্বর থাকেন।

ধর্মাধর্ম নিয়ে রঙ্গকৌতুক করতেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় পরিচালিত পিতা, কিন্তু ইন্দিরার মা কমলা, পিতামহী স্বরূপরাণী, এঁদের সঙ্গে নানান আচার,অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। নেহেরুর শেষকৃত্য তিনি নিখুঁত হিন্দু মতে করেছিলেন, নেহেরুর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই; তবে তখনকার বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও ধর্মগুরুদের চাপও তার কারণ হতে পারে। তাঁর চিতাভস্ম দেশের নানান দিকে ছড়িয়ে দেওয়া অবধি ঠিক আছে, কিন্তু অতিরিক্ত সেকুলারিজমের প্রকাশ ভারতবাসীর ভালো লাগবে না, এটাই ছিল গরিষ্ঠজনের অভিমত। তবে ১৯৬৬ সালে প্রধানমন্ত্রী হবার সময়ে সংবিধান মেনে চলার শপথ নেবার সময়ে তিনি ঈশ্বর শব্দটি উচ্চারণ করেননি বলে শোনা যায়।

নীরজা চৌধুরীর লেখায় পাচ্ছি, জরুরী অবস্থার সময়ে, প্রথম থেকে শেষ অবধি তিনি হিন্দু, এমন একটা ঝোঁক তাঁর মধ্যে দেখা যায়। বাংলাদেশ যেন তিনি একাই যুদ্ধে জিতে ছিনিয়ে এনেছেন, দেবী দুর্গতিহারিণী বলে অনেকেই তো তাঁকে কল্পনা করেছি, তখনকার জনসংঘ নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী তো মা দুর্গাই বানিয়ে দিলেন তাঁকে। ক্ষমতা ধরে রাখার খেলায়, তিনি তারপর থেকে ছোটোবড়ো নানান মন্দিরে যেতে শুরু করলেন। যুদ্ধের ঠ্যালায়, মুদ্রাস্ফীতি তীব্র হল ১৯৭৩ নাগাদ। দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষের দশা তখন। দুতিন বছরের মধ্যেই গরীব মানুষের মধ্যে তাঁর দেবীমহিমা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এদিকে, জরুরী অবস্থার সময়ে তাঁর ভালোমন্দ সবরকম কাজেই ডান হাত ছোটো ছেলে সঞ্জয়। নাশবন্দী প্রকল্প জোরদার প্রয়োগ করতে গিয়ে দিল্লির তুর্কমান গেট এলাকায় বেশ বাড়াবাড়িই হয়েছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের খেপে যাবার সঙ্গত কারণ ছিল। এদিকে সঞ্জয়কে পছন্দ করতেন আর এস এস এর কর্তারা, তার কট্টর দক্ষিণপন্থী মানসিকতার জন্যে। সেও আরেকরকম সমীকরণ।

জরুরী অবস্থার সময়ে যখন ব্যাপক ধরপাকড়, তখন সংঘের শীর্ষকর্তারা সহযোগিতার বার্তা বারংবার দিয়ে গিয়েছেন। সাধারণ কর্মীরাও বললেন, আমরা তো কোনও বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিইনি! শ্রীমতী গান্ধীকে তো হঠাতে চেয়েছিলেন সমাজতন্ত্রীরা, জয়প্রকাশ নারায়ণকে শিখণ্ডী খাড়া করে! ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশ র নেতৃত্বে সেনা অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা হয়েছিল, এমন কথাও শোনা যায়।

জ্যোতিষে তাঁর প্রবল বিশ্বাস ছিল। ধর্মগুরু ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সমীকরণটা তাঁর ঠিক কী, তা নিয়ে নানান চর্চা চলতো সেই সময়ে। সেইসব নিয়ে নানান সরস সংবাদ হতে পারে, কিন্তু সে তো ভিন্ন প্রসঙ্গ। মোরারজি দেশাইএর জনতা সরকারের পায়ের তলার মাটি বা মাদুর সরিয়ে নেবার পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণটি কখন, তা না কি জ্যোতিষচর্চাতেই স্থির হয়েছিল। আবার, গণনা বা ভবিষ্যদ্বাণী পছন্দ না হলে, বন্দুক তুলে ভয় দেখিয়ে শাসকের মনোমত জবাব দিতে হয়েছে, শোনা গেছে এমন কথাও। ১৯৭৭ সালে কোনও একজন জ্যোতিষী বলেন, সঞ্জয় বেশিদিন বাঁচবেন না। এমনই একটি ঘটনা শোনা যায়, হিমাচলে কোন মন্দিরে যাবার কথা দিয়েও তিনি যাননি, আর তারপরেই যখন দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু এল সঞ্জয়ের, মাতৃহৃদয়ের অবরুদ্ধ অশ্রুধারা উন্মথিত হয় সেই মন্দিরে গিয়ে। এইসব কারণেই, ১৯৮০র পর থেকে ইন্দিরা অনেক সাবধানী, ধর্মভীরু।নিখিল চক্রবর্তীর লেখায় পাচ্ছি, এযাত্রা তাঁর শপথগ্রহণ নিখুঁতভাবে ধর্মীয় প্রথা মেনে, এবং সেইসব যাতে আকাশবাণী থেকে নিখুঁত সম্প্রচার করা হয়, সেদিকেও খেয়াল রেখে।

জনতা পার্টির ভাঙনের পর পুরনো জনসংঘ ফিরল নতুনভাবে, বিজেপি নামে। কিন্তু মূল যে চালিকাশক্তি, সেই আর এস এস এর ভাবনার গতি কিন্তু তখনকার তখৎ এ অধিষ্ঠিত কংগ্রেসের বেশ কাছাকাছি! সহজ ব্যাখ্যা দিয়েছেন সাংবাদিক আজিজ আশরাফ। গরিবি হটাও শ্লোগান তখন পুরনো হয়ে গেছে, এদিকে নতুন দশকের নবীন যুবজনতাকে ধরে রাখতে জোরদার কিছু চাই! হিন্দুরা হিন্দুস্তানে বিপন্ন, এই আওয়াজ তোলা শুরু হল তখন থেকেই!

তামিলনাড়ুর মীনাক্ষীপুরম গ্রামে, ১৯৮১ তে দলিত সম্প্রদায়ের ৮০০ জন মানুষ ধর্মান্তরিত হতে, বিজেপি নেতা বাজপেয়ীর সুরে সুর মিলিয়ে তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিং বললেন, এসব বিদেশের চক্রান্ত। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের টাকা রয়েছে পেছনে, এমন খবর সাংবাদিকদের খাওয়ানো হল। পরের বছর মার্কিন সফরে গিয়েও ইন্দিরা আরব দেশের বিরুদ্ধে অমন অভিযোগ করেন। এদিকে দেশের মধ্যে নানান রাজ্যে সংখ্যালঘুদের তোল্লাই দেবার ভান অব্যাহত। আলাদা জেলাও তৈরি হবার খবর শোনা যাচ্ছে।

মীরাটে ১৯৮২ র দাঙ্গা, ১৯৮৩ তে আসামের নেলীতে নির্বিচারে সংখ্যালঘু নিধন, ভাল লাগছে না সেসব কালো দিনগুলোর কথা বলতে। গরীব মানুষের দিন পাল্টায় না, শাসক পাল্টে গেলেও। মুম্বইএর শিল্পাঞ্চলে ১৯৮৪ এর দাঙ্গাও যে অমনই। পুলিশ তথা শাসক সংখ্যাগরিষ্ঠের দিকে, এমনই অভিযোগ ।

এখনকার নানান কলরবের সঙ্গে কেমন একটা মিল পাওয়া যাচ্ছে না? সেই সময়ের তৈরি হওয়া নানান বিষবৃক্ষের ওপরই আজকের নেতা মন্ত্রী কি বিরোধী পক্ষের ক্ষমতা বজায় রাখার আয়োজন আজও নানানভাবে চলেছে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চার হাসপাতাল ঘুরে বিনা চিকিৎসায় যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ হরিপালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চার হাসপাতাল ঘুরে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হল হরিপালের যুবকের। অভিযোগ, এক হাসপাতাল থেকে আর এক হাসপাতালে লাগাতার রেফার করা হলেও চিকিৎসা হয়নি কিছুতেই। পরিবারের আক্ষেপ, চিকিৎসা হলে হয়তো এভাবে অকালে চলে যেতে হত না তাঁদের বাড়ির ছেলেকে। ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার লোকজন। প্রশ্নের মুখে হরিপাল হাসপাতাল, চুঁচুড়া হাসপাতাল, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজি।

সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন থেকেই মাথার সমস্যায় ভুগছিলেন হরিপালের বিকাশ দুলে। যন্ত্রণাও হত প্রায়শই। ডাক্তারও দেখাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে রবিবার তা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায়। মেয়ের অন্নপ্রাশনের জন্য এলাকায় আলুর বস্তা আনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু, সেখানে গিয়ে মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন। মাথাই তুলতে পারেননি আর। প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হরিপাল হাসপাতালে।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, সেখান থেকে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় চুঁচুড়া হাসপাতালে। সেখান থেকে আবার রেফার করা হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। সেখানে বিকাশের সিটি স্ক্যান হয়। কিন্তু, শুরু হয়নি চিকিৎসা। এরপর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজিতে। সেখানে নিয়ে গেলে তাঁকে ভর্তি নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের। উলটে ৫ হাজার টাকা চাওয়া হয় বলে দাবি বিকাশের মা চায়না দুলের। তখন ঘড়িতে ২টোর কাঁটা পেরিয়েছে। রাতে ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাবেন তা ভেবে কূলকিনারা পাননি চায়না দেবী।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে কাতর আর্জি জানান ভর্তি নেওয়ার। বেড না দিলেও মেঝেতে যাতে কোনওভাবে ব্যবস্থা করা যায় সেই আর্জিও জানান। কিন্তু, কিছুতেই কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর। শনিবার ভোররাতে মায়ের পাশেই মৃত্যু হয় বিকাশের।

'নেহরুর বউ' খ্যাত বুধনি মেঝান প্রয়াত

বুবুন মুখোপাধ্যায় ● আসানসোল

—ফাইল চিত্র

প্রয়াত হলেন নেহরুর বউ বলে খ্যাত বুধনি মেঝান। পাঞ্চেতের প্রাইভেট হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। স্মৃতিশক্তিও হারিয়েছিলেন তিনি। মৃত্যুর পর শনিবার সকালে পাঞ্চেতে তাঁর আবাসনেই মৃতদেহ আনা হয়। পরে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়। পাঞ্চেত শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য হওয়ার আগেই ডিভিসির পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মান জানানো হয়। সম্মান দেওয়া হয় স্থানীয় পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের পক্ষ থেকেও।

উল্লেখ্য, ১৯৫৯ সালে ৬ ডিসেম্বর ডিভিসির পাঞ্চেত জলাধারের উদ্বোধনে এসেছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। আর সেদিন আদিবাসীদের পক্ষ থেকে ওই জলাধার নির্মাণকারী শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বুধনি মেঝান। তাঁর হাত দিয়ে জওহরলাল নেহরু পাঞ্চেত ড্যাম উদ্বোধন করিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান স্থলে ডিভিসির পক্ষ থেকে জহরলাল নেহরুকে মালা পড়ানো হয়, আর তারপর জহরলাল নেহরু বুধনিকে সম্মান জানাতে তাঁর গলার সেই মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন বুধনি মেঝানকে। এরপরই বুধনিকে পরিত্যাগ করে তাঁদের সমাজ। সমাজ নেহরুর বউ বলে উপেক্ষা করেন এবং সেই উপেক্ষার জন্য তাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। হারিয়ে যান তিনি। পরবর্তীকালে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ তাঁকে খুঁজে নিয়ে আসেন এবং আবার তাঁর চাকরি ফিরিয়ে দেন। পরবর্তীকালে অবসর নিয়েছিলেন বুধনি মেঝান। ডিভিসির আবাসনে থাকতেন। কিন্তু জীবনে তিনি সঠিক সম্মান পাননি বলেই দাবি এলাকাবাসীদের। তাঁর গ্রামেও ফিরে যেতে পারেননি আর কোনও দিন।

টু স্ট্রোক অটো গ্যাস গাড়িতে রূপান্তর করার উদ্যোগে ভাটা!

দেবাশিস দে ● আমতলা

পরিবেশ দূষণের কারণে রাজ্যের সমস্ত শহরাঞ্চলে টু স্ট্রোক অটো চলাচল অনেক আগেই নিষিদ্ধ করেছে আদালত। তবে পুরসভার মর্যাদা না পাওয়ায় আমতলা এলাকায় সেই ভাবে সরকারি তরফ থেকে টু স্ট্রোক অটো বাতিল করার কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়নি এমনটাই আলিপুর পরিবহণ দপ্তরের সূত্রে খবর। অটো প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি ও স্থানীয় অটো ইউনিয়নগুলির ব্যবস্থাপনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই এলাকায় টু স্ট্রোক অটোর পরিবর্তে গ্যাসচালিত গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা পরিবহণ দপ্তর ওই গ্যাস অটো মালিকদের প্রয়োজনীয় রুট পারমিটও মঞ্জুর করেছে।

কিন্তু অধিকাংশ অটোচালকদের অভিযোগ, তাঁরা আবেদন করেও এখনও পর্যন্ত গ্যাস অটো পাননি। আমতলা- জুলপিয়া রুটে ৪০০ শতাধিক গাড়ি চলাচল করে তার মধ্যে মাত্র ৪৫টি গাড়ি প্রয়োজনীয় রুট পারমিট সহ গ্যাস গাড়ির অনুমোদন পেয়েছে। সেটাও আবার বাম আমলে। বিগত ১১ বছরে এই রুটে কোনও গ্যাস গাড়ির অনুমোদন দেওয়া হয়নি। আমতলা-হরিতকিতলা অটো রুটে ২০০ অটো চলাচল করে, কিন্তু একটিও গাড়ি গ্যাস দ্বারা চালিত নয়। এছাড়া আমতলা- ঠাকুরপুকুর রুটে দেড়শো গাড়ি চলাচল করে। কিন্তু তার মধ্যে বাম আমলের শেষের দিকে মাত্র ৪৫টি গাড়িকে গ্যাস গাড়িতে রূপান্তরিত করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল বাদ বাকি গাড়িগুলি আজও টু স্ট্রোক। এছাড়া আমতলা- শিরাকোল ও আমতলা- গোতলাহাট রুটে প্রায় কমবেশি ৩০০ এর ওপর অটো চলাচল করে। যার সবগুলোই টু স্ট্রোক গাড়ি অথচ এই গাড়িগুলো আদালত কর্তৃক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ গাড়ি।

মেয়ের মৃত্যুর বিচার পেতে সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী মা, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: মেয়ের মৃত্যুর বিচার পেতে সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী হলেন এক মহিলা। মৃতার নাম প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়। ঘটনা পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার গুপ্তিপুর গ্রামের। মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে শনিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে কালনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করতে গেলে এলাকাবাসীর সঙ্গে শুরু হয় পুলিশের ধস্তাধস্তি। মৃতদেহ আটকে রেখে পরিবারের সদস্যরা পুলিশের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অভিযুক্ত জামাইকে গ্রেপ্তারের দাবি তুলে মৃতদেহ আটকে রাখেন মৃতার আত্মীয়রা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কালনা মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

মৃত ওই মহিলার স্বামী সুশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এদিন দাবি করেন, মেয়ের মৃত্যুর বিচারের দাবি নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তাঁর স্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, এলাকার যুবক সৌম চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়। জামাই সৌম চক্রবর্তী সুস্মিতাকে দিয়ে নীল ছবি তৈরি করতেন। সুস্মিতা বাধা দিলেও সৌম শুনতেন না। উলটে তাঁর ওপর অত্যাচার করতেন বলে অভিযোগ। বাপের বাড়ি গিয়ে বিষয়টি তাঁর পরিবারকে জানিয়েছিলেন সুস্মিতা। অবশেষেগত ৮ জুন বাপের বাড়িতে এসে বাথরুমে ঢুকে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন তাঁর মেয়ে।

তাঁর অভিযোগ, বাহুবলের সাহায্যে বাড়ির দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে কালনা থানা ও বুলবুলিতলা ফাঁড়ির পুলিশ নিয়ে যায়। এমনকি দেহ উদ্ধারের জন্য পরিবারের সদস্যদের মারধর করা হয়। তাঁর আরও দাবি, গতকাল কোর্টের রায় অনুযায়ী গুপ্তিপাড়ায় মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে তাঁর মেয়েকে দেওয়া সমস্ত জিনিস উদ্ধারে গেলে, সেখানেও তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। বুলবুলিতলা ফাঁড়ির এক পুলিশও তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বলে অভিযোগ। এরপরই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে তাঁর স্ত্রী এদিন সকালে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন। পরিবারের তরফ থেকে কেউই এদিন কালনা হাসপাতালে হাজির হয়নি শনিবার বিকেল চারটে পর্যন্ত।

পরিবারের সদস্যরা দাবি করেন, যতক্ষণ না পুলিশ সমস্ত গয়না উদ্ধার করছে ও জামাই সৌম্যকে গ্রেপ্তার করছে, ততক্ষণ তাঁরা মৃতদেহ নেবেন না। তাতে পুলিশ মৃতদেহ নিয়ে যা খুশি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে জেলা পুলিশের এক আধিকারিক তিনি জানান, ঘটনার পরিস্থিতি অনুযায়ী সেখানে পুলিশ হাজির হয়েছিল। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

বাস্তবিক দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
{রুল ৮(১)} অধীন

কাশিমবাজার শাখা, ৪৬/৬, বাবুল বোনা রোড, মধুপুর, কাশিমবাজার মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল আইডি: Cossimbazar@indianbank.co.in

যেহেতু
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) -এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার **১৫.০৩.২০২২ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে **ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/জামিনদার : মেসার্স থ্রি স্টার হার্ডওয়্যার, স্বত্বাধিকারী: জনাব মইনুদ্দিন আহমেদ,** পিতা- ফিরোজ আলম / জনাব **ফিরোজ আলম,** পিতা- হেদায়ত আলী / **জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ,** পিতা-ফিরোজ আলম, **জনাব সফিউদ্দীন আহমদ,** পিতা- ফিরোজ আলম ওসিসি/টার্ম লোন, সুবিধা বজায় রেখেছেন, আমাদের **সুন্দরপুর শাখার** সাথে -কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **২,৬৯,৯৫,৯১৬.০৪ টাকা** (দুই কোটি ঊনসত্তর লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শো ষোল টাকা এবং চার পয়সা মাত্র) পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদার/বন্ধকদাতা ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি **বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন **১৭ নভেম্বর, ২০২৩** তারিখে ।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **২,৬৯,৯৫,৯১৬.০৪ টাকা** (দুই কোটি ঊনসত্তর লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শো ষোল টাকা চার পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।

''আমরা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে''।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : ১; মৌজা - নিমা বাহাদুরপুর, বিক্রয় দলিল নং ১৬৯৭ তারিখ- ২৪.০৬.২০০৩, বিক্রয় দলিল নং. ১৫৩৩ তারিখ- ১৯.০৪.২০০৫, বিক্রয় দলিল নং. ৪৪৬৫ তারিখ - ২৫.০২.২০০৪ এবং হেবানামা দলিল নং. ৫০১৬ তারিখ- ২৯.১২.২০০৮, জেএল নং ১৩০, প্লট নং আরএস ১৫, ১৮,এবং এলআর ১৬, ১৯, খতিয়ান নং এলআর ২১৪৩, ২১৪২, ২১৪১, ২১২৪ সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তর- নামির সেখের সম্পত্তি, দক্ষিণ- পানুটিয়া মেটাল রোড, পূর্ব- প্রকৃতি রঞ্জন মিত্রের সম্পত্তি, পশ্চিম- হাইওয়ে ড্রেন দ্বারা।

তারিখ: ১৭.১১.২০২৩
স্থান: কাশিমবাজার

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

৬৪টি কার্তিকের পুজো দেবনাথ পরিবারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আছে, গৃহস্থের বাড়িতে নবদম্পতি কার্তিক পুজো করলেই নাকি পুত্রসন্তান লাভ হয়! ২০২৩ সালে বিজ্ঞানীরা যখন চাঁদে মানুষের বসবাসের পরিকল্পনা নিয়ে চন্দ্রযান পাঠিয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন, সেই সময়ও পূর্ব বর্ধমানের কাঞ্চননগরের বেলপুকুর এলাকার দেবনাথ পরিবারে দেখা গেল অদ্ভুত এক ঘটনা। একটা দুটো নয়, রীতিমতো ৬৪টি কার্তিকের সাড়ম্বরে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে মহা ধুমধামে। পাশাপশি শুক্রবার রাতে এলাকার মানুষদের নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন দেবনাথ পরিবারের সদস্যরা।কথিত আছে, বাড়িতে যে দম্পতি নিষ্ঠার সঙ্গে কার্তিক পুজো করেন, তাদের নাকি পুত্রসন্তান লাভ হয়। তবে নতুন দম্পতির বাড়িতে চোরা কার্তিক অর্থাৎ রাতের অন্ধকারে কেউ মজা করে ল্যাংটো কার্তিকের মূর্তি রেখে আসে। আর সকাল হলেই বাড়ির সদস্যরা দেখতে পেয়ে ঘরে তুলে তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তিভরে পুজো করেন। অনেকেই ইচ্ছা করে আবার অনেকে মজার ছলে কার্তিক পুজোর আগের রাতে এই ল্যাংটো কার্তিকের মূর্তি বাড়ির দুয়োরে রেখে আসেন।

দীর্ঘদিন ধরে এমনই ঘটনা সামনে এলেও, পূর্ব বর্ধমানের কাঞ্চননগরের একসঙ্গে ৬৪টি কার্তিকের পুজো খবর চাউর হতেই গোটা এলাকায় আলোড়ন পড়ে যায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এপ্রিল মাসে বিয়ে হয়েছে দেবনাথ পরিবারের ছেলে অমিত দেবনাথের ছেলের। অমিতবাবু পেশায় বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। তাই তাকে বাড়ির বাইরেই থাকতে হয়। বিয়ের পর প্রথম কার্তিক পুজো। তাই পাড়ার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সহ অফিসের কলিগরাও কার্তিক পুজোর অপেক্ষায় ওত পেতে বসেছিলেন।

অমিত দেবনাথ জানিয়েছেন, কার্তিক পুজোর আগের রাতে পরিবারের সকলেই একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে দেখেন এক এক করে প্রায় অনেকেই বাড়ির বারান্দায় প্রায় ১০টির মতো কার্তিকের মূর্তি রেখে গিয়েছে।

বীর বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের ১১৪তম জন্মদিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বীর বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের ১১৪তম জন্মদিবস পালিত হল তাঁর জন্মভিটায়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বীর বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। উদ্বোধন করেন বিডিও খণ্ডঘোষ অভীক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক নবীন বাগ, খণ্ডঘোষ থানার ওসি সুব্রত বেরা, সাহিত্যিক ও গবেষক রমজান আলি সহ বিশিষ্টবর্গরা।

পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার ওঁয়াড়ি গ্রামে রয়েছে বীর বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের জন্মভিটা। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ৯৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছিল বটুকেশ্বর দত্তের জন্মভিটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার জন্য। বর্তমানে বটুকেশ্বর দত্তের বাড়িটি নতুন রূপে সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে। বর্তমানে একে হেরিটেজ ঘোষণা করে একটা ট্যুরিজম স্পট তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও বিধায়ক তহবিলের থেকেও কিছু অর্থ সাহায্য করে বটুকেশ্বর দত্তের ভিটেকে সংরক্ষণ করার আশ্বাস দিয়েছেন খণ্ডঘোষের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ। পাশাপাশি খণ্ডঘোষ এলাকার মধ্যে মনীষী কিংবা যে সকল বীর বিপ্লবীদের জন্মস্থান রয়েছে, সেগুলিকে যাতে সংরক্ষণ করা হয় তার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। তাতে সবুজ সংকেত মিলেছে বলে জানান বিধায়ক। তবে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকার কারণে বিষয়টি নিয়ে এগোনো যাচ্ছে না, ভবিষ্যতে সেই সমস্ত কাটিয়ে উঠে জন্মস্থানগুলির সংরক্ষণ করার আশ্বাস দেন তিনি।

তবে বটুকেশ্বর দত্তের বাড়িটি নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হলেও, যে বাড়িতে সুড়ঙ্গ রয়েছে অর্থাৎ নগেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়িটি অবহেলিত ভাবেই পড়ে রয়েছে। একসময় এই সুড়ঙ্গেই আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বিপ্লবী ভগৎ সিং। এখনও ওই বাড়িতে গেলে সুড়ঙ্গটি দেখা যায়। বটুকেশ্বর দত্ত ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সহযোগিতায় এবং প্রশাসনিক উদ্যোগে বহুবার আলাপ আলোচনা মিটিং করা হলেও, ওই জায়গাটির জনৈক ব্যক্তি দখল করে রাখার কারণে সমস্যার সমাধান হয়নি।

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
খড়গপুর শাখা
ডি. নং ৪১৮/১, মালঞ্চ রোড, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০৪
যোগাযোগ নং : ০৩২২২-২৪২১১৬
ইমেল : kharagpur@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., জগাছা ব্রাঞ্চ, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত ''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ (২৭.১২.২০২৩) তারিখ, ৭,৪৩,৬৯১.৫১ টাকা** (সাত লাখ তেতাল্লিশ হাজার ছশো একানব্বই টাকা এবং একান্ন পয়সা) টাকা ১৫.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং ১৬.১১.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট **(১) শ্রী রাজকুমার খটিক (ঋণগ্রহীতা),** দেবলপুর, মুরাদ বিল্ডিং, এলাকা স্বাধীন সংঘ, ক্লাব, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০১ **২) শ্রীমতি লীলা খটিক (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী রাজকুমার খটিক, দেবলপুর, মুরাদ বিল্ডিং, এলাকা স্বাধীন সংঘ, ক্লাব, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০১, **৩) শ্রী গৌতম খটিক (জামিনদাতা),** দেবলপুর, মুরাদ বিল্ডিং, এলাকা স্বাধীন সংঘ, ক্লাব, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০১, **(৪) শ্রী গোবিন্দ খটিক (জামিনদাতা),** দেবলপুর, মুরাদ বিল্ডিং, এলাকা স্বাধীন সংঘ, ক্লাব, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০১, বকেয়া আদায়ের জন্য কাছ থেকে।

সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য **১৩,৭৩,৪০০ টাকা** (তেরো লাখ তিয়াত্তর হাজার চারশ টাকা) বায়না জমা **১,৩৭,৩৪০ টাকা (এক লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার তিনশো চল্লিশ টাকা)।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের জমি এবং তদস্থিত ভবন জমির পরিমাণ ২.৫০ ডেসিমেল অবস্থিত প্লট নং ৪০৩(অংশ), খতিয়ান নং -আরএস ২৮৫, জেএল নং ১৯০, ওয়ার্ড নং ৬, (পুরানো), ৫ (নতুন), হোল্ডিং নং ৩৬২/২৪৩, মৌজা- দেবলপুর, থানা- খড়গপুর,জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৩০১। সম্পত্তি শ্রী রাজকুমার খটিক এর নামে।

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্যাঙ্কের/নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক **www.kvb.co.in/Property Under Auction** দেখুন এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, ক্যানব্যাঙ্ক কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেডের পোর্টাল **www.indianbankseauction.com** দেখুন।

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।

তারিখ : ১৮.১১.২০২৩
স্থান : খড়গপুর

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ১১জি, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২
সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইস্যুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	অজয় কুমার রাই	০০০২৮৯৭	৫৯১	১১৪২০০১-১১৪৩৭৫০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ১৮ নভেম্বর, ২০২৩

বैंक ऑफ़ इंडिया BOI Bank of India
Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (প্রতিষ্ঠানের নাম) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেনে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী মধুসূদন চ্যাটার্জি জামিনদাতা : শ্রীমতি সোনালি চ্যাটার্জি**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি মৌজা : কারকোনা, জেএল নং ১৫৮, থানা-গলসি, জেলা- বর্ধমান, লোয়া রামগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,উল্লেখ্য আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫৫৭, এলআর খতিয়ান নং ১৯৯৫, এরিয়া- ০.০৬ একর, শ্রেণি -বাস্তু, **চৌহদ্দি:** উত্তরে: অন্যান্যর জমি সম্পত্তি, দক্ষিণে: গ্রামীণ সড়ক, পূর্বে :অন্যান্যর ভূসম্পত্তি, পশ্চিমে: গ্রামীণ সড়ক সমন্বিত।	**ক) ১৮.১১.২০২৩ খ) ১৯.১০.২০২২ গ) ৪,৭৯,৫৮৮.৩৫ টাকা (চার লাখ উনআশি হাজার পাঁচশো অষ্টআশি টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ**
২	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুধাংশু সরকার এবং সহ-ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি চন্দনা সরকার**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি মৌজা : কাশিমপুর, বর্ধমান, জেএল নং ১৮, বেলকাশ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, উল্লেখ্য আরএস প্লট নং ১৫৩, এলআর প্লট নং ১৪৪, সাব প্লট নং ১৫৩/এ, আরএস খতিয়ান নং ১০৭, এলআর খতিয়ান নং ৩১৬, শ্রেণি-বাস্তু, পরিমাণ এরিয়া ১৫৬৬.৬২ বর্গফুট সমান সমান ২ কাঠা ২ ছটাক ৩৬.৬২ বর্গফুট থানা - বর্ধমান রেজিস্ট্রিকৃত সাব জেলা পূর্ব বর্ধমান এবং জেলা -পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : নিকাশি এবং পরে ডিভিসি, দক্ষিণে : অন্যান্যর ভূসম্পত্তি (আরএস প্লট নং ১৫৩/অংশ) পূর্বে : ঢোলনা গ্রামীণ সড়ক, পশ্চিমে: ডিভিসি গ্রামীণ সড়ক সমন্বিত।	**ক) ১৮.১১.২০২৩ খ) ১৯.১০.২০২২ গ) ১৩,৮৭,১৭৫.৪৫ টাকা (তেরো লাখ সাতাশি হাজার একশো পঁচাত্তর টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ**
৩	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী ইসমাইল হেমব্রম**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ আরএস প্লট নং ৭৫৪, এলআর প্লট নং ২১৬৩, আরএস খতিয়ান নং ২০২, এলআর খতিয়ান নং ৬৯৮৪ পরিমাণ এরিয়া ৮৭১ বর্গফুট, বাস্তু জমি, মৌজা - ইচলাবাদ, জেএল নং ৭৫, থানা এবং জেলা বর্ধমান, বর্ধমান পুরসভা অধীন, জেলা-পূর্ব বর্ধমান। **চৌহদ্দি:** উত্তরে: বাবলু ওরাও এর ভূসম্পত্তি, দক্ষিণে : আরএস প্লট নং ৭৫৪/অংশ, পূর্বে : মুকুল সরকারের সীমা পাঁচিল, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক সমন্বিত।	**ক) ১৮.১১.২০২৩ খ) ১০.০৭.২০২৩ গ) ১১,৭৯,৪৩১.০৮ টাকা (এগারো লাখ উনআশি হাজার চারশো একত্রিশ টাকা এবং আট পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ**

তারিখ : ১৮.১১.২০২৩
স্থান : বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, প.ব., পিন - ৭৪২ ১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।

ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা (সম্পত্তির মালিক) এর নাম	দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সকল অংশ সমন্বিত)	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) **কৃষ্ণনগর মেন (কৃষ্ণনগর) ব্রাঞ্চ** খ) **শ্রী সমীর ঘোষ** পিতা মন্টু ঘোষ **শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ** পিতা মন্টু ঘোষ **উভয়ের ঠিকানা :** বিরিঞ্চি কুমার মোদক লেন, পো: কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালি, নদিয়া পিন - ৭৪১১০১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা- কৃষ্ণনগর, জেএল নং ০৯২, খতিয়ান নং আরএস ৬৮০১, এবং এলআর ১৬৭০, প্লট নং আরএস ২৬১/২৩৩২৫, এবং এলআর ৫২১, জমির পরিমাণ ১.৮০ ডেসিমেল, অবস্থিত এম জি রোড, কৃষ্ণনগর, হোল্ডিং নং ৮৬, ওয়ার্ড নং ২৪, কৃষ্ণনগর পুরসভা অধীন, পো-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতোয়ালী, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি- বাড়ি, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং -১-২৬৪২/১৬, তারিখ ১৯.০৩.২০১৬, রেজিস্ট্রিকৃত -এডিএসআর-কৃষ্ণনগর, **সম্পত্তির মালিক : শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ। চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া এম ডি রোড,দক্ষিণে : শঙ্কর ঘোষের সম্পত্তি,পূর্বে : পুর সড়ক, পশ্চিমে : সঞ্জয় ঘোষের ভবন সমন্বিত।	**ক) ২৮.১২.২০২২ খ) ১৮.১১.২০২৩ গ) ১৪,৬৩,৭৬৭.০০ টাকা** (চোদ্দ লাখ তেষট্টি হাজার সাতশো সাতষট্টি টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
২.	ক) **কৃষ্ণনগর মেন (কৃষ্ণনগর) ব্রাঞ্চ** খ) **শ্রী সমীর ঘোষ** পিতা মন্টু ঘোষ **জামিনদাতা : শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ** পিতা মন্টু ঘোষ **উভয়ের ঠিকানা :** বিরিঞ্চি কুমার মোদক লেন, পো: কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালি, নদিয়া পিন - ৭৪১১০১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা- কৃষ্ণনগর, জেএল নং ০৯২, খতিয়ান নং আরএস ৬৬৫২ এবং এলআর ১৩১৫, প্লট নং আরএস ২০৯ এবং এলআর ৮১৭, জমির পরিমাণ : ১.৫০ ডেসিমেল, অবস্থিত বি কে মোদক লেন, (চালতা পুকুরের নিকট), কৃষ্ণনগর, পো-কৃষ্ণনগর,থানা- কোতোয়ালী, জেলা-নদিয়া, পিন- ৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি-বাড়ি,উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১-৮৩৭১/১৬, তারিখ ০৬.১০.২০১৬, রেজিস্ট্রিকৃত -এডিএসআর-কৃষ্ণনগর, **সম্পত্তির মালিক শ্রী সমীর ঘোষ। চৌহদ্দি :** উত্তরে : ভবেশ দে এর ভবন,দক্ষিণে : শ্যামল দে এর ভবন, পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া বি কে মোদক লেন, পশ্চিমে : শ্রী হরি হালদারের ভবন সমন্বিত।	**ক) ২৮.১২.২০২২ খ) ১৮.১১.২০২৩ গ) ১০,০২,৬২৭.০০ টাকা** (দশ লাখ দুই হাজার ছশো সাতাশ টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ১৯.১১.২০২৩
স্থান : বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মৃত রূপচাঁদ মণ্ডলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সাংসদ অর্জুন সিং

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এডিজি, ডিআইজি ও পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: আমডাঙায় পঞ্চায়েত সদস্যের খুনের ঘটনায় শনিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলেন এডিজি (সাউথ বেঙ্গল) সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, ডিআইজি সুমিত কুমার, বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখার্জি সহ অন্যান্যরা। এদিন এডিজি জানান, একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও কয়েকজন এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। তারা পলাতক। তাদের খোঁজ চলছে। শীঘ্রই তারা ধরা পড়বে। তদন্তের স্বার্থে এখনই এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। এদিন তিন পুলিশকর্তা খুনের স্থল, যেখানে খুনিরা আত্মগোপন করেছিল সেই জায়গা ও যে পথে তারা পালিয়ে গিয়েছিল সেগুলি পরিদর্শন করেন। পরে আমডাঙা থানায় পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছু তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে। ফলে সেই সূত্র ধরেই পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজ চালাচ্ছে।

শুক্রবার বিকেলে মৃত রূপচাঁদ মণ্ডলের বাড়িতে যান ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং, রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, আমডাঙার বিধায়ক রফিকুর রহমান সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতা কর্মীরা। পরিবারের সঙ্গে দেখা করে অর্জুন বলেন, রূপচাঁদকে ফিরিয়ে আনতে পারব না। তবে নিশ্চিতভাবে মৃতের পরিবারের পাশে তৃণমূল কংগ্রেস সর্বতভাবে থাকবে। যে কোনও সমস্যাতেই আমরা সবাই তাদের পাশে থাকব। বিরোধীরা অপপ্রচার করছে। এটা কোনও গোষ্ঠী কোন্দল নয়। রূপচাঁদ মণ্ডল একজন জনপ্রিয় নেতা ছিল। ১৬ জন সমর্থন করে রূপচাঁদকে প্রধান করেছিল। ও প্রধান হওয়ার পর শত্রু অনেক বেড়ে গেছে তার জন্যই এটা হতে পারে। আমরা চাই প্রকৃত খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। ১২ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। অন্যরা পলাতক। তাদেরকেও পুলিশ শীঘ্রই গ্রেপ্তার করবে। সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, রূপচাঁদ মণ্ডল মৃত্যুর ফলে দলের অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে। পুলিশ সঠিক তদন্ত করে অপরাধীকে শাস্তি দেবে। প্রকৃত অপরাধী ছাড় পাবে না। সমস্ত বিরোধীরা একজোট হয়ে তৃণমূল কর্মীদের বিভিন্ন জায়গায় খুন করছে। লোকসভা নির্বাচনে আগে বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা চলছে।

বেহাল রাস্তায় প্রবেশ করে না গাড়ি, নিশ্চুপ প্রশাসন

খাটের মাচা তৈরি করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও হল না শেষ রক্ষা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: খাটে শুয়ে অসুস্থ গৃহবধূ। আর সেই খাট বাঁশ আর দড়ি দিয়ে পালকির মতো বেঁধে বেহাল রাস্তা দিয়ে হেঁটে নিয়ে যাচ্ছেন অসুস্থ গৃহবধূর পরিবারের লোকেরা। যদিও শেষ পথে হাসপাতালে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। শনিবার সকাল থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন ভাইরাল ভিডিও ছড়িয়ে পড়তে তুমুল শোরগোল পড়ে গিয়েছে মালদায়। ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত বামনগোলা ব্লকের গোবিন্দপুর মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালডাঙা গ্রামে। আর এমন মধ্যযুগীয় বর্বরতার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক মহলে চরম বিতর্ক তৈরি হয়েছে। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, গ্রামের এই কাঁচামাটির রাস্তায় কোনো গাড়ি প্রবেশ করতে পারে না। তাই ওই গৃহবধূর পরিবারের লোকেরা এই ভাবেই খাটের মাচা তৈরি করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ পথে আর ওই গৃহবধূকে বাঁচানো যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম মামনি রায় (২০)। দুই বছর আগে এলাকার বাসিন্দা কার্তিক রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মামনির। সম্প্রতি তিনি জ্বরে ভুগছিলেন বলে খবর। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করেন। খাটিয়াতে শুইয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। বাঁচানো যায়নি মামনিকে। বাড়িতে তাঁর ২ বছরের এক সন্তানও রয়েছে। রাস্তা খারাপে জন্য প্রাণ হারাল ২০ বছর বয়সি মামনি রায়।

মৃত গৃহবধূর আত্মীয়দের বক্তব্য, মালডাঙা গ্রাম থেকে বামনগোলা ব্লকের মোদিপুকুর গ্রামীন হাসপাতালের দূরত্ব প্রায়ই ১৫ কিলোমিটার। প্রায় ৫ কিলোমিটার গ্রামের বেহাল রাস্তায় কোনো যানবাহন চলে না। হাতে কিছু টাকা থাকলেও প্রত্যেকেই নিরুপায়। কারণ অ্যাম্বুল্যান্স হোক বা যেকোনো ভাড়া গাড়ি এই গ্রামে রাস্তায় আসার কোনও ব্যবস্থাই নেই। কারণ কাঁচা মাটির রাস্তা এতটাই বেহাল। শুক্রবার রাত থেকেই ওই গৃহবধূর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। ভোররাতে বহুবার ফোন করলে অ্যাম্বুল্যান্স রাস্তা খারাপের জন্য আসতে চায়নি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কোনও বুদ্ধি না পেয়ে পরিবারের লোকেরা খাটিয়াতে দড়ি বেঁধে ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আর এমনই একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।

এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার সহ সভাপতি বাবলা সরকার জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনার কথা আমার জানা নেই। রাজ্য সরকার যেভাবে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন এরকম কোনও ঘটনা ঘটার কথা নয়। বামনগোলা ব্লকের বিজেপি নেত্রী বীণা কীর্তনীয়া বলেন, রাজ্যজুড়ে নাকি নানা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় প্রচুর রাস্তাঘাট হয়েছে। অথচ বেহাল রাস্তার কারণে অসুস্থ গৃহবধূ সঠিক সময় চিকিৎসা না পেয়ে চলে গেল। অথচ প্রশাসন নিশ্চুপ। যদি সত্যিই গ্রামীন এলাকার রাস্তার উন্নয়ন হত তাহলে বামনগোলার মধ্যযুগীয় বর্বরতার এমন ছবি দেখতে হত না।

খড়গপুরে হবে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে এগিয়েছে বাংলা। মাছের আঁশের তৈরি জিনিসপত্র, গয়না বড়ি, শালপাতা, পাট, কচুরি পানা থেকে মাদুর, হাতে বোনা জরির শাড়ি, সোনার জল ধরানো অলঙ্কার সবেতেই বাজার ধরতে সক্ষম হয়েছে। বাংলার এসব ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের পসরা নিয়ে হতে চলেছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মেলা। ১৪ থেকে ১৮ ডিসেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের শিল্প তালুক হিসেবে পরিচিত খড়গপুরের কলেজ ময়দানে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেদিনীপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান এমএসএমই কমিটির কো-চেয়ারম্যান ইন্দ্রনীল দত্ত। এমএসএমই'র দুর্গাপুর আঞ্চলিকের জয়েন্ট ডিরেক্টর প্রদীপকুমার দাস জানান, কোভিড অতিমারির ধাক্কা সামলে দেশের মধ্যে বাংলার ক্ষুদ্র কুটির শিল্প দারুন ভাবে এগিয়ে চলেছে। উৎপাদন মুখী ক্ষুদ্র শিল্পের সম্ভাবনাময় রাজ্য হিসেবে এগিয়েছে বাংলা। প্রায় দেড় কোটি মানুষের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ডাইরেক্টর সোমা মিত্র মুখার্জি, চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি আনন্দগোপাল মাইতি, সম্পাদক চন্দর রায় সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

বিশ্বকাপে ভারতের জয়ের প্রার্থনায় কচিকাঁচারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: বিশ্বকাপ ক্রিকেট জ্বরে কাঁপছে গোটা দুনিয়া। রাত পোহালেই মুখোমুখি হবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। ২০ বছর পর আবার ফাইনালে মুখোমুখি এই দুই দেশ। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে সাজো সাজো রব। ঠিক তার পাশাপাশি বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে শুভ কামনায় চলছে পুজো অর্চনা। ভারত বিশ্বকাপ জিতবেই এই আশাতে ভর করে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছে দেশবাসী। এমন আবহেই এবারে এক অভিনব চিত্র দেখা গেল রায়গঞ্জ শহরে। একটি বেসরকারি পাঠশালায় পঠন পাঠন শুরুর প্রাকমুহূর্তে বিশ্বকাপে ভারতের জয়ের প্রার্থনায় কচিকাঁচারা। উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের কুলিক ফরেস্ট লাগোয়া বস্তি এলাকায় অবস্থিত এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত পাঠশালায় এই দৃশ্য নজরে এল। মূলত, ওই এলাকার গরিব দুঃস্থ বাচ্চাদের সুপথে পরিচালিত করতে এই স্বপ্নসাথী প্রকল্প চালু করেছেন কৌশিক ভট্টাচার্য নামে এক সমাজ কর্মী। এই পাঠশালায় বিনা পয়সায় নিয়মিত পঠন পাঠন করে জনা তিরিশেক দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রী। কৌশিক বাবু জানান, রোজ পঠনপাঠনের আগে প্রার্থনা হয়। কিন্তু রবিবার যেহেতু বিশ্বকাপ। যাকে ঘিরে উৎসাহিত বাচ্চারাও। তাই এই উৎসাহকে আরও দ্বিগুন বাড়িয়ে তুলেই এই অভিনব উদ্যোগ। এদিন দেশের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে উপস্থিত হয় শিশুরা। তাদের বিশ্বাস 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'।

প্রাক্তন স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিবাহ বিচ্ছেদের পর প্রতিশোধ নিতেই প্রাক্তন স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। বড় শ্যালিকাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন ওই গৃহবধূর জামাইবাবু। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার ইংরেজবাজার থানার মীরচক এলাকায়। এই ঘটনার পর অভিযুক্ত অমিত শেখ ধারালো অস্ত্র নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে এলাকার বাসিন্দারা তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। এরপরই উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত অমিত শেখকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত মহিলার নাম মিনা খাতুন (২৪)। তিনি পেশায় একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী। অপর আক্রান্তের নাম দিলীপ শেখ (৩৭), তার প্রাক্তন স্বামী অমিত শেখের সঙ্গে কয়েক মাস আগে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এরপরে ইংরেজবাজার শহরের মীরচক এলাকায় মায়ের বাড়িতেই থাকেন ওই মহিলা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, এদিন রাতে খেতে বসার সময় আচমকায় অমিত শেখ বাড়িতে ঢুকে তার প্রাক্তন স্ত্রীকে চাকু দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। সেই সময় ওই মহিলার এক জামাইবাবু দিলীপ তখন শ্যালিকাকে বাঁচানোর জন্য অভিযুক্তকে ধাওয়া করে। তখনই অভিযুক্ত ওই যুবক দিলীপকে চাকু দিয়ে আঘাত করে। তাদের চিৎকারে এলাকার বাসিন্দারা অভিযুক্ত অমিত শেখকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

আক্রান্ত গৃহবধূর পরিবার পুলিশকে জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই মাদকের নেশায় আসক্ত রয়েছে অভিযুক্ত অমিত শেখ। এই কারণে সংসারে অশান্তি হওয়ার জন্যই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। আর তারপরে এমন ঘটনাটি ঘটিয়েছে। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টিকে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

আরামবাগের সালেপুর সন্তোষ সাধারণ বিদ্যাপীঠের ডামাডোল অবস্থা, বন্ধ মিড ডে মিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগের সালেপুর সন্তোষ সাধারণ বিদ্যাপীঠের ডামাডোল অবস্থা। মিড মিল বন্ধ থাকায় ব্যাপক ক্ষোভ অভিভাবক থেকে শুরু করে এলাকার সাধারণ মানুষের। শুক্রবার মিড মিল বন্ধ করে দেন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন লাগা বলে অভিযোগ। কিন্তু কি কারণে মিড মিল বন্ধ করা হয় তা সহকারী শিক্ষককেরাও জানেন না। শনিবার প্রথমে মিড ডে মিল বন্ধ বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। পরে সংবাদ মাধ্যমের আসার খবর পেয়ে সাড়ে এগারো টা নাগাদ প্রধান শিক্ষক মিড ডে মিল রান্নার নির্দেশ দেন। তারপর মাত্র ৪০ জন ছাত্র ছাত্রীর মিড মিল রান্নার ব্যবস্থা করা হয়। এর আগেও মিড মিল মাঝে বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। জানা গেছে, এই স্কুলের প্রধান শিক্ষককের সঙ্গে পরিচালন কমিটির মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব চলছে। এমনকী স্কুলের সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষককের সুসম্পর্ক নেই। তাই স্বাভাবিক ভাবেই স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই স্কুলের মধ্যে ডামাডোল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, কোনও এক সূত্রে জানা যাচ্ছে, স্কুলের এক সহকারী শিক্ষিকার ছুটি সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও একটি জটিল সমস্যার এখনো সমাধান হয়নি। এই সমস্যার সমাধানের কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেননি প্রধান শিক্ষক। স্কুলে মিড মিল বন্ধ প্রসঙ্গে সহকারী শিক্ষক শিবশংকর দাস বলেন, মিড ডে মিল বন্ধ আছে সত্যি। আজকে মিড ডে মিল হচ্ছে নাকি তাও বলতে পারব না। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে পরিচালন সমিতির কি হয়েছে জানি না। স্কুলের সমস্যার কথা আমরা এসআই ম্যাডামকে জানিয়েছি। মিড মিলের রান্নার দায়িত্ব থাকা মহিলা মীরা দাস বলেন, শুক্রবার মিড ডে মিলের রান্না হয়নি। সাড়ে এগারোটার সময় প্রধান শিক্ষক ফোন করে বলেন, মিড ডে মিলে রান্না করতে। এদিন ৪০ জনের মতো ছাত্র-ছাত্রীর মিড ডে মিল রান্না হবে। সুনীতা সামন্ত নামে এক ছাত্রী বলেন, এর আগেও দু'দিন মিড ডে মিল বন্ধ ছিল। শুক্রবার পুরোপুরি মিড ডে মিল বন্ধ হয়ে যায়। শুনছি মিড ডে মিল হবে। স্থানীয় মানুষ সুশীতল রায় বলেন, এই স্কুলে দীর্ঘ দু'বছর ধরে ডামাডোল চলছে। এই স্কুলে এমনও শিক্ষিকা আছেন যিনি দীর্ঘ কয়েক মাস স্কুলে আসেননি অথচ মাইনে উঠে যাচ্ছে। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে স্কুলের কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকার সুসম্পর্ক নেই। প্রায় সময়ই মিড ডে মিল বন্ধ থাকে বলে শুনেছি। প্রশাসনের উচিত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এই বিষয়ে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বলেন, ঘটনার কথা শুনেছি। কোনও ভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের মিড ডে মিল বন্ধ করা যাবে না।

পঞ্জাব নैশনল বैঙ্ক (ভারত সরকার কা উপক্রম) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

দাবি নোটিশ

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

[২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা, সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩(১) সংস্থান অধীনে জারিকৃত]

এই নোটিশটি **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ('জামিনদত্ত ঋণদাতা')** এর সাথে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের দ্বারা সম্পাদিত নথির ভিত্তিতে প্রদত্ত ক্রেডিট সুবিধার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জারি করা হচ্ছে।

এতদ্বারা সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা মূল অর্থ পরিশোধে এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ/ক্রেডিট সুবিধার সুদ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সারফেসি আইন, ২০০২ এর ১৩(২) অধীনে নোটিশ জারি করা হয়েছে। যাইহোক, সেগুলি পরিসেবা ছাড়াই ফিরে এসেছে এবং এইভাবে তাদের এই বিষয়ে পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা (গণ) নাম এবং ঠিকানা খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	ক) এনপিএ তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দাবি নোটিশের তারিখ
১	ক) **শ্রী বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী** পিতা সুনীল কুমার চক্রবর্তী ৪০৭, তালপুকুর রোড, সুভাষনগর, সরশুনা, কলকাতা - ৭০০০৬১ **শ্রী সুনীল কুমার চক্রবর্তী** পিতা নবদ্বীপ চক্রবর্তী ৪০৭, তালপুকুর রোড, সুভাষনগর, সরশুনা, কলকাতা - ৭০০০৬১ খ) **হাজরা রোড ব্রাঞ্চ**	**সুবিধা :** বন্ধকী ঋণ অ্যাকাউন্ট নং : ০১০৮৩০০৫০০০৪৩ **জামিন :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি অবস্থিত ৪০৭, তালপুকুর রোড, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬১, সিএস দাগ নং ১৬০৪, খতিয়ান নং ১০১৩, জেএল নং ১৭, তৌজি নং ৪৭ এবং ৫১, আরএস নং ৪৮৬, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল নং ১-১৮১৮/১৯৭৯, তারিখ ০৩.১২.১৯৭৯। ভবন কমবেশি ৩ কাঠা ৫ ছটাক, মৌজা নং ৪০৭, তালপুকুর রোড, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা -৭০০০৬১। **উক্ত প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী নিতাই চন্দ্র ঘোষ এর জমি, পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : দাগ নং ১৬০৩, দক্ষিণে : শ্রী অমল চক্রবর্তীর সম্পত্তি সমন্বিত। সম্পত্তির মালিক : **সুনীল কুমার চক্রবর্তী।**	ক) ২৮.০৯.২০১৪ খ) **৪১,৮৩,৩৪৭.৫০ টাকা** (একচল্লিশ লাখ তিরাশি হাজার তিনশো সাতচল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা **৩১.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ** গ) ০৭.০৯.২০২৩
২	ক) **শ্রী বিজয় চৌধুরী** ফ্ল্যাট নং এ/১২, আয়ুষ কুঞ্জ ২৮/১৪, বেদিয়া ডাঙ্গা, সেকেন্ড লেন থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৩৯ **আরও :** ১৯, নয়াপল্লী ওপি রোড, ব্যারাকপুর, কলকাতা - ৭০০১২০ খ) **বন্ডেল রোড, গড়িয়াহাট ব্রাঞ্চ**	**সুবিধা : এইচবিএল অ্যাকাউন্ট নং : ২২৫১১০এনসি০০০০০১১৮ প্রাথমিক :** সমপরি মাণ বন্ধক বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ/১২, পরিমাণ আনুমানিক ৮০০ বর্গফুট কমবেশি সুপর বিল্ট আপ এরিয়া সহ জি-৪ তলা ভবনে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৮/১৪,বেদিয়া ডাঙ্গা সেকেন্ড লেন, থানা- কসবা (পূর্বতন টালিগঞ্জ), কলকাতা ৭০০০৩৯, ওয়ার্ড নং ৬৭, বিভিন্ন অংশ সিএস দাগ নং ২৮২, ২৮৩, ৩০৫, ৩৩৯, ১০১৬, ১০১৭, এবং ১০১৮, মৌজা- বন্ডেল, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৭ অধীন, উল্লেখ্য অ্যাসেসি নং ২১০৬৭০৫০০৯৮৬, সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত চৌহদ্দি : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে :২০ ফুট চওড়া বেদিয়া ডাঙ্গা সেকেন্ড লেন, পূর্বে : ২৮/২ বেদিয়া ডাঙ্গা সেকেন্ড লেন, পশ্চিমে : ২৮/১০ বেদিয়া ডাঙ্গা সেকেন্ড লেন। **সম্পত্তির মালিক : শ্রী বিজয় চৌধুরী।**	ক) ২৮.০৯.২০২৩ খ) **৩২,৩৬,০৭১.০০ টাকা** (বত্রিশ লাখ ছত্রিশ হাজার একাত্তর টাকা) টাকা **৩১.১০.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ** গ) ০১.১১.২০২৩
৩	ক) মেসার্স বিশ্বরূপ সাপ্লায়ারস **স্বত্বাধিকারী : বিশ্বরূপ মন্ডল** রেজি. অফিস : ৪/৩কে-১/২৪৬, হো চি মিন সরণি, কলকাতা - ৭০০০৬১ পশ্চিমবঙ্গ **বিশ্বরূপ মন্ডল স্বত্বা : মেসার্স বিশ্বরূপ সাপ্লায়ারস** বসবাসের ঠিকানা : এ-৭৪, লেক গার্ডেন্স, কুসুম ভিলা, কলকাতা - ৭০০০৪৫ পশ্চিমবঙ্গ **বানী মন্ডল (জামিনদাতা)** এ-৭৪, লেক গার্ডেন্স, কুসুম ভিলা, কলকাতা - ৭০০০৪৫ পশ্চিমবঙ্গ খ) **সরশুনা কলেজ**	**সুবিধা : ক্যাশ ক্রেডিট- ১৪৯২২৫০০০০৫৫০, প্রাথমিক :** মজুত সমগ্র চলতি সম্পদ কাঁচা মাল, পণ্য, প্রচ্ছন্ন ঋণগ্রহীতা এবং অন্যান্য চলতি সম্পদ সংস্থার ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান উভয়ত অবস্থিত কাজের স্থান ৪/৩কে, -১/২৪৬, হো চি মিন সরণি, কলকাতা- ৭০০০৬১। সমপরিমাণ জামিন : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের প্লট নং ২৪৬, পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ২.৯৯ কাঠা বা ১৯৯.৮৪ বর্গ মিটার জমি কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭ অধীন, অবস্থিত মৌজা- সরসুনা, জেএল নং ১৭, থানা-বেহালা পরে ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে সরসুনা, এডিএসআর বেহালা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং ৪/৩কে-১/২৪৬, হো চি মিন সরণি, অ্যাসেসি নং ৪১-১০৬-২১৫৮-৬, বোরো নং ১৪, কলকাতা -৭০০০৬১, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ২৪১, দক্ষিণে: এম চওড়া সড়ক, পূর্বে : প্লট নং ২৪৭, পশ্চিমে: প্লট নং ২৪৫। বিক্রয় দলিল নং ১-২২৮২ - ১৯৮৬ সালের, ভল্যুম নং ৫৬, পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৪০, জমির মালিক : **বাণী মন্ডল।**	ক) ৩১.০৩.২০২১ খ) **২২,৩৮,৭১০.৫০ টাকা** (বাইশ লাখ আটত্রিশ হাজার সাতশো দশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা **৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ** গ) ২০.১০.২০২৩
৪	ক) **রাখী রায়** ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থ তল, ৪৮-১, (পোস্টাল পি-৪২) সেনহাটি কো-অপারেটিভ কলোনি থানা - বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪ **শ্রী মিন্টু রায়** ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থ তল, ৪৮-১, (পোস্টাল পি-৪২) সেনহাটি কো-অপারেটিভ কলোনি থানা - বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪ খ) **রায়বাহাদুর রোড ব্রাঞ্চ (ই-ইউবিআই)**	**সুবিধা : গৃহ ঋণ- ০৯৯০৩০০৫০০০৬৪, জামিন (প্রাথমিক) :** সমপরিমাণ বন্ধক একটি বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থ তলে, প্রেমিসেস নং ৪৮-১, ডাক প্রেমিসেস নং পি-৪২, সেনহাটি কো-অপারেটিভ কলোনি, থানা -বেহালা, মৌজা-পাঁজা সাহাপুর, জেএল নং ৯, আরএস নং ১৮০ , সিএস খতিয়ান নং ৪২১/১, আরএস খতিয়ান নং ২০৯/১,দাগ নং ৮৪৮, প্লট নং ৪২, কলকাতা- ৭০০০৩৪। **সম্পত্তির মালিক : শ্রীমতি রাখী রায় এবং শ্রী মিন্টু রায়।**	ক) ০৯.০১.২০২১ খ) **৩২,৫৬,৩৬৭.৬৯ টাকা** (বত্রিশ লাখ ছাপান্ন হাজার তিনশো সাতষট্টি টাকা এবং উনসত্তর পয়সা) টাকা **৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ** গ) ১৮.১০.২০২৩
৫	ক) **শ্রী কৃষ্ণ দে** পিতা প্রাণ কৃষ্ণ দে ১০৪/১, ওলাইচণ্ডী রোড (ফিফথ লেন) দক্ষিণ উদয়পুর, পো. এবং থানা - নিমতা কোল - ৭০০০৪৯ **আরও :** ১২০, ওলাইচণ্ডী রোড (ফিফথ লেন) দক্ষিণ উদয়পুর, পো. এবং থানা - নিমতা কোল - ৭০০০৪৯ **শ্রীমতি রীনা দে** পিতা প্রাণ কৃষ্ণ দে ১০৪/১, ওলাইচণ্ডী রোড (ফিফথ লেন) দক্ষিণ উদয়পুর, পো. এবং থানা - নিমতা কোল - ৭০০০৪৯ **আরও :** ১২০, ওলাইচণ্ডী রোড (ফিফথ লেন) দক্ষিণ উদয়পুর, পো. এবং থানা - নিমতা কোল - ৭০০০৪৯ খ) **কলকাতা আলিপুর চেতলা ব্রাঞ্চ**	**সুবিধা : টিএলপিএইচএল ১৪১২০০এনসি০০০০৩৯৫৫, জামিন : প্রাথমিক :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন জমির পরিমাণ ২(দুই) কাঠা , জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- দম দম বর্তমানে নিমতা, এসআর কাশীপুর দমদম, ওয়ার্ড নং ৫, উত্তর দমদম পুরসভা বর্তমানে ওয়ার্ড নং ২৫ অধীন, নং ৯২ বর্তমানে ১২০ ওলাইচণ্ডী রোড, মৌজা- দক্ষিণ নিমতা, জেএল নং ৮, আরএস নং ১০২, তৌজি নং ১৭৩, খতিয়ান নং ৭৮৯, দাগ নং ৩৬৪৮, কলকাতা - ৭০০০৪৯, সম্পত্তির **মালিক : শ্রী কৃষ্ণ দে। সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : ৪ ফুট চওড়া চলার পথ, দক্ষিণে : ভেন্ডরের জমি এবং ভবন, পূর্বে : শ্রীমতি চারু বালা সোম,পশ্চিমে : ভেন্ডরের জমি এবং ভবন সমন্বিত।	ক) ৩০.০৮.২০২৩ খ) **৬,৪৪,৩৭১.০০ টাকা** (ছয় লাখ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশো একাত্তর টাকা) টাকা **৩১.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ** গ) ২৯.০৯.২০২৩
৬	ক) **শ্রী মুকুল বরাট** নিশিথপুর, বাগমারা, পো. সিজুয়া, জেলা - ধানবাদ, ঝাড়খন্ড, পিন - ৮২৮১২১ **আরও:** ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫ম তল ৩৩৩, নাথপাড়া, ব্রহ্মপুর, থানা - রিজেন্ট পার্ক কলকাতা - ৭০০০৯৬ **শ্রীমতি মোমিতা বরাট (সহ-আবেদনকারী)** নিশিথপুর, বাগমারা পো. সিজুয়া, জেলা - ধানবাদ, ঝাড়খন্ড, পিন - ৮২৮১২১ খ) **কলকাতা টালিগঞ্জ ব্রাঞ্চ**	**সুবিধা : টিএলপিএইচএল -০১০৯৩০০৫০০০৬৩, প্রাথমিক জমিনের বিস্তারিত :** ফ্ল্যাট নং ৪বি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট , ৫ম তলে, হ্যাপি হোম নামে পরিচিতি ভবনে, অবস্থিত দক্ষিণ দিকে জি-৪ তলা বসবাসের ভবন এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ প্রেমিসেস নং ৩৩৩, ওয়ার্ড নং ১১১, মৌজা- ব্রহ্মপুর, বর্তমান খতিয়ান নং ১০৮৮, জেএল নং ৪৮, দাগ নং ১৯৯, থানা- রিজেন্ট পার্ক,নাথ পাড়া ব্রহ্মপুর, কলকাতা -৭০০০৯৬, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ফ্ল্যাটের মালিক : **মুকুল বরাট,** পিতা গোকুল বরাট রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ০১৯৫৫-২০১৫ সালের। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে: সিএমসি রোড, দক্ষিণে : আরএস দাগ নং ১৯৯ এর অবশিষ্ট অংশ, পূর্বে : শ্রীমতি ছায়া অর্ণব এর জমি, পশ্চিমে : শ্রী ওসমানের জমি এবং ভবন সমন্বিত।	ক) ৩০.১২.২০১৫ খ) **৩৬,২৭,৬৭৩.০০ টাকা** (ছত্রিশ লাখ সাতাশ হাজার ছশো তিয়াত্তর টাকা) টাকা **৩১.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ** গ) ২৯.০৯.২০২৩
৭	ক) **শ্রীমতি তন্ময় সেনগুপ্ত স্বত্বা: স্টার মার্চেন্টস** ৫১ডি, কালী চরণ দত্ত রোড, কলকাতা - ৭০০০৬১ **স্টার মার্চেন্টস স্বত্বা: তন্ময় সেনগুপ্ত** ৫১ডি, কালী চরণ দত্ত রোড, কলকাতা - ৭০০০৬১ খ) **ই-ইউবিআই গার্ডেন রিচ (বর্তমানে পিএনবি গার্ডেন রিচ) ব্রাঞ্চ**	**সুবিধা : ক্যাশ ক্রেডিট -০৭১৮২৫০৩০২৫৮৬, প্রাথমিক :** মজুত সমুদয় চলতি সম্পদের কাঁচা মাল, পণ্য, প্রচ্ছন্ন ঋণগ্রহীতা এবং অন্যান্য চলতি সম্পদ সংস্থার ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের উভয়ত অবস্থিত কাজের স্থানে সাইট ৫১ডি, কালীচরণ দত্ত রোড,কলকাতা -৭০০০৬১। **সমপরিমাণ:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, ৪র্থ তলে, উত্তর মুখী সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৩৬ বর্গ ফুট, এক বেড রুম, লিভিং তথা প্রবেশ রুম, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং জি-৩ মল্লিকা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ৫১ডি, কালীচরণ দত্ত রোড, মৌজা- সরকেলাত, থানা- ঠাকুরপুকুর, জেএল নং ১৪, তৌজি নং - ৪১১, আরএস নং ১৮৩, খতিয়ান নং ১০৭, দাগ নং ১০৯ এবং ১১০, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৬, কলকাতা-৭০০০৩৪, সম্পত্তির মালিকের নাম : **শ্রীমতি অনিন্দিতা সেনগুপ্ত,** উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১-০০৩৩৬-২০১০ সালের রেজিস্ট্রিকৃত ১৩.০১.২০১০ তারিখে, জমির প্রেমিসেস যথাযথভাবে চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : ১২ ফুট সাধারণ চলার পথ,দক্ষিণে : সিএস দাগ নং ১০৭ এবং ১১০ এর অংশ,পূর্বে :শ্রী বড়ুয়ার জমি এবং ভবন, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ সমন্বিত। **ফ্ল্যাটের মালিক : শ্রীমতি অনিন্দিতা সেনগুপ্ত।**	ক) ৩০.০৬.২০১৫ খ) **১,০৯,০৮,৭০৬.৫৪ টাকা** (এক কোটি নয় লাখ আট হাজার সাতশো ছয় টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা) টাকা **৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ** গ) ২৬.১০.২০২৩
৮	ক) মেসার্স সুমঙ্গলম **স্বত্বা. শ্রী সৈকত খান** কুলপি রোড, পদ্মপুকুর পো. এবং থানা - বারুইপুর জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা - ৭০০১৪৪ **শ্রী সৈকত খান (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** হোল্ডিং নং ৩৩৫, প্লট নং ১১৫৪, গোলপুকুর রোড, ওয়ার্ড -১০, বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটি, পো. এবং থানা - বারুইপুর জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা - ৭০০১৪৪ খ) **গরিয়া ব্রাঞ্চ**	**সুবিধা :** ওভারড্রাফট :০১৪৩২৫০০১১৬৯৯, **জামিন :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি দোতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত বাস্তু জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪ কাঠা ৪ ছটাক ৪ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা-বারুইপুর, জেএল নং ৩১, আরএস ৭১, তৌজি নং ২৫০, আরএস দাগ নং ৮২৪, ৮২৬, এলআর দাগ নং ১১৫৪, আরএস খতিয়ান নং ৭৯০৯, এলআর খতিয়ান নং ৪৮৬৬, হোল্ডিং নং ৩৩৫, গোলপুকুর রোড,ওয়ার্ডনং ১০-বারুইপুর পুরসভা অধীন, থানা-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১৪৪, বাংলা বিক্রয় দলিল নং ১-৬১৯৭-১৯৮১ সালের, যথধাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রার বারুইপুর,নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৭৯, পৃষ্ঠা ২১৬ থেকে ২১৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তির মালিক : **শ্রী সামসুদ্দিন খান। সম্পত্তি যথাযথভাবে চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৩ তলা ভবন, দক্ষিণে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।	ক) ৩০.০৬.২০১৬ খ) **৪৫,০৮,৩১৭.০০ টাকা** (পঁয়তাল্লিশ লাখ আট হাজার তিনশো সতের টাকা) টাকা **৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ** গ) ১৭.১০.২০২৩
৯	ক) **শঙ্কর পাল শেলি পাল উভয়ের ঠিকানা :** ১৬৮/১০/১, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৫ **আরও:** ১৬৯/১০/১, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৫ **আরও :** ২৬৯, বিদ্যা সাগর সরণি, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৮ খ) **বেহালা চৌরাস্তা ব্রাঞ্চ**	**সুবিধা : টার্ম লোন : ০৮৮৫৩০০০০৬২৬৩, জামিন (প্রাথমিক) :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট দ্বিতীয় তলে পশ্চিম দিকে , পরিমাণ ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ কমবেশি প্রেমিসেস নং ২৬৯, বিদ্যা সাগর সরণি,থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা -৭০০০০৮,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত নতুন ভবন অবস্থিত মৌজা -পূর্ব বড়িশা,জেএল নং ২৩, থানা - ঠাকুরপুকুর, আরএস দাগ নং ২৮০২, আরএস খতিয়ান নং ৩০৬৪, বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন হোল্ডিং নং ৬৯, ওয়ার্ড নং ১২৩, বিদ্যা সাগর, কলকাতা - ৭০০০০৮, সাব রেজিস্ট্রি অফিস এডিএসআর -বেহালা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ,দক্ষিণে : কেএমসি হাই ড্রেন, পূর্বে : কেএমসি সড়ক,পশ্চিমে : সত্যনারায়ণ/মন্ডল এর ভবন, **সম্পত্তির মালিক : শঙ্কর পাল।**	ক) ৩০.০৯.২০১১ খ) **৪,৮২,০৪৪.০০ টাকা** (চার লাখ বিরাশি হাজার চুয়াল্লিশ টাকা) টাকা **০১.০৯.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ** গ) ০৪.০৯.২০২৩
১০	ক) মেসার্স গোল্ডেন ট্রান্সফরমার **স্বত্বা. পরিমল সেন** প্রযত্নে সুশান্ত মহান্ত ৮ নং বলাকা (এম.জি. রোড), থানা - হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১০৪ **আরও :** ২৯, ভুবন মোহন রায় রোড, কলকাতা -৭০০০০৮ **শ্রী প্রশান্ত দাস,** পিতা প্রয়াত জ্যোতি দাস আর/২১০/৬, কটন মিল লেন থানা - মেটিয়াবুরুজ, কলকাতা - ৭০০০৪৪ **শ্রীমতি মনিকা দাস** স্বামী প্রয়াত জয়ন্ত দাস **শ্রী ত্রিনয় দাস,** পিতা প্রয়াত জয়ন্ত দাস **শ্রী বিনয় দাস,** পিতা প্রয়াত জয়ন্ত দাস **সকলের ঠিকানা :** জিত-২১৩/এ/৩৬/১-৩ গোরাগাছা বাসুদেবপুর রোড, থানা - মহেশতলা, কলকাতা -৭০০১৪১ খ) **বরিশা ব্রাঞ্চ (ই-ওবিসি সখেরবাজার ব্রাঞ্চ)**	**সুবিধা : নগদ ক্রেডিট - ০৯৯০৩০০৫০০০৬৪৪ এফআইটিএল -০৯৩৮৭০১১০০০৭৭১ প্রাথমিক -** কাঁচামাল, সমস্ত পণ্য, বিভিন্ন দেনাদার এবং ফার্মের বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয় প্রকারের বর্তমান সম্পদ সহ সমগ্র বর্তমান সম্পদের মজুত কর্মস্থল ২৯ ভুবন মোহন রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০৮-এ অবস্থিত। **সমপরিমাণ -** প্রায় ২ কাঠা ৪ ছটাক পরিমাপের সম্পত্তির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল মৌজার অধীন জেএল নং ৩, আরএস নং ৮০, দাগ নং ৭৬০, খতিয়ান নং ২৩৭, মৌজা - পারুই, থানা - মহেশতলা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা তদস্থিত একতলা ভবন। কলকাতার মহেশতলা পৌরসভার অধীনে পৌরসভার ওয়ার্ড নং ১৪ এর সীমার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং জিত/২১৩/এ/৩৬/১-৩। **প্রয়াত জয়ন্ত কুমার দাস** (আইনি উত্তরাধিকারী মনিকা দাস, ত্রিনয় দাস এবং বিনয় দাস) এবং প্রশান্ত কুমার দাসের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে - ধ্রুব সরদারের সম্পত্তি এবং দাগ নং ৭৬০, দক্ষিণে - বিনয় চক্রবর্তী এবং দাগ নং ৭৬০ এর সম্পত্তি, পূর্বে দাগ নং - ৭৬৮, পশ্চিমে - সুখ রঞ্জন ইন্দুর সম্পত্তি এবং দাগ নং ৭৬০ সমন্বিত।	ক) ২৯.১২.২০১৯ খ) **৬০,৪৭,৫৬০.৯০ টাকা** (ষাট লাখ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো ষাট টাকা এবং নব্বই পয়সা) টাকা **৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ** গ) ২৭.১০.২০২৩

উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের ২০০২ সালের সারফেসি আইন অনুসারে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপ টু ডেট সুদের সাথে সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে আরও জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারা অধীনে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় (ব্যবসার সাধারণ কোর্স ব্যতীত) উপরে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত স্থানান্তর করতে পারবে না। তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে এই বিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা/নিয়ন্ত্রণের যে কোন লঙ্ঘন, উল্লিখিত আইনের অধীনে দেওয়া একটি অপরাধ। যদি কোন কারণে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি ব্যবসার সাধারণ কোর্সে বিক্রি বা লিজ আউট করা হয়, বিক্রয়ের আয় বা আদায়কৃত আয় ব্যাঙ্কের কাছে জমা / প্রেরণ করা হবে। তারা এই ধরনের আদায়/আয়ের সঠিক হিসাব দিতে দায়বদ্ধ থাকবে।

তারিখ : ১৯.১১.২০২৩, স্থান : কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**

উত্তরকাশীর শ্রমিকদের উদ্ধারকাজে দেরি হওয়া নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ

দেরাদুন, ১৮ নভেম্বর: উদ্ধারকাজে কেন দেরি হচ্ছে, ঘটনার পর ছ'দিন কেটে গেলেও কেন আটকে থাকা শ্রমিকদের কেন উদ্ধার করা গেল না, এ রকম একাধিক প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ দেখালেন ওই শ্রমিকদের সহকর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, নির্মাণকারী সংস্থা শুধু উদ্ধারের নানা রকম পন্থা নিয়েই ব্যস্ত। উদ্ধারকাজের জন্য ঠিক মতো চেষ্টাই করা হচ্ছে না।

এদিকে, উত্তরকাশীর উদ্ধারকাজে ফের বিপত্তি। ড্রিল মেশিনের উপর ভেঙে পড়ল পাহাড়ের একাংশ। যার ফলে আপাতত থমকে উদ্ধারকাজ। গত রবিবার থেকে ধসের নীচে আটকে রয়েছেন ৪০ জন শ্রমিক। জানা গিয়েছে, উদ্ধারকাজে ব্যবহৃত অগার মেশিনের উপরে ধসে পড়েছে পাহাড়ের একটি অংশ। অন্যদিকে, ক্রমাগত ড্রিলিংয়ের কারণে অগার মেশিনেও কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছে। উদ্ধারকারী দলের তরফে জানানো হয়েছে, দিল্লি থেকে আনানো অগার মেশিনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ার পরই ২৫ টনের আরও একটি একই ধরনের মেশিন ইন্দোর থেকে দেরাদুনে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

উত্তরকাশীর সিল্কিয়ারা সুড়ঙ্গ নির্মাণের জন্য দেশের নানা প্রান্ত থেকে পরিযায়ী শ্রমিকেরা এসেছেন। বিহার থেকে আসা এক শ্রমিক ইন্ডিয়া টুডে টিভিকে বলেছেন, 'ওরা শুধু পরীক্ষা নিরীক্ষাই করে যাচ্ছে। শ্রমিকদের উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে না। আমাদের সঙ্গেও কোনও কথা বলতে চাইছে না নির্মাণকারী সংস্থা।' শ্রমিকদের অভিযোগ, নির্মাণকারী সংস্থা এবং সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার এই ঘটনার জন্য দায়ী। ১৫০ ঘণ্টারও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও উদ্ধার করা যায়নি আটকে থাকা ৪০ শ্রমিককে।

তাঁদের উদ্ধারের জন্য আমেরিকা থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি, বিশেষ উদ্ধারকারী দল আনা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও কেন উদ্ধার করা যাচ্ছে না, তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত অন্য শ্রমিকদের মধ্যে। যদিও শনিবার বিকল্প পথে সুড়ঙ্গের উপরিভাগ খুঁড়ে শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনোর কাজ শুরু হয়েছে। যোগাযোগ করা হয়েছে সুড়ঙ্গ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আরনল্ড ডিক্সের সঙ্গে। তিনি ইতিমধ্যেই ভারতের পথে পাড়ি দিয়েছেন। এক সংবাদমাধ্যমকে সুড়ঙ্গ বিশেষজ্ঞ বলেন, 'ভারতে যাচ্ছি। ৪০ জনকে উদ্ধার করতেই হবে। উত্তরকাশীতে থাকা আমার দলের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছে। কী ভাবে নিরাপদে শ্রমিকদের বার করে নিয়ে আসা যায় তা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে।'

দক্ষিণ গাজায় ইজরায়েলি বিমান হানায় মৃত অন্তত ৩২

তেল আভিভ, ১৮ নভেম্বর: উত্তর গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পর এবার দক্ষিণ গাজায় আঘাত হানল ইজরায়েল। সেখানে হামাস জঙ্গিদের নিকেশ করতে বোমা ফেলল ইজরায়েলি ফৌজ। প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৩২ জন। জানিয়েছেন দক্ষিণ গাজার এক স্বাস্থ্য আধিকারিক। যার মধ্যে রয়েছে শিশুরাও। আহত বহু। ফলে আরব-ইহুদি সংঘাত এবার আরও ভয়ানক রূপ নিচ্ছে।

রয়টার্স সূত্রে খবর, শনিবার দক্ষিণ গাজার বৃহত্তম শহর খান ইউনিসের বসতি এলাকায় আক্রমণ করে ইজরায়েলের বিমানবাহিনী। এই হামলায় হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও অনেকে আটকে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবারই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর এক সহযোগী মার্ক রেগেভ সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, 'আমরা বাসিন্দাদের এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা বলেছি। আমরা জানি এটা সকলের জন্য সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষদের এই সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখতে চাই না।'

গত বুধবার ইজরায়েলের পক্ষ থেকে দক্ষিণ গাজার সবচেয়ে বড় শহর খান ইউনিসের পূর্ব দিকে বনি শুহাইলা, খুজা, আবাসান এবং আল কারা অঞ্চলে লিফলেট ফেলা হয়। সেখানকার বাসিন্দাদের অবিলম্বে এলাকা ছেড়ে দেওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল। লিফলেটে বলা হয়েছিল, 'জঙ্গি সংগঠনগুলোর ব্যবহার করা সব বাড়িগুলোকে নিশানা করা হবে। আইডিএফ আপনাদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে। আপনারা শীঘ্রই এলাকা খালি করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।'

উল্লেখ্য, দক্ষিণ গাজার খান ইউনুস শহর এবং আশপাশের এলাকায় রয়েছে একাধিক বড় শরণার্থী শিবির। গাজায় ইজরায়েলের হামলা চালানোর পর থেকে প্যালেস্তিনীয়দের মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১১ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে। এবার ইহুদি দেশটির কোপ পড়ল এখানেও। ফলে এই মৃত্যুমিছিল আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছে কূটনৈতিক মহল।

ইজরায়েলি সেনার দখলে গাজার আল-শিফা হাসপাতাল

তেল আভিভ, ১৮ নভেম্বর: হামাস জঙ্গিদের খোঁজে গাজার আল-শিফা হাসপাতালে ইজরায়েলির সেনার অভিযানের পর থেকে সেখানে রোগীমৃত্যুর সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। এই হাসপাতালটিই এখন লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। হামাসের খোঁজে হাসপাতালের কোণে কোণে তল্লাশি চালাচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। প্যালেস্তাইনের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি, ইজরায়েলি সেনার এই অভিযানে হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়েছে।

মন্ত্রকের দাবি, হামাসের খোঁজে হাসপাতালটিকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অক্সিজেন এবং জ্বালানির সঙ্কটে চিকিৎসা পরিষেবা থমকে গিয়েছে। ফলে বিনা চিকিৎসায় বহু রোগীর মৃত্যু হচ্ছে। চিকিৎসার প্রাথমিক পরিষেবা থমকে যাওয়ায় তিন সদ্যোজাত-সহ ২৪ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। মন্ত্রকের এক মুখপাত্র আশরাফ আল-কাদরা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'হাসপাতালে বিদ্যুৎ নেই। চিকিৎসা পরিষেবা থমকে গিয়েছে। গত ৪৮ ঘণ্টায় ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে চিকিৎসার অভাবে।'

টানা তিন দিন ধরে হাসপাতালে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। তাদের দাবি, এই হাসপাতালটিকেই 'কমান্ড সেন্টার' হিসাবে ব্যবহার করছে হামাস। দেহও উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি ইজরায়েলের।

লড়াই শুরুর কয়েক দিন পর গত ১৭ অক্টোবর গাজা শহরের আল-আহলি হাসপাতালে বিমান হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। যে হামলায় ৫০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল বলে দাবি করেছিল প্যালেস্তাইনের স্বাস্থ্য মন্ত্রক। এ বার গাজার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল আল-শিফায়

মৃত্যু ২৪ রোগীর

ইজরায়েলি সেনার তরফে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। হাসপাতালের নীচে থাকা একটি সুড়ঙ্গের সেই ভিডিও প্রকাশ করে তারা দাবি করেছে, এখান থেকেই হামলা চালাচ্ছে হামাস। শুধু তাই-ই নয়, ওই সুড়ঙ্গ থেকে এক পণবন্দির ঢুকে হামাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ইজরায়েলি সেনা। আর এই সামরিক অভিযানের জেরে হাসপাতালের পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে বলে দাবি প্যালেস্তাইনের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের। ন্যূনতম চিকিৎসা পরিষেবার অভাবে মৃত্যু হচ্ছে বহু রোগীর।

রাজধানীর বাতাসের গুণগত মান 'গুরুতর' থেকে কমে খুব খারাপ'

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর: এয়ার কোয়ালিটি বা বাতাসের গুণমান এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে রাজধানীর বাতাসে কার্যত নিঃশ্বাস নেওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছিল। তারই মধ্যে আরও অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল দীপাবলি। বাজির প্রাবল্যে মান নেমেছিল তলানিতে। বিশ্বের সবথেকে বেশি দূষিত শহরের তালিকায় একেবারে শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি। অবশেষে সেই অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বাতাসের গুণমান ৪৬১ থেকে কমে হয়েছে ৩৯৮। শুক্রবারের পর শনিবার এইটুকুই উন্নতি হয়েছে। বাতাসের গুণমান এতদিন যা ছিল তাকে গুরুতর বা 'সিভিয়ার' বলে চিহ্নিত করা হত, তার থেকে উন্নতি হয়ে যেখানে এসেছে, তাকে 'খুব খারাপ' বলে উল্লেখ করা হয়।

সংবাদসংস্থা এএনআই-কে এক পথচারী জানিয়েছেন, নিঃশ্বাস নিতে এখনও বেশ কষ্টই হচ্ছে তাঁদের। বিশেষত বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে কষ্টটা আরও বেশি। শ্বাসকষ্টের সমস্যা এখনও বাড়ছে। এছাড়াও শরীর ও স্বাস্থ্যের আরও অনেক ক্ষতি হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে।

শুক্রবার দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। তবে শুধু দিল্লি নয়, গোটা উত্তর ভারতেই একই অবস্থা। সর্বত্রই দূষণের ছবি সামনে আসছে। সেই তালিকায় রয়েছে রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা। বৃহস্পতিবার ৬ সদস্যের টাস্ক ফোর্স তৈরি করা হয়েছে।

প্রয়াত আরবিআই-এর প্রাক্তন গভর্নর

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর: প্রয়াত রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন গভর্নর এস ভেঙ্কিটারমণন। বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ রোগভোগের পর শনিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ভেঙ্কিটারমণন। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অষ্টাদশ গভর্নর ছিলেন তিনি। এছাড়াও কাজ করেন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের সচিবের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদেও।

১৯৯০ থেকে ১৯৯২, এই দু'বছর আরবিআইয়ের গভর্নর পদে ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয় এই অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ। বলা বাহুল্য, ভারতীয় অর্থনীতির জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জের সময়। সবে মাত্র তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে গোটা বিশ্বের জন্য উদার অর্থনীতির দরজা খুলেছে ভারত। দেশে ঢুকছে একের পর এক বিদেশি সংস্থা। চোখের সামনে পালটে যাচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতির সংজ্ঞা।

অন্যদিকে, বাবরি মসজিদ এবং পরবর্তী দাঙ্গায় উত্তাল গোটা দেশ। তার প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতেও। উল্লেখ্য, আরবিআইয়ের গভর্নর হওয়ার আগে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের সচিব হিসেবে ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৯ অবধি সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেন এস ভেঙ্কিটারমণন। তাঁর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন দেশের অর্থনীতিবিদরা। এক বিবৃতিতে আরবিআই জানিয়েছে, 'অন্যতম কঠিন আর্থিক পরিস্থিতিতে সাফল্যের সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন ভেঙ্কিটারমণন।' অনেকেই মনে করেন আরবিআইয়ের সেরা গভর্নর তিনি।

নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রীর বাবাকেও আক্রমণ খাড়গের

হায়দরাবাদ, ১৮ নভেম্বর: নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তাপ চড়ছে প্রচারের। দিন কয়েক বাদেই তেলঙ্গানায় বিধানসভা নির্বাচন। তেলঙ্গানায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র বাবাকে আক্রমণ করলেন তিনি।

শুক্রবার, ১৭ নভেম্বর তেলঙ্গানায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সেখানেই প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আক্রমণ করে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী স্বভাবগতভাবে মিথ্যাবাদী, কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি তিনি'। এরপরই তিনি প্রধানমন্ত্রীর বাবাকেও আক্রমণ করেন। তাঁকেও মিথ্যাবাদী বলেন।

খাড়গে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে সকলের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে পাঠানো হবে। কারোর অ্যাকাউন্টে সেই টাকা এসেছে? তাহলে কে মিথ্যাবাদী হল, কংগ্রেস নাকি মোদি? কৃষকদেরও প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাদের উপার্জন দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আপনারাই বলুন উপার্জন কি দ্বিগুণ হয়েছে? শুধু প্রধানমন্ত্রীই নন, প্রধানমন্ত্রীর বাবাও মিথ্যাবাদী। উনিও বলেন আমি এই করেছি, ওই করেছি।' প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওকেও প্রতিশ্রুতি পূরণ না করা নিয়ে আক্রমণ করেন। তিনি দাবি করেন, নেতাদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাবের কারণে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁরা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারছেন না।

শপথ নিয়েই ভারতকে সেনা সরানোর বার্তা মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের

মালে, ১৮ নভেম্বর: সরকারিভাবে ভারতকে সেনা সরানোর অনুরোধ করলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজু। শুক্রবার প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নিয়েছেন তিনি। তার পরেই ভারতকে সরকারিভাবে সেনা সরানোর কথা বললেন মালদ্বীপের 'চিনপন্থী' প্রেসিডেন্ট। যদিও এই প্রসঙ্গে ভারতের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি এখনও। উল্লেখ্য, নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন এই নেতা সাফ জানিয়ে দেন, মালদ্বীপে ভারতীয় সেনা থাকলে দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

শুক্রবার প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিয়েছেন মুইজু। সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ভূবিজ্ঞানমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথাও বলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট। সেই সময়েই সরকারিভাবে সেনা সরানোর অনুরোধ করেন মুইজু। প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে বিবৃতি প্রকাশ করে বলা হয়, মালদ্বীপের সরকার সরকারিভাবে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে যেন সেদেশ থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত মাসের শুরুতে নির্বাচনে জিতে প্রেসিডেন্টের কুরসিতে বসেছিলেন মুইজু। তবে প্রথম দিনই জানিয়েছিলেন, 'আইন মেনে মালদ্বীপ থেকে সমস্ত বিদেশি সেনা সরিয়ে দেওয়া হবে। সামরিক বাহিনীগুলি চায় না তাদের ফেরত পাঠানো হোক। কিন্তু মালদ্বীপের জনগণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে।' তার পরে সরাসরি ভারতের নাম করেই মুইজ্জু বলেন, 'আমাদের দেশে ভারতের সেনাবাহিনী রয়েছে। কিন্তু তাদের ফিরে যেতে হবে।'

'মিধিলি'র দাপটে বাংলাদেশে মৃত ৮

ব্যাপক ক্ষতি ফসলের

ঢাকা, ১৮ নভেম্বর: বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় 'মিধিলি' গতিপথ বদলে আছড়ে পড়েছে বাংলাদেশে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে সেদেশের উপকূলবর্তী বিভিন্ন জেলায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু কাঁচা ঘরবাড়ি। ঝড়ের কবলে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ফসলেরও।

জানা গিয়েছে, ভারী বৃষ্টির জেরে বাংলাদেশের কক্সবাজারে মাটির দেওয়াল ধসে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৪ জনের। এছাড়াও চট্টগ্রামের সন্দীপে ঝড়ের সময় গাছের ডাল ভেঙে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। ওই জেলারই মিরসরাইয়ে গাছের ডাল পড়ে মারা গিয়েছে এক শিশু। টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলায় গাছের ডাল ভেঙে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। দক্ষিণের জেলা শরীয়তপুরেও একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

মিধিলির তাণ্ডবে সেদেশের উপকূলবর্তী বিভিন্ন জেলায় হাজারের বেশি কাঁচা ঘরবাড়ির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি টানা বৃষ্টির কারণে উঠতি আমন ফসলও ক্ষতির মুখে পড়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি দপ্তর। শুক্রবার যেসব জায়গার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছে তার মধ্যে বেশ কিছু এলাকায় বড় বড় গাছ ভেঙে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রেললাইনে গাছ উপড়ে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম-নোয়াখালী-সিলেট তথা পূর্বাঞ্চলের ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল প্রায় ঘণ্টা দুয়েক। খারাপ আবহাওয়ার কারণে উপকূলীয় অনেক জায়গা দুপুরের পর থেকে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মিধিলিকে ঘূর্ণিঝড় হিসাবে ঘোষণা করার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ দুপুর ১২টায় বাংলাদেশের উপকূল স্পর্শ করে এটি। বরিশাল-খুলনা থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম পর্যন্ত উপকূলজুড়ে শুরু হয় ঝোড়ো হাওয়া। এই ঘূর্ণিঝড়ের জেরে আট ঘণ্টা ধরে সারা দেশে বৃষ্টি হয়েছে ও ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গিয়েছে। এই ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে ১৪ বছর আগে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় 'আয়লা'র মিল খুঁজে পেয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে গাছের সঙ্গে গাড়ির ধাক্কায় মৃত ৫

রাঁচি, ১৮ নভেম্বর: শনিবার ভোরে মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনার সাক্ষী হল ঝাড়খণ্ড। গিরিডিতে গাছে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল ৫ জনের। আহত আরও ৫ জন। গাড়িটি বিয়েবাড়ি থেকে ফিরছিল বলে জানা গিয়েছে।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, গিরিডির টিকোদির এক বিয়েবাড়ি থেকে ফিরছিল স্করপিও গাড়িটি। ভোর ৩টে নাগাদ বাঘমারা গ্রামে গাড়িটি গিয়ে ধাক্কা মারে গাছে। গাড়িটির গতি খুব বেশি থাকায় তা একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যায়।

অত সকালেই ঘটনাস্থলে দ্রুত হাজির হন স্থানীয় বাসিন্দারা। গাড়ির ভিতরে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়। কিন্তু দেখা যায়, পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে ঘটনাস্থলেই। আহতদের ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। গিরিডির এসডিপিও অনিল সিং জানিয়েছেন, খোঁজ মেলেনি গাড়ির চালকের। তবে তিনি পলাতক বলেই সন্দেহ করা হচ্ছে। দেহগুলি ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Notice Inviting e-Tender

NIT No.- Chakdignagar-14/2023-24 dated 17.11.2023 (Sl. No. 1) SBM & 15th FC Tied Fund. Memo No. 536/Chak dated **17.11.2023**. Information to bidders: Date of NIT Publishing: **17.11.2023 at 5 pm.** Date of Document Download: **17.11.2023 at 5 pm.** Last Date of Submission of Bid: **25.11.2023 upto 2 pm.** Date of Opening Technical Bid: **28.11.2023 on or after 1 p.m.** Date of Opening Financial Bid: Will be declared after evaluation of Technical Bids. For details you are asked to communicate with Chakdignagar Gram Panchayat Office during office hours.

**Sd/- Krishna Das, Prodhan
Chakdignagar Gram Panchayat,
Kalirhat, Nadia**

DHARMAPUKURIA GRAM PANCHAYAT
VILL – MONIGRAM, P.O – DHARMAPUKURIA, P.S – BONGAON, DIST – NORTH 24 PARGANAS

Notice Inviting Tender under Dharmapukuria Gram Panchayat

The Prodhan, Dharmapukuria Gram Panchayat under Bongaon Development Block Inviting **Online Tender (E/Tender) DPUK/307/2023 dt.17/11/2023, 15th FC Untied Fund and DPUK/308/2023 dt.17/11/2023** 15th FC Tied Fund (for efficient bidders for details visit Website- **www.wbtenders.gov.in.**

**S/D
Prodhan,
Dharmapukuria
Gram Panchayat**

**DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700 028**

"DUM DUM MUNICIPALITY has published one tenders in the Govt website: "wbtenders.gov.in." related to Repair and Renovation of Existing Musical Fountain at Dhopa Pukur along with 5 Years Comprehensive Operation & Maintenance of Theme Based Musical Fountain installed under Dum Dum Municipality vide memo no 905/DDM/GEN/23-24 Dtd 18.11.2023, Last Date for Dropping Bids - 04.12.2023, bid opening dates-06.12.2023.

**Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality**

EKDIN VOL. 19, ISSUE NO. 157, KOLKATA, SUNDAY, 19 NOVEMBER 2023, PAGE 8
কলকাতা ১৯ নভেম্বর ২০২৩

রোহিত শর্মা জানেন অস্ট্রেলিয়া খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিগ পর্বে ৯ ম্যাচ, সেমিফাইনালসহ মোট ১০ ম্যাচ জিতে অপরাজিত থেকে ফাইনালে উঠেছে ভারত। বিপরীতে অস্ট্রেলিয়ার শুরুটা হয়েছিল টানা দুই হারে, লিগ পর্বে তৃতীয় হয়ে তবেই জায়গা হয়েছিল সেমিফাইনালে।

বিশ্বকাপজুড়ে দাপুটে ক্রিকেটের তুলনা টানলে অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে বড় ব্যবধানেই এগিয়ে ভারত। আজ আহমেদাবাদে ফাইনাল নিয়ে আয়োজিত রোহিত শর্মার সংবাদ সম্মেলনে তাই এক সাংবাদিক বলেই বসলেন, এই অস্ট্রেলিয়াকে তো দাপুটে দল মনে হচ্ছে না। তবে ভারত অধিনায়ক জানালেন, প্যাট কামিন্সদের তিনি এভাবে দেখছেন না। অস্ট্রেলিয়া কী করতে পারে, সেই ধারণা তাঁর আছে।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ২০ বছর পর। ২০০৩ সালে তারকায় ঠাসা রিকি পন্টিংয়ের অস্ট্রেলিয়া দল ছিল ‘অজেয়’, ভাবা হতো, কোনো দলই তাদের হারাতে পারবে না। রোহিতের কাছে সংবাদকর্মীরা জানতে চান, এবার ভারতের দলটাকে সেই অস্ট্রেলিয়ার মতো মনে হচ্ছে কি না, এমনকি সেটা চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও?

রোহিত সোজাসুজিই বিষয়টি নাকচ করে দেন। ‘অজেয়’ থাকার চেয়ে ম্যাচের দিন মাঠে নেমে ভালো খেলাই বড় বিষয় বলে মন্তব্য তাঁর, ‘মাঠে নেমে ভালো ক্রিকেট খেলতে হয়। তাই গত ১০ ম্যাচে যা করেছি, সেসব নিয়ে ভাবছি না। হ্যাঁ, আত্মবিশ্বাসের জন্য তা গুরুত্বপূর্ণ। তবু আগামীকাল কোনো ভুল করলে গত ১০ ম্যাচে যা করেছি, সব জলে যাবে। তাই ভবিষ্যৎ নিয়ে না ভেবে শান্ত থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ।’

সংবাদ সম্মেলনে রোহিতকে দ্বিতীয় প্রশ্নটি করা হয় অস্ট্রেলিয়া নিয়ে। প্যাট কামিন্সের দলকে প্রভাবজাগানিয়া মনে না হলেও তাঁরা পাঁচবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন;এই ব্যাপারটি আলাদা চাপ তৈরি করেছে কি না? রোহিতের উত্তর, ‘দলটা প্রভাবজাগানিয়া নয়, এই কথার সঙ্গে আমি একমত নই। তারা নিজেদের সর্বশেষ ৮ ম্যাচের সব কটিই জিতেছে। আর ভালোও খেলেছে। তাই (ফাইনালে) প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা দারুণ হবে। দুই দলই ফাইনালে ওঠার যোগ্য এবং আমরা জানি অস্ট্রেলিয়া কী করতে পারে।’

ভারত সর্বশেষ বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছে ২০১১ সালে, এম এস ধোনির নেতৃত্বে সেটা জিতেছেও। তবে রোহিত সেই দলে জায়গা পাননি। এখন এক যুগ পর সেই রোহিতই ভারতকে নেতৃত্ব দিয়ে তুলে এনেছেন আরেকটি ফাইনালে। এ অনুভূতি কেমন, দীর্ঘ এই ১২ বছরের অভিযাত্রাই,বা কেমন ছিল?

নতুন বলকে পিটিয়ে ছাল ছাড়া করতে রোহিত যতটা নির্মম, ২০১১ সালের সেই প্রেক্ষাপট নিয়ে ঠিক ততটাই যেন নরম! কথাতেই বোঝা গেল, এক যুগ আগের ঘা এখনো শুকায়নি, ‘আমি অতীতে ফেরত যেতে চাই না। সময়টা খুবই আবেগময় ছিল। আমি নিশ্চিত, সবাই সে সম্পর্কে জানেও। খুব কঠিন সময়।’ এটুকু বলে রোহিত যেন বোঝাতে চাইলেন, ফাইনালের এই আনন্দলগ্নে কেন খামাখা হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানোর অভিলাষ?

কিন্তু বিশ্বকাপ ফাইনাল বলেই রোহিত না চাইলেও এ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতেই হতো। সেটুকু বলার পর ভারত অধিনায়ক ফিরলেন বর্তমানে, ‘এখন নিজেকে সুখী লাগছে। এমন একটা মঞ্চ পর্যন্ত এসেছি, যেখানে আমার নেতৃত্বে দল ফাইনাল খেলবে। এমন কিছু হবে, তা কখনো ভাবিনি। তবে মনেপ্রাণে চাইলে ইচ্ছা পূরণ হয়, বড় স্বপ্নও দেখতে হয়।’

কোহলি, রোহিতকে নিয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই অস্ট্রেলিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি;বিশ্বকাপে দুজনেই নামের প্রতি সুবিচার করেছেন। ৭১১ রান নিয়ে কোহলি এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। আর রোহিত করেছেন ৫৫০ রান। ভারতের অধিনায়ক এই রান করেছেন ১২৪.১৫ স্ট্রাইক রেটে।

এবারের টুর্নামেন্টে শুরুতে ঝড় তুলে প্রতিপক্ষকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেওয়ার কাজটা করেন রোহিত। আর রোহিতের গড়ে দেওয়া মঞ্চে বড় ইনিংস খেলেন কোহলি। এভাবেই বড় সংগ্রহ পায় ভারত। ফাইনালেও হয়তো এমনটাই পরিকল্পনা থাকবে তাদের। এই দুজনকে থামাতে অস্ট্রেলিয়ার পরিকল্পনা কী?

ফাইনালের আগে সংবাদ সম্মেলনে অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স জানিয়েছেন, কোহলি ও রোহিতকে নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা নেই তাঁদের।

এবারের বিশ্বকাপে রোহিত পাওয়ারপ্লেতে ব্যাট করছেন ১৩৩.০৮ স্ট্রাইক রেটে। প্রথম ১০ ওভারেই ছক্কা মেরেছেন ২১টি। দ্রুতগতিতে রান তুলতে গিয়েই অনেক সময় বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। তবে রোহিতের গড়া মঞ্চে এসে ঠিকই পারফর্ম করেছেন কোহলি।

বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত খেলা ১০ ইনিংসে আটবারই পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। শতক তিনটি। গড়েছেন এক বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রান করার রেকর্ড। সংবাদ সম্মেলনে কামিন্সের কাছে এ দুজনকে আটকানোর বিশেষ পরিকল্পনা জানতে চাওয়া হয়েছিল। সেই প্রশ্নের উত্তরে কামিন্স বলেছেন, ‘আমাদের কিছু চিন্তাভাবনা আছে। দুজনেই অসাধারণ ক্রিকেটার। কিছু পরিকল্পনা থাকবে, তবে নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা নেই।’

চলতি বিশ্বকাপে ভারতকে ফাইনালে তোলার পেছনে বড় অবদান রেখেছেন মোহাম্মদ শামিও। মাত্র ৬ ইনিংসে নিয়েছেন ২৩ উইকেট। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি তিনি। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কামিন্স মানছেন, শামি বড় বিষয় হতে পারেন ফাইনালে।

কোন বোলার কিংবা কোন ব্যাটসম্যান ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার চ্যালেঞ্জ হতে পারে;এই প্রশ্নে কামিন্স বলেছেন, ‘ভারত সব বিভাগেই ভালো দল। তবে একজন, যে কি না প্রথম থেকে টুর্নামেন্ট খেলেনি, কিন্তু দুর্দান্ত কিছু করেছে। সে হচ্ছে মোহাম্মদ শামি। ডানহাতি ও বাঁহাতি, সবার বিপক্ষেই সে দুর্দান্ত। ফাইনালে সে বড় বিষয়। কিন্তু তাদের বিপক্ষে আমরা অনেক খেলেছি। তাই আমাদের ব্যাটসম্যানরাও সেই সব মুহূর্ত ভাবতে পারবে, যখন তারা এই সব বোলারদের বিপক্ষে দাপট দেখিয়েছে, ভালো কিছু করেছে।’

রায়নার চোখে ফাইনালে ভারত অনেক এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল। রোহিত শর্মার ভারত চলতি বিশ্বকাপের সেরা দল, অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ ইতিহাসেরই সেরা। লড়াইটা হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। ভারত যতই এই আসরে ধারাবাহিক হোক না কেন, ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো বেশ কঠিনই।

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার সুরেশ রায়না অবশ্য বলছেন, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ফাইনালে ভারত অনেক এগিয়ে। ভারতের হয়ে ২০১১ বিশ্বকাপ জেতা এই ক্রিকেটার কেন রোহিত শর্মার দলকে এগিয়ে রাখছেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। কোহলি-রোহিতদের দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর টোটকাও।

২০১১ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে ২৮ বলে ৩৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিলেন রায়না। দলকে তুলেছিলেন সেমিফাইনালে। ভারতের একটি সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে রায়না বলেছেন, ‘আমার মতে, ভারত অনেক এগিয়ে।

ব্যাটিং বিভাগের দিকে যদি তাকাই, প্রায় সব ব্যাটসম্যানরেই শতক আছে। খেলোয়াড়েরা ৪০০, ৫০০ করে রান করেছে। বিরাটের (কোহলি) তো ৭০০ রানের বেশি আছে, বোলাররা আছে ছন্দে। মনে হয় সূর্যকুমার এই ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এই ধরনের উইকেট ও পছন্দ করে। আইপিএলে আহমেদাবাদে ও খুব ভালোও করেছে। দেখা যাক।’

এই বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা আছেন দুর্দান্ত ছন্দে। রান করেছেন ৫৫০। তবে মোট রান নয়, আলোচনায় রোহিতের খেলার ধরন। এই বিশ্বকাপে পাওয়ারপ্লেতে ভারত রান তুলেছে ১০৯ স্ট্রাইক রেটে, যা বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ। বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত খেলা ১০ ম্যাচের ৫টিতেই প্রথম ১০ ওভারে ৭৫ বা এর চেয়ে বেশি রান তুলেছে ভারত। ২০১৯ বিশ্বকাপে যেখানে এক ম্যাচেও ৭০ রানের কোটা ছুঁতে পারেনি তারা। এসব রোহিতের কল্যাণেই।

ভারতের অধিনায়ক এই টুর্নামেন্টে ব্যাট করেছেন ১২৪.১৫ স্ট্রাইক রেটে। ৪০০-এর বেশি রান করেছেন, এমন ওপেনারদের মধ্যে বিশ্বকাপ ইতিহাসে যা সবচেয়ে বেশি। প্রথম ১০ ওভারে রোহিতের স্ট্রাইক রেট আরও বেশি;১৩৩.০৮, পাওয়ারপ্লেতে ছক্কাই মেরেছেন ২১টি। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেইন তো এই বিশ্বকাপে ভারতের আসল নায়ক হিসেবে রোহিতের নামটাই বলেছেন।

রায়নার চোখেও রোহিত অসাধারণ, ‘রোহিত অসাধারণ খেলছে। অন্যের জন্য মঞ্চ তৈরি করছে। প্রথম ১০ ওভারেই যদি ৯০ রান তোলা যায়, তাহলে মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের জন্য কাজটা সহজ হয়ে যায়।’

ভারতের সাবেক এই ক্রিকেটারের মতে, ফাইনাল জিততে হলে অস্ট্রেলিয়ান স্পিনার অ্যাডাম জাম্পার বিপক্ষে ভালো করতে হবে ব্যাটসম্যানদের। তিনি বলেছেন, ‘বিশ্বকাপ জিততে হলে জাম্পার বিপক্ষে ভালো করতে হবে। রশিদ খানকে বাদ দিলে দুর্দান্ত কোনো লেগ স্পিনারকে এই বিশ্বকাপে দেখিনি। মোহাম্মদ শামির পর বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক জাম্পা। মাঝের ওভারে তাঁর বিপক্ষে ভালো খেলতে হবে, জশ হ্যাজলউডের বিপক্ষেও। হ্যাজলউড টেস্ট ম্যাচের লাইনে চার নম্বর স্টাম্পে বল করে। মিচেল স্টার্কও আক্রমণাত্মক। আশা করছি দারুণ লড়াই হবে। মনে হচ্ছে, যারা টসে জিতবে, ব্যাটিং নেবে।’

কেমন হবে ফাইনালের পিচ, তৈরি করছেন কারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুম্বাইয়ে প্রথম সেমিফাইনালের পিচ বদল নিয়ে হইচই কম হয়নি। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের সেই ম্যাচের আগে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন দাবি করেছিল, স্পিনারদের সুবিধা দিতে আইসিসির অনুমতি না নিয়েই ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সেমিফাইনালের উইকেট পরিবর্তন করেছে। নতুন পিচের বদলে খেলা হয়েছে ব্যবহৃত পিচে।

এ ঘটনার জের ধরেই ফাইনালের আগে ক্রিকেট মহলে প্রশ্ন;কোন পিচ আর কেমন পিচে হবে খেলা। একই সঙ্গে প্রশ্ন আছে, আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ফাইনালের পিচ কারা তৈরি করছেন, আর সেটা কীভাবেই বা তৈরি করছেন।

ফাইনালের পিচ নিয়ে পিটিআইকে উদ্ধৃত করেছে এভাবে, ‘শুক্রবার বিসিসিআইয়ের প্রধান মাঠকর্মী আশিস ভৌমিক আর তাঁর সহকারী তাপস চ্যাটার্জি ভারতের সাবেক পেসার ও বিসিসিআইয়ের ঘরোয়া ক্রিকেটের মহাব্যবস্থাপক আবে কুরুভিল্লাকে নিয়ে পিচ তৈরির বিষয়টি দেখতে গিয়েছিলেন।’

ফাইনালের পিচ কেমন হবে, এটা বোলার না ব্যাটসম্যানদের সাহায্য করবে;প্রতিবেদনটিতে সেটারও একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত পিচ তৈরির যে প্রক্রিয়া লক্ষ করা গেছে, তা থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে ফাইনালের উইকেট একটু মন্থরই হবে। কারণ, খুব ভারী রোলার দিয়ে পিচ রোল করতে দেখা গেছে।

‘কালো মাটির ওপরে যদি খুব ভারী রোলার ব্যবহার করা হয়, তাহলে তো বুঝতেই হবে যে একটি মন্থর ব্যাটিং উইকেট তৈরি করা হচ্ছে। যেখানে আপনি বড় স্কোর পাবেন ঠিক, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে বাউন্ডারি মারতে পারবেন না। ৩১৫ রানও এখানে যথেষ্ট হতে পারে। তবে পরে ব্যাটিং করাটা কঠিন হবে।’ পিচের আচরণ কেমন হতে পারে, প্রতিবেদনে এটা উল্লেখ করলেও খেলা নতুন পিচে নাকি ব্যবহৃত পিচে হবে, সেটা বলা হয়নি।

ভারতের ১,৩০,০০০ সমর্থককে ‘চুপ’ করিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য কামিন্সদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের বিশ্বকাপের শুরু থেকেই আলোচনায় ভারতের সমর্থকেরা। বিশ্বকাপ ভারতে হচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে তাদের সমর্থকদের উপস্থিতি বেশি থাকার কথা। ভারতের প্রতিটি ম্যাচের ভেন্যুতেই গ্যালারিতে একচেটিয়া দখল ছিল তাদের সমর্থকদের।

বিশেষ করে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে। এর আগে এই স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১ লাখ ৩০ হাজার ভারতীয় সমর্থক গলা ফাটিয়েছে রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের সমর্থনে।

আগামীকাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এখানেই ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত। আগামীকালও সেখানে ভারতকে সমর্থন দিতে গ্যালারিতে থাকবে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার সমর্থক। অস্ট্রেলিয়ার সমর্থক হয়তো থাকবে হাতে গোনা কয়েকজন!

সব মিলিয়ে বলাই যায় অস্ট্রেলিয়াকে লড়াই করতে হবে ভারতের বিপুলসংখ্যক সমর্থকদের গগনবিদারী চিৎকারের বিপক্ষেও। এটা কীভাবে সামলাবেন প্যাট কামিন্স-মিচেল স্টার্করা? ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে আজ এমন এক প্রশ্নের উত্তরে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কামিন্স যা বললেন, সেটার মানে দাঁড়ায় ভারতের এই বিপুলসংখ্যক সমর্থকদের চুপ করিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য তাঁর দলের!

সংবাদ সম্মেলনে কামিন্স বলেছেন, ‘আমি মনে করি, আপনাকে এটা সামলাতে হবে। নিশ্চিত করেই দর্শক থাকবে একপেশে। কিন্তু খেলায় তো এমন বিপুলসংখ্যক সমর্থকদের চুপ করিয়ে দেওয়ার চেয়ে সন্তুষ্টির আর কিছু হতে পারে না। আমাদের আগামীকালের লক্ষ্য এটাই।’

কামিন্স এরপর ভারতের সমর্থকদের সামলানোর বিষয়ে বলেছেন দেশটিতে খেলার পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা, ‘ভারতে আমরা অনেক খেলি। তাই দর্শকদের চিৎকার আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। আমি মনে করি, এবার হয়তো আগের চেয়ে একটু বেশিই হবে। তবে এটা এমন কিছু নয় যে যেটার মুখোমুখি আমরা আগে হইনি।’

টস, পিচ কোনো ব্যাপার নয় কামিন্সের কাছে, অস্ট্রেলিয়া সবকিছুর জন্য তৈরি

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের প্রথম সেমিফাইনালের পিচ বদল নিয়ে বিতর্কের রেশ এখনো থামেনি। সেই ঘটনার রেশ ধরেই আলোচনা চলছে, কেমন হবে ফাইনালের পিচ। ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে আজ পিচ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকেও।

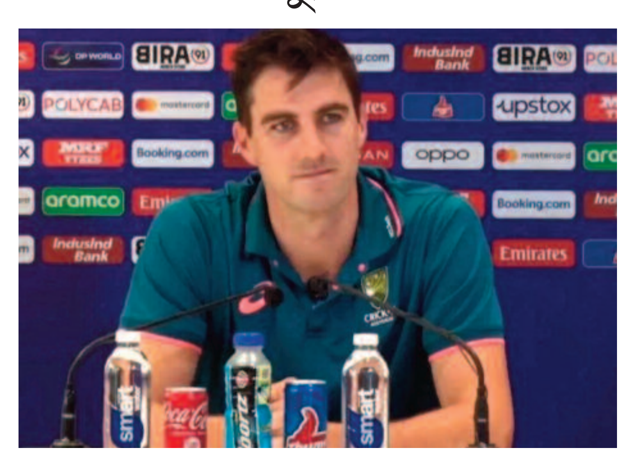

সেই প্রশ্নের উত্তরে কামিন্স যা বলেছেন, সেটার মানে দাঁড়ায়, পিচ বা টস নিয়ে তিনি ভাবছেন না। টস জিতলেন নাকি জিতলেন না, পিচ ব্যাটিং নাকি বোলিংবান্ধব হলো; এটা কোনো ব্যাপার নয় তাঁর কাছে। অস্ট্রেলিয়া দল সবকিছুর জন্যই তৈরি।

সংবাদ সম্মেলনে কামিন্সকে প্রথম প্রশ্নটিই করা হয় পিচ নিয়ে। পিচ কি দেখেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরটা সংক্ষেপে শেষ করেন কামিন্স, ‘হ্যাঁ, একবার মাত্র তাকিয়েছি।’ এরপর তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, কেমন দেখলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে কামিন্স বলেন, ‘আমি পিচ খুব বেশি ভালো বুঝি না। কিন্তু এটাকে ভালোই মনে হয়েছে। দেখলাম, তারা মাত্র পানি দিয়েছে। তাই আরও ২৪ ঘণ্টা সময় যাক, এরপর দেখা যাবে। কিন্তু এটাকে ভালো উইকেটই মনে হচ্ছে।’

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের সেমিফাইনালটি হওয়ার কথা ছিল নতুন পিচে, সেটি বদলে খেলা হয়েছে পুরোনো পিচে; বিতর্কটা এ নিয়েই। এ কারণেই হয়তো কামিন্সকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, পিচ দেখে কী মনে হয়েছে, আগে কি এটা ব্যবহার করা হয়েছে? কামিন্স বলেন, ‘হ্যাঁ, আমার মনে হয়, এর আগে এখানে পাকিস্তান কারও বিপক্ষে খেলেছে।’

টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া খেলেছে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে। সেখানকার পিচে খুব বেশি রান ছিল না। সেই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২১২ রানে অলআউট করে দিয়ে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ১৬ বল বাকি রেখে ৩ উইকেটে।

কলকাতার পিচ আর আহমেদাবাদের পিচের মধ্যে একটা পার্থক্য টের পাচ্ছেন কামিন্স, ‘মনে হয়, টুর্নামেন্টজুড়েই এখানে একটু বেশি রান হয়েছে। এই উইকেট খুব ভালো।’

কোনো ম্যাচে পিচের ধরনের গুরুত্ব কতটা, এমন এক প্রশ্নের উত্তরে কামিন্সের উত্তর ছিল এ রকম, ‘নিশ্চিত করেই এটা দুই দলের জন্য একই। আপনার নিজের দেশে নিজেদের উইকেটে খেলার একটা সুবিধা অবশ্যই আছে। পুরো জীবনে এই একই উইকেটে খেলছেন। কিন্তু আমরাও এখানে অনেক ক্রিকেট খেলেছি। তাই দেখি, কী হয়।’

কামিন্স এরপর যোগ করেন, ‘আমার মনে হয়, এখানে টস গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমনটা মুম্বাইয়ের ক্ষেত্রে বা অন্য ভেন্যু সম্পর্কে বলা হয়। তাই তারা যা,ই আমাদের দিক না কেন, আমরা সবকিছুর জন্য তৈরি থাকব। দেখি এরপর কী হয়। কিন্তু নিশ্চিত করেই আমাদের কিছু পরিকল্পনা থাকবে।’

বাবরকে নিয়ে পিসিবির সিদ্ধান্তে অবাক হেডেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় পাকিস্তানের তিন সংস্করণের অধিনায়কত্ব ছেড়েছেন বাবর আজম। বাবর অধিনায়কত্ব না ছাড়লে তাঁকে বরখাস্ত করা হতো বলেই দাবি পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমগুলোর। তাই নিজেই সব সংস্করণের অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার ম্যাথু হেইডেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এমন আচরণে অবাক হয়েছেন।

বিশ্বকাপে পাকিস্তান প্রত্যাশামতো পারফর্ম করতে পারেনি। ৯ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে ৪টিতে, হেরেছে ৫ ম্যাচে। পয়েন্ট তালিকার ৫ নম্বরে থেকে বিশ্বকাপ শেষ করেছে তারা। অধিনায়ক বাবরও ব্যাট হাতে সেরাটা দিতে পারেননি। চারটি অর্ধশতকে রান করেছেন ৩২০। তাই সব মিলিয়ে বেশ চাপে ছিলেন বাবর। হেইডেন বলছেন, পিসিবির এমন আচরণে তিনি বেশ হতাশও।

ইএসপিএনক্রিকইনফোতে হেইডেন বলেছেন, ‘অধিনায়ক হিসেবে বাবরের পারফরম্যান্স অনেক ভালো। আমরা ৫০,এর বেশি গড়ের কথা বলছি। বাবর সহজাত একজন নেতাও, অধিনায়ক হিসেবে ভালো পছন্দ। আমার মনে হয়, অধিনায়ক বাবরকে নিয়ে তারা একটু দ্রুতই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। বাবর এখনো তরুণ, বিশ্বে দাপুটে একজন ক্রিকেটার। তাই পিসিবির এমন সিদ্ধান্তে আমি হতাশ ও কিছুটা অবাক।’

পাকিস্তান কেন বিশ্বকাপে নিজেদের সেরা খেলাটা খেলতে পারেনি, সেই কারণও খুঁজেছেন হেইডেন। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এই ক্রিকেটার বলেছেন, ‘নাসিম শাহ ছিল না, শাহিন শাহ আফ্রিদি সেরা রূপে ছিল না। শাদাব খান ও মোহাম্মদ নওয়াজ কিছুই করতে পারেনি। ফখর জামান ফর্মে ছিল না, যখন ফিরেছে ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।’

পাকিস্তান ক্রিকেট সম্পর্কে ভালোই জানাশোনা আছে হেইডেনের। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের মেন্টর হিসেবে কাজ করেছেন হেইডেন। এর আগে ছিলেন পাকিস্তানের কোচও।

বাবরের পরিবর্তে নতুন টেস্ট অধিনায়ক করা হয়েছে ব্যাটসম্যান শান মাসুদকে, টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব পেয়েছেন ফাস্ট বোলার শাহিন শাহ আফ্রিদি। মাসুদকে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৩-২০২৫ চক্রের জন্য অধিনায়ক করা হয়েছে। আফ্রিদি কত দিন অধিনায়ক থাকবেন, সেটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফ্রিদিই থাকবেন পাকিস্তানের অধিনায়ক।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**